জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮

সূচিপত্র

ক্রমিক সংখ্যা	বিবরণ	পৃষ্ঠা সংখ্যা
পরিবেশ নীতি		
১.	প্রস্তাবনা ও প্রেক্ষিত (Preamble)	১
	জাতীয় পরিবেশ নীতির রূপকল্প	৬
২.	উদ্দেশ্য (Objectives)	৬
৩.	খাত/ক্ষেত্রভিত্তিক পরিবেশ নীতি (Environment Policy for Sectors/Areas)	৮
৩.১	ভূমি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (Land Resources Management)	৮
৩.২	পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (Water Resources Management)	৯
৩.৩	বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ (Air Pollution Control)	১৪
৩.৪	নিরাপদ খাদ্য ও সুপেয় পানি (Safe Food and Water)	১৬
৩.৫	কৃষি (Agriculture)	১৮
৩.৬	জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যসেবা (Public Health and Health Services)	২১
৩.৭	আবাসন, গৃহায়ন ও নগরায়ন (Accommodation, Housing and Urbanization)	২২
৩.৮	শিক্ষা ও গণসচেতনতা (Education and Mass Awareness)	২৪
৩.৯	বন ও বন্যপ্রাণী (Forest and Wildlife)	২৫
৩.১০	জীববৈচিত্র্য, প্রতিবেশ সংরক্ষণ এবং জীবনিরাপত্তা (Biodiversity, Ecosystem Conservation and Biosafety)	২৭
৩.১১	পাহাড় প্রতিবেশ (Hill Ecosystems)	২৯

ক্রমিক সংখ্যা	বিবরণ	পৃষ্ঠা সংখ্যা
৩.১২	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ (Fisheries and Livestocks)	৩০
৩.১৩	উপকূলীয় ও সামুদ্রিক প্রতিবেশ (Coastal and Marine Ecosystem)	৩৪
৩.১৪	প্রতিবেশবান্ধব পর্যটন (Ecotourism)	৩৭
৩.১৫	শিল্প উন্নয়ন (Industrial Development)	৩৮
৩.১৬	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ (Energy and Mineral Resources)	৩৯
৩.১৭	যোগাযোগ ও পরিবহন (Communication and Transportation)	৪১
৩.১৮	জনসম্পদ ব্যবস্থাপনা (Human Resources Management)	৪৩
৩.১৯	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার প্রস্তুতি ও অভিযোজন (Climate Change Preparedness and Adaptation)	৪৩
৩.২০	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (Disaster Management)	৪৬
৩.২১	বিজ্ঞান, গবেষণা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (Science, Research, Information and Communication Technologies)	৪৭
৩.২২	রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবস্থাপনা (Management of Chemical Substances)	৪৮
৩.২৩	অন্যান্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ (Other Pollution Control)	৪৯
৩.২৪	পরিবেশবান্ধব অর্থনৈতিক উন্নয়ন, টেকসই উৎপাদন ও ভোগ Environment Friendly Economic Development, Sustainable Production and Consumption)	৫০
৪.০	আইনগত কাঠামো (Legal Frame)	৫২
৫.০	প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো (Organizational Set-up)	৫৩
৬.০	জাতীয় পরিবেশ নীতি পরিপালন (National Environment Policy Compliance)	৫৩

ক্রমিক	পরিবেশ নীতির ক্রমিক	পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত বাস্তবায়ন কার্যক্রম (Implementation Plan/Activities)	পৃষ্ঠা সংখ্যা
১	৩.১	ভূমি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (Land Resources Management)	৫৪
২	৩.২	পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (Water Resources Management)	৫৭
৩	৩.৩	বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ (Air Pollution Control)	৬৩
৪	৩.৪	নিরাপদ খাদ্য ও সুপেয় পানি (Safe Food and Water)	৬৫
৫	৩.৫	কৃষি (Agriculture)	৬৭
৬	৩.৬	জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যসেবা (Public Health and Health Services)	৭০
৭	৩.৭	আবাসন, গৃহায়ন ও নগরায়ন (Accommodation, Housing and Urbanization)	৭১
৮	৩.৮	শিক্ষা ও গণসচেতনতা (Education and Mass Awareness)	৭৩
৯	৩.৯	বন ও বন্যপ্রাণী (Forest and Wildlife)	৭৪
১০	৩.১০	জীববৈচিত্র্য, প্রতিবেশ সংরক্ষণ এবং জীবনিরাপত্তা (Biodiversity, Ecosystem Conservation and Biosafety)	৭৮
১১	৩.১১	পাহাড় প্রতিবেশ (Hill Ecosystems)	৮০
১২	৩.১২	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ (Fisheries and Livestocks)	৮২
১৩	৩.১৩	উপকূলীয় ও সামুদ্রিক প্রতিবেশ (Coastal and Marine Ecosystem)	৮৫
১৪	৩.১৪	প্রতিবেশবান্ধব পর্যটন (Ecotourism)	৮৬
১৫	৩.১৫	শিল্প উন্নয়ন (Industrial Development)	৮৯

ক্রমিক	পরিবেশ নীতির ক্রমিক	পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত বাস্তবায়ন কার্যক্রম (Implementation Plan/Activities)	পৃষ্ঠা সংখ্যা
১৬	৩.১৬	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ (Energy and Mineral Resources)	৯৪
১৭	৩.১৭	যোগাযোগ ও পরিবহন (Communication and Transportation)	৯৬
১৮	৩.১৮	জনসম্পদ ব্যবস্থাপনা (Human Resources Management)	৯৯
১৯	৩.১৯	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার প্রস্তুতি ও অভিযোজন (Climate Change Preparedness and Adaptation)	১০০
২০	৩.২০	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (Disaster Management)	১০২
২১	৩.২১	বিজ্ঞান, গবেষণা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (Science, Research, Information and Communication Technologies)	১০৬
২২	৩.২২	রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবস্থাপনা (Management of Chemical Substances)	১০৭
২৩	৩.২৩	অন্যান্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ (Other Pollution Control)	১০৯
২৪	৩.২৪	পরিবেশবান্ধব অর্থনৈতিক উন্নয়ন, টেকসই উৎপাদন ও ভোগ (Environment Friendly Economic Development, Sustainable Production and Consumption)	১১০
২৫	৪.০	আইনগত কাঠামো (Legal Frame)	১১৩
২৬	৫.০	প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো (Organizational Set-up)	১১৪
২৭	৬.০	জাতীয় পরিবেশ নীতি পরিপালন (National Environment Policy Compliance)	১১৬
		শব্দ সংক্ষেপ	১১৭
		সংলগ্নী-১	১১৮
		সংলগ্নী-২	১২৪
		সংলগ্নী-৩	১২৫

জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮
(National Environment Policy 2018)

১.০ প্রস্তাবনা ও প্রেক্ষিত

পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের বিষয়টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার বাংলাদেশ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর (২০১১ সালের ১৪ নং আইন) মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের ভিশন ২০২১ অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ভিশন ২০৪১ এর মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত আধুনিক উন্নত দেশ হিসাবে গড়িয়া তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করিয়াছেন। সেই অভিযাত্রায় একধাপ এগিয়ে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার উপর প্রাণী ও উদ্ভিদজগতের অস্তিত্ব ও মানবজাতির উন্নয়ন নির্ভরশীল। এই পৃথিবীর সকল উপাদান (জীব ও জড়) বিশ্ব পরিবেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। পরিবেশের কোনো উপাদান/অংশের পরিবর্তন বা অবক্ষয়ের প্রভাব অন্যান্য উপাদানের উপর পড়ে। কাজেই উন্নয়নকে টেকসই করার জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সকল নেতিবাচক প্রভাবে এই দেশের ভূমি, কৃষি, পানিসম্পদ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জীববৈচিত্র্য, অবকাঠামো ইত্যাদি খাতসমূহে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের সৃষ্টি হইতেছে। ফলে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০-এর সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বাংলাদেশের পরিবেশ, প্রতিবেশ তথা সকল প্রাণিকুলকে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত হইতে রক্ষার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার কর্তৃক কার্যকর নীতি ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হইতেছে। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য দায়ী বিভিন্ন নিয়ামকে বাংলাদেশের অবদান অতি নগণ্য হইলেও ইহার প্রভাবে সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশ বহুমাত্রিক সমস্যার সম্মুখীন হইতেছে।

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনে সর্বাধিক ঝুঁকির সম্মুখীন পৃথিবীর প্রথম দশটি দেশের একটি হওয়া সত্ত্বেও জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিক নির্দেশনায় কার্যকর নীতি ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হইতেছে। বিশ্বে বাংলাদেশই প্রথম নিজস্ব তহবিল দ্বারা 'ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড' গঠন করিয়াছে। মোট দেশজ উৎপাদনের এক শতাংশ জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি মোকাবেলায় ব্যয় করা হয়। ইতোমধ্যে এই খাতে নিজস্ব তহবিল হইতে চারশত পঞ্চাশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করা হইয়াছে এবং কৃষিখাতকে জলবায়ু

পরিবর্তনের ক্ষতি-সহিষ্ণু করিয়া গড়িয়া তোলা হইয়াছে। প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ। বিশ্বে বাংলাদেশই প্রথম জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ৮২ বৎসর মেয়াদি ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ গ্রহণ করিয়াছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ সকল উদ্যোগ ও নেতৃত্বের কারণে জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (ইউএনইপি) কর্তৃক ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে পলিসি লিডারশিপ ক্যাটাগরিতে জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ পদক 'চ্যাম্পিয়নস অব দি আর্থ'-এ ভূষিত করা হয়।

সুস্থ জীবনের জন্য সুস্থ পরিবেশ একান্ত অপরিহার্য। মানুষ সুস্থ জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রকৃতি ও পরিবেশ হইতে গ্রহণ করিয়া থাকে। প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার উপর প্রাণী ও উদ্ভিদজগতের অস্তিত্ব ও মানবজাতির উন্নয়ন নির্ভরশীল। এই পৃথিবীর সকল উপাদান (জীব ও জড়) বিশ্ব পরিবেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। পরিবেশের কোনো উপাদান/অংশের পরিবর্তন বা অবক্ষয়ের প্রভাব অন্যান্য উপাদানের উপর পড়ে। সাম্প্রতিককালে প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্রমাবনতি সকল প্রকার প্রাণের অস্তিত্ব এবং মানব সভ্যতার জন্য একটি গুরুতর সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত মান উন্নয়নে বিভিন্ন আর্থসামাজিক সমস্যা যেমন জনসংখ্যার আধিক্য, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, অপ্রতুল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, গণসচেতনতার অভাব, ভূমির অপরিকল্পিত ব্যবহার, নগরায়ন, শিল্পায়ন ও অবকাঠামো নির্মাণ ইত্যাদি প্রতিবন্ধকতা হিসাবে দেখা দিয়াছে। পরিবেশ উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমের সঙ্গে এইগুলিকে সামগ্রিক এবং সমন্বিতভাবে সমাধান করা প্রয়োজন। প্রতিবেশ (ecosystem) হইতে অন্ন, বস্ত্র, ঔষধ, বাসস্থানসহ মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রতিবেশের উপর চাপও ক্রমাগত বাড়িতেছে।

বাংলাদেশে উপুর্যপরি বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ, উত্তরাঞ্চলে মরুময়তার প্রাথমিক লক্ষণাদি, নদ-নদীতে লবণাক্ততার বিস্তার, ভূমিক্ষয়, বনাঞ্চল দ্রুত হ্রাস, জলবায়ু পরিবর্তন, আবহাওয়ার অনিশ্চয়তা ও অন্যান্য পরিবেশগত সমস্যা বিদ্যমান। বিভিন্ন সময়ে নানা ধরনের প্রাকৃতিক সমস্যার মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও "সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০১৫"-এর অধিকাংশ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশের সাফল্য রহিয়াছে। টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতকরণে উক্ত লক্ষ্যমাত্রায় গৃহীত অনেক সূচকেই বাংলাদেশের অর্জন উল্লেখযোগ্য এবং বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। বাংলাদেশ দক্ষতার সাথে এই ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবেলা করিতেছে। কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হইয়াছে। স্বল্প কার্বন নিঃসরণকারী দেশ হিসাবে পরিবেশ সংরক্ষণে

বাংলাদেশের ভূমিকা রহিয়াছে। জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে অভিযোজন, প্রশমনের মাধ্যমে জলবায়ুর নেতিবাচক প্রভাব নিরসন, পূর্ব সতর্কতামূলক কার্যক্রমের প্রসার ঘটানোর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা অর্জন; এ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ জাতীয় নীতি, কৌশল ও পরিকল্পনাসমূহে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে এবং জলজ ও স্থলজ প্রতিবেশ ব্যবস্থার সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার ও টেকসই ব্যবহারের লক্ষ্যে "টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (২০১৬-২০৩০)"তে উল্লিখিত লক্ষ্য অর্জনে কার্যক্রম গ্রহণ আবশ্যক।

বাংলাদেশে পরিবেশ বিপর্যয় এবং এর নানাবিধ বিরূপ প্রভাবের প্রেক্ষাপটে সরকার পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হইবে দেশের উপকূলীয় ও সামুদ্রিক এলাকা। এই সকল ক্ষতি মোকাবেলায় ইতোমধ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনভেনশন, প্রোটোকল ও ট্রিটি (সংলগ্নী ১) স্বাক্ষরের ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা, কর্মকৌশল (সংলগ্নী ২) প্রণয়ন করা হইয়াছে এবং বাস্তবায়ন করা হইতেছে।

এই লক্ষ্যে জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৩, জাতীয় মৎস্য নীতি ১৯৯৮, জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯, জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি ২০০১, জাতীয় বন নীতি ১৯৯৪, জাতীয় শিল্প নীতি ২০১৫-সহ অন্যান্য জাতীয় নীতিতে এবং জাতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (রূপকল্প ২০২১), জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশল ২০১৩, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) ইত্যাদিতে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয় গুরুত্বসহকারে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া ১৯৯২ সালে পরিবেশ নীতি প্রণীত হইবার পর পরিবেশের বিষয়ে আইন ও একাধিক বিধিমালা (সংলগ্নী ৩) জারি করা হইয়াছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের বিষয়টি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসাবে গৃহীত হইয়াছে।

এই লক্ষ্যে সন্নিবেশিত অনুচ্ছেদ ১৮ক-এ বলা হইয়াছে যে, "রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যত নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন"।

উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার মনে করে যে-

ক. বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, পরিবেশের অবক্ষয় ও ক্রমাবনতি এবং সম্পদ ব্যবহারে লাগসই প্রযুক্তি, টেকসই ব্যবস্থাপনার অভাব একটি সমন্বিত ও অগ্রাধিকারভিত্তিক পরিবেশ নীতি হালনাগাদকরণের বিষয়টিকে অপরিহার্য করিয়া তুলিয়াছে।

খ. জাতীয় সকল সম্পদের পরিকল্পিত এবং টেকসই ব্যবহারে সর্বস্তরের বিশেষ করিয়া প্রাকৃতিক প্রতিবেশের উপর জীবিকা নির্ভরশীল এমন জনগণকে সম্পৃক্ত করা আবশ্যক।

গ. দেশের উন্নয়ন কার্যক্রম, পরিবেশ সংরক্ষণ ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তন যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলিতেছে তাহা দূরীকরণের লক্ষ্যে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ, পরিবেশ সংরক্ষণ ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু অভিযোজন কার্যক্রমকে অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

ঘ. আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে পরিবেশ দূষণ ও অবক্ষয়ের সহিত বাংলাদেশের প্রকৃতি, পরিবেশ ও সম্পদের ভিত্তি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত বিধায় স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে দেশ তথা বিশ্বব্যাপী পরিবেশ উন্নয়ন ও সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা আবশ্যক।

ঙ. পরিবেশ নীতি ১৯৯২ সালে প্রণীত হওয়ার পর পরিবেশ ও প্রতিবেশ অবক্ষয়ের ধরন এবং মাত্রা পরিবর্তিত হইয়াছে, পরিবেশ ও প্রতিবেশের টেকসই সংরক্ষণ ও উন্নয়ন আবশ্যক এবং সর্বোপরি জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণের মূলধারায় আনয়নের লক্ষ্যে পরিবেশ নীতি ১৯৯২ সংশোধন করা প্রয়োজন।

পরিবেশ বিপর্যয়, নানাবিধ দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সীমাবদ্ধতার নিরিখে ঈপ্সিত টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে এবং সংবিধানের মূলনীতি হিসাবে গৃহীত পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের বিষয়টি জাতীয় নীতিসমূহে প্রতিফলন করিবার মাধ্যমে পরিবেশকে উন্নয়নের মূলধারায় আনয়নের লক্ষ্যে পরিবেশ নীতি ১৯৯২ সংশোধন ও পরিমার্জন করিয়া জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮ গ্রহণ করা হইল। এই নীতি পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সমন্বিত নীতি হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং অন্যান্য জাতীয় নীতিসমূহে বিধৃত পরিবেশ বিষয়ক কর্মকাণ্ডের দিকনির্দেশক হিসাবে কাজ করিবে।

জাতীয় পরিবেশ নীতির মূল বিবেচ্য বিষয়াদি নিম্নরূপ:

১.১ প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর মানুষের চাপ কমাইয়া আনিয়া টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ;

১.২ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদা পূরণ করিবার লক্ষ্যে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কার্যক্রমে পরিবেশ সুরক্ষা অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গণ্যকরণ;

১.৩ প্রাকৃতিক সম্পদের আহরণ, ব্যবহার ও পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদি বিজ্ঞানভিত্তিককরণ;

১.৪ প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ, ব্যবহার ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিবেশগত প্রভাব ও ঝুঁকির বিষয়টি বিবেচনায় আনয়ন;

১.৫ জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় প্রাকৃতিক সম্পদের অর্থনৈতিক অবদান মূল্যায়নের পাশাপাশি প্রতিবেশ সেবার (ecosystem services) মূল্যায়ন;

১.৬ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার এবং প্রতিবেশ সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে ইহাদের উপর নির্ভরশীল স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অধিগম্যতা (accessibility) অধিকার ও ন্যায্যতা এবং সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণ ও সাম্যতা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে দরিদ্র ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অধিকারকে অগ্রাধিকার প্রদান;

১.৭ সকল উৎপাদন প্রক্রিয়ায় এবং দৈনন্দিন কার্যক্রমে পানি, ভূমি, প্রাকৃতিক গ্যাস ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিত করা ও অপচয় রোধ করিবার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণকরণ;

১.৮ নূতন ও নবায়নযোগ্যসহ সকল সম্পদের টেকসই ব্যবহারকে উৎসাহিতকরণ;

১.৯ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদে দারিদ্র্য বিমোচন এবং খাদ্য নিরাপত্তা জোরদারকরণ;

১.১০ Polluter's Pay Principle প্রয়োগ করিয়া পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায়করণ;

১.১১ সকল জাতীয় নীতিতে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা এবং সরকারি ও বেসরকারি সকল পর্যায়ে পরিবেশ নীতি বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ;

১.১২ পরিবেশ সুরক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার (curative measures) চাইতে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা (preventive measures)-কে অগ্রাধিকার প্রদান;

১.১৩ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে অভিযোজন (adaptation) এবং প্রশমন (mitigation) কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তকরণ;

১.১৪ প্রতিবেশ হইতে প্রাপ্ত পণ্য ও সেবার (ecosystem goods and services) টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

১.১৫ সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বল্প ব্যবহার, পুনর্ব্যবহার ও পুনর্চক্রায়ন নীতি (3R principle: reduce, reuse and recycle) বাস্তবায়ন;

১.১৬ পরিবেশ নীতি ও পরিবেশ সংরক্ষণের সাথে সম্পর্কিত সকল আইন ও বিধি-বিধান বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের (সরকারি, স্থানীয়, বেসরকারি ও কারিগরি) প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;

১.১৭ দেশের সকল প্রকার অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবসহ সকল প্রকার দুর্যোগ মোকাবেলার বিষয়টি নিশ্চিতকরণ;

১.১৮ জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর স্বল্পস্থায়ী জলবায়ু দূষক (SLCP: Short-Lived Climate Pollutants) হ্রাসকরণ;

১.১৯ পরিবেশ সুরক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদা পূরণ করিবার লক্ষ্যে "টেকসই উৎপাদন ও ভোগ" (sustainable production and consumption) ধারণার নিরিখে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ;

১.২০ পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দকরণ;

১.২১ পরিবেশবান্ধব অর্থনীতি প্রসারের কার্যক্রম গ্রহণ;

১.২২ পরিবেশ ও প্রতিবেশ সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তক ও সিলেবাসে পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ।

জাতীয় পরিবেশ নীতির রূপকল্প (Vision)

পরিবেশ সংরক্ষণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা করিয়া টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।

২.০ উদ্দেশ্য (Objectives)

জাতীয় পরিবেশ নীতির উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

২.১ পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিধান ও সার্বিক উন্নয়ন;

২.২ দেশে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব হ্রাসে অভিযোজন কার্যক্রমের প্রসার;

২.৩ দেশে স্বল্প কার্বন নিঃসরণ প্রযুক্তির আহরণ এবং প্রচলনকে উৎসাহিতকরণ;

২.৪ পরিবেশের সকল প্রকার দূষণ ও অবক্ষয়মূলক কর্মকান্ড শনাক্ত ও নিয়ন্ত্রণ;

২.৫ সকল ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ;

২.৬ সকল প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই, দীর্ঘমেয়াদী ও পরিবেশসম্মত ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধান;

২.৭ বিশ্ব পরিবেশ উন্নয়নে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র উন্মোচন ও সম্প্রসারণ;

২.৮ পরিবেশ সংরক্ষণে পরিবেশ শিক্ষা, সক্ষমতা, গণসচেতনতা ও জনমত গড়িয়া তোলা;

২.৯ পরিবেশ উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ (Public Private Partnership) গ্রহণ;

২.১০ টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে পরিবেশ নীতি ও কৌশলকে অন্যান্য নীতি কৌশলসমূহের মধ্যে মূলধারায় আনা ও সুসমন্বিতকরণ;

২.১১ জলবায়ু পরিবর্তনসহ সকল প্রকার পরিবেশ ও প্রতিবেশগত সমস্যা মোকাবেলায় সক্ষম জনগোষ্ঠী গড়িয়া তোলা;

২.১২ প্রয়োজনীয় সকল ক্ষেত্রে Environmental Impact Assessment এবং Strategic Environmental Assessment সম্পাদন নিশ্চিতকরণ;

২.১৩ বিদেশি ও আগ্রাসী (allien and invasive) জাতের প্রাণী ও উদ্ভিদের কৃত্রিম অনুপ্রবেশ নিরুৎসাহিত করা, প্রয়োজনে যথেষ্ট গবেষণার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

২.১৪ পরিবেশ সংক্রান্ত সকল আন্তর্জাতিক উদ্যোগের সহিত যথাসম্ভব সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকা এবং স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

২.১৫ পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

২.১৬ পরিবেশ সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা যথাযথ পালন বিষয়ে পর্যবেক্ষণ জোরদারকরণ।

৩.০ খাত/ক্ষেত্রভিত্তিক পরিবেশ নীতি (Environment Policy for Sectors/Areas)

পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশের উপাদানসমূহের সুষ্ঠু ব্যবহার দেশের সকল অঞ্চল এবং উন্নয়ন খাতে বিস্তৃত। তাই পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় সার্বিক লক্ষ্যসমূহ অর্জনের উদ্দেশ্যে খাত/ক্ষেত্রভিত্তিক পরিবেশ নীতি নিম্নে বর্ণিত হইল:

৩.১ ভূমি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (Land Resources Management)

অপরিকল্পিত ব্যবহার ভূমি অবক্ষয়ের প্রধান কারণ। ভূমি পরিবেশের অন্যতম উপাদান বিধায় ইহার টেকসই ব্যবহার পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখিবে। কৃষিজ উৎপাদন, শিল্পায়ন ও নগর পরিকল্পনার ক্ষেত্রে টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা (Sustainable Land Management) নিশ্চিত করিতে হইবে। টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনায় নিম্নবর্ণিত নীতি অনুসরণ করিতে হইবে:

৩.১.১ ভারসাম্যমূলক পরিবেশসম্মত জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি ও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও দ্রুত বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

৩.১.২ ভূমিক্ষয় রোধ, উর্বরতা সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি, ভূমি পুনরুদ্ধার ও নূতন জাগিয়া উঠা ভূমির পরিবেশসম্মত সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদার করিতে হইবে।

৩.১.৩ দেশের বিভিন্ন প্রতিবেশের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ ভূমি ব্যবহার পদ্ধতি প্রবর্তন করিতে হইবে।

৩.১.৪ জমির লবণাক্ততার প্রভাব রোধ করিবার জন্য ব্যবস্থাপনা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

৩.১.৫ প্রতিবেশ ও প্রতিবেশ-অঞ্চলভিত্তিক ল্যান্ড জোনিং করিতে হইবে এবং প্রতিবেশ-অঞ্চলভিত্তিক Strategic Environmental Assessment সম্পাদন করিতে হইবে।

৩.১.৬ ভূমির অবক্ষয় ও মরুময়তা রোধ করিবার জন্য বনায়ন ও জলাধার ব্যবস্থাপনা কৌশলসহ বিষয়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

৩.১.৭ নদীর তীরক্ষয় ও ভূমিধ্বস রোধ করিবার জন্য নদী ও অন্যান্য জলাশয়ের তীর বনায়নের আওতায় আনিতে হইবে। উদ্ভিদের স্থানীয় প্রজাতি দ্বারা সবুজায়ন জোরদার করিতে হইবে।

৩.১.৮ পাহাড়/টিলা কাটা রোধ করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পাহাড় প্রতিবেশ অক্ষুণ্ন রাখিয়া পাহাড়ি এলাকায় উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

৩.১.৯ সরকারি জমি/সম্পদ যেমন: নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাওড়, জলাশয়, জলাভূমি, পুকুর, ইত্যাদি খাস জমি/সম্পদ চিহ্নিত করিয়া সংরক্ষণ করিতে হইবে। পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিবেশের পণ্য ও সেবা (ecosystem goods and services) প্রাপ্তি নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.১.১০ ভূমি ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার সাথে পানি নিষ্কাশনকে সমন্বিত করিতে হইবে এবং আন্তঃপ্রতিবেশে পানি যে মূল্যবান ভূমিকা ও যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে তাহা যেন কোনোভাবেই বিঘ্নিত না হয় উহা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.১.১১ পরিবেশসম্মতভাবে জলমহাল ও বালুমহাল ব্যবস্থাপনা করিতে হইবে।

৩.১.১২ সংরক্ষিত এলাকার (Protected Area) বাইরের অরণ্য-প্রতিবেশ (wilderness), ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগত স্থান, খেলাধুলা ও বিনোদনের স্থান সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৩.১.১৩ সংরক্ষিত বনভূমি বন ব্যবস্থাপনা ভিন্ন অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা যাইবে না।

৩.১.১৪ পাহাড়ী ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও ওয়াটার শেড ব্যবস্থাপনার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে।

৩.২ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (Water Resources Management)

মানুষের জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ উৎপাদনের সকল পর্যায়ে পানির ব্যবহার রহিয়াছে। কাজেই পানি-নিরাপত্তা (Water Security) বিধান করা একান্ত প্রয়োজন। পানির সহজলভ্যতার পাশাপাশি গুণগতমান অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় (Integrated Water Resources Management) নিম্নবর্ণিত নীতি অনুসরণ করিতে হইবে:

৩.২.১ দেশের সকল পানি সম্পদের পরিবেশসম্মত ব্যবহার নিশ্চিত এবং বর্ষায় প্রাপ্ত পানি সম্পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.২.২ পানি সম্পদ উন্নয়নকল্পে গৃহীত ব্যবস্থাদি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পসমূহ ইতোমধ্যে পরিবেশে কোনো প্রকার বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে কিনা উহার কারিগরি বিষয়াদি যাচাইপূর্বক উক্ত ব্যবস্থাদির পুনর্মূল্যায়ন ও প্রয়োজনমতো তাহা পরিবেশবান্ধব করিতে হইবে।

৩.২.৩ বন্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বাঁধনির্মাণ, নদ-নদী, খাল-বিল বা জলাশয় প্রভৃতি ক্ষেত্রে গৃহীত ব্যবস্থাদি যাহাতে স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে পরিবেশসম্মত হয় তাহার নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে।

৩.২.৪ পানি সম্পদের ব্যবহার ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে গৃহীত ব্যবস্থাদির পরিবেশগত বিরূপ প্রতিক্রিয়া দূরীকরণ, পরিবেশগত প্রবাহ (environmental flow) বজায় রাখা এবং জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর উপর বিরূপ প্রভাব নিরসন করিতে হইবে।

৩.২.৫ দেশের হাওর-বাওড়, খাল-বিল, নদ-নদী, প্লাবনভূমি প্রভৃতি জলাশয় ও পানি সম্পদকে দূষণমুক্ত রাখিতে হইবে।

৩.২.৬ প্রাকৃতিক উপায়ে ভূগর্ভস্থ পানি পুনর্ভরণ/পুনসঞ্চয়ন (ground water recharge) বৃদ্ধি করিতে হইবে। সকল প্রকার নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া শহর এলাকায় যেইখানে ভূগর্ভস্থ পানির উচ্চতা দ্রুত নিচে নামিয়া যাইতেছে বা নামার আশঙ্কা রহিয়াছে সেই সকল এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানি পুনর্ভরণের/পুনসঞ্চয়নের ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং ইহা কঠোরভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে।

৩.২.৭ ভূগর্ভস্থ পানির বার্ষিক পুনসঞ্চয়ন (annual recharge), ভূগর্ভস্থ পানির স্তরের ধারণ ক্ষমতার (aquifer capacity) উপর ভিত্তি করিয়া বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং বাণিজ্যিক স্থাপনায় ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কৌশল নির্ধারণ করিতে হইবে। প্রতি ইউনিট পানি ব্যবহারের বিপরীতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পানির নিরীক্ষা ও মূল্য নির্ধারণ (water audit and pricing) ও ক্ষেত্র বিশেষে পুনর্ব্যবহার বাধ্যতামূলক করিতে হইবে।

৩.২.৮ পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ করিবার আগে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ করিতে হইবে।

৩.২.৯ উজানের অববাহিকা (catchment) হইতে পানির প্রাপ্যতা হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা থাকায় তাহা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.২.১০ বাংলাদেশের মানুষের জীবন-জীবিকা, পরিবেশ ও প্রতিবেশ, জীববৈচিত্র্য, নদ-নদীসমূহের hydro-morphology, নাব্যতা ইত্যাদি অনেকাংশে দেশের বাহির হইতে প্রবাহিত অর্ধশতাধিক আন্তর্জাতিক নদ-নদীর প্রবাহের উপর নির্ভরশীল বিধায় এই সকল নদ-নদীর স্বাভাবিক গতিপ্রবাহ অব্যাহত রাখিবার প্রচেষ্টা চালাইতে হইবে।

৩.২.১১ সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা নীতি অবলম্বন করিতে হইবে। জলাভূমি সংরক্ষণ ও যুক্তিসঙ্গাত ব্যবহার নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে সকল অংশীজনের (stakeholder) বিশেষ করিয়া স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে পানি সম্পদের পরিবেশসম্মত ব্যবহার এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.২.১২ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ভূগর্ভস্থ পানির সহজলভ্যতা সংক্রান্ত ম্যাপ তৈরি এবং সর্বক্ষেত্রে দক্ষ পানি-ব্যবহার পদ্ধতির প্রবর্তন করিতে হইবে। পানির সহজলভ্যতা বাড়াইতে নদ-নদী, জলাশয় ও খাল খনন/সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে। তবে খাল খনন ও সংস্কারের ফলে শুষ্ক মৌসুমে পানি নিষ্কাশিত হইয়া যাহাতে বিল/জলাশয় শুকাইয়া না যায় সেই ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

৩.২.১৩ প্রচার প্রচারণার মাধ্যমে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহার পদ্ধতি প্রচলন এবং এই বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.২.১৪ কৃষি উৎপাদন, শিল্পোৎপাদন ও অন্যান্য কাজে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার যথাসম্ভব কমাইয়া ভূউপরিস্থ পানির ব্যবহার বাড়াইতে হইবে।

৩.২.১৫ সেচের পানি সাশ্রয়ের জন্য ভূগর্ভস্থ সেচনালা তৈরি ও অন্যান্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করিতে হইবে।

৩.২.১৬ নদীভাঙ্গন ও অকাল বন্যা রোধকল্পে অববাহিকা এলাকায় ব্যাপক বনায়ন করিতে হইবে।

৩.২.১৭ দেশের সকল জলাভূমির তথ্যভাণ্ডার তৈরি এবং জলাভূমিগুলির অবক্ষয়রোধ ও সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৩.২.১৮ সকল জলাভূমির অর্থনৈতিক মূল্যমান নিরূপণ (economic valuation) এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

৩.২.১৯ কোনো প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জলাভূমির পরিবেশগত সেবার আর্থিকমান (economic value of environmental scervices) যাহাতে কমিয়া না যায় উহা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.২.২০ অবক্ষয়ের দরুণ কোনো প্রতিবেশ নাজুক/ভঙ্গুর অবস্থায় পৌঁছাইলে উহা পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণের নিমিত্ত প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area, ECA) ও সংরক্ষিত এলাকা (Protected Area) ঘোষণা করিতে হইবে এবং পুনরুদ্ধার কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে। প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া ইসিএ এলাকা লিজ দেওয়া যাইবে না।

৩.২.২১ দারিদ্র্য দূরীকরণ ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সকল উন্নয়ন পরিকল্পনায় গ্রামীণ পুকুর এবং ডোবাসহ (ponds and tanks) সকল জলাভূমির সংরক্ষণ ও উন্নয়ন নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.২.২২ সকল নদী ও জলাভূমির পানি সরবরাহ অঞ্চলের/অববাহিকার মানচিত্র (catchment area map) প্রণয়ন করিতে হইবে। সীমানা চিহ্নিত ও সুনির্দিষ্ট করিয়া সকল নদ-নদী ও জলাভূমি এবং বন্যাপ্রবাহ এলাকা (flood flow zone) সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৩.২.২৩ হাওর ও বাওড় প্রতিবেশ সংরক্ষণ করিতে এবং নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর, হ্রদ প্রভৃতি জলাশয় ও পানি সম্পদকে দখল ও দূষণমুক্ত রাখিতে হইবে।

৩.২.২৪ জলাভূমির জলজীবন (reed ও swamp forest) সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

৩.২.২৫ বন্যার প্রকোপ হ্রাস ও জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে হাওর-বাওড় ও নদী-নালাসহ দেশের গতিশীল বিশাল নদী-বিধৌত প্লাবনভূমির প্রতিবেশ (dynamic river-floodplain ecosystem) সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৩.২.২৬ মৎস্য ও অন্যান্য জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্য ক্ষতিকারক পানি উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের পুনঃমূল্যায়ন করিতে হইবে এবং পরিবেশ উন্নয়নপূর্বক সমন্বিত মাছ-শস্য চাষের ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্লাবনভূমির শস্য উৎপাদনকে বিঘ্নিত না করিয়া মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মৎস্য ও জলজ জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ করিবার জন্য প্রকল্পের কারণে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়া নদী ও নদীর প্লাবনভূমিকে পুনরায় সংযুক্ত করিয়া (re-establishment of connectivity between rivers and their floodplains) সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৩.২.২৭ সকল সড়ক ও রেলপথের পরিকল্পনাতে অবাধ পানি চলাচল করিবার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

৩.২.২৮ পানি সম্পদ প্রকল্প যথাসম্ভব সমন্বিত প্রকল্প হিসাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং এইসব প্রকল্পের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন হইতে পরিবীক্ষণ পর্যন্ত সবকিছুই একটি সমন্বিত বহুবিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে সম্পন্ন করিতে হইবে। পাশাপাশি পানি সম্পদ ব্যবহারের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের অংশীদারিত্ব বিস্তৃত করিতে হইবে।

৩.২.২৯ নিরাপদ পানির প্রাপ্যতা ও পানির গুণগতমান সংরক্ষণ এবং পানি ব্যবহারে দক্ষতা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.২.৩০ ভূগর্ভস্থ পানির স্তর সমুন্নত রাখিবার লক্ষ্যে সেচ, কৃষি ও শিল্পখাতে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যাপক ব্যবহার নিরুৎসাহিত করিতে হইবে।

৩.২.৩১ শিল্পসহ সকল ক্ষেত্রে পানি পুনঃচক্রায়ন নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.২.৩২ আর্সেনিক, লৌহ ও অন্যান্য ক্ষতিকর উপাদানমুক্ত ভূগর্ভস্থ সুপেয় পানির নিরাপদ আধার চিহ্নিত করিয়া সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৩.২.৩৩ শিল্প হইতে উদ্ভূত দূষিত পানি ও বর্জ্য নির্গমনের সম্ভাব্যতার কথা বিবেচনায় রাখিয়া সরকার কর্তৃক নূতন শিল্পাঞ্চল (new industrial zoning) চিহ্নিত করিবার বিধি-বিধান প্রণয়ন করিতে হইবে।

৩.২.৩৪ দূষণকারী শিল্পকারখানার মালিক সংশ্লিষ্ট দূষিত জলাশয় পরিশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৩.২.৩৫ পানির দূষণ প্রতিরোধে বিভিন্ন উৎস হইতে নির্গত পানির গুণগতমান পরীক্ষণ করিতে হইবে।

৩.২.৩৬ নদী-নালা, জলাশয় ও পরিবেশ সংক্রান্ত আইনের সাথে সাংঘর্ষিক সকল প্রকার উন্নয়ন পরিকল্পনার পুনর্মূল্যায়ন ও প্রয়োজনমতো পরিবেশ সংরক্ষণ উপযোগী করিতে হইবে।

৩.২.৩৭ শুকাইয়া যাওয়া বা একেবারে শুষ্ক কোনো নদী-নালা-খালে চাষাবাদ বা অবকাঠামো নির্মাণ করিবার জন্য বন্দোবস্ত প্রদান না করিয়া এইসব জলাধার পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে।

৩.২.৩৮ জলাধার সংরক্ষণ ও জলজ প্রতিবেশগত সেবাসমূহ টেকসই, নির্বিঘ্ন ও অব্যাহত রাখার জন্য Payment for Ecosystem Services চালু করিতে হইবে।

৩.২.৩৯ নদী খনন ও ড্রেজিংয়ের মাটি সুপরিকল্পিত উপায়ে ইট প্রস্তুত, গৃহায়ন ও আবাসন, শিল্পপার্ক স্থাপন ও যোগাযোগ অবকাঠামোর ক্ষেত্রে এমনভাবে ব্যবহার নিশ্চিত করিতে হইবে যাহাতে নদীর নাব্যতা ও ভূমি উন্নয়নের চাহিদা একই সাথে পূরণ হয়।

৩.২.৪০ নগর প্রতিবেশ সংরক্ষণে জলাভূমি সংরক্ষণ করা, নিচুভূমি ভরাট না করা এবং ভূগর্ভস্থ পানি সঞ্চয়নের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গা কংক্রিটমুক্ত (unpaved) রাখিতে হইবে।

৩.২.৪১ আন্তঃদেশীয় পানিদূষণ পরিবীক্ষণ করিতে হইবে।

৩.২.৪২ জরিপের মাধ্যমে সুপেয় পানির জন্য ভূগর্ভস্থ জলাধার নিরূপণ করিয়া সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং সেই সকল স্থানে কোনো চাষাবাদ, আবাসন বা শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যাইবে না।

৩.৩ বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ (Air Pollution Control)

বাংলাদেশে দ্রুত নগরায়ন ও অপরিকল্পিত শিল্পায়ন এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও যানবাহন হইতে নির্গত দূষিত ধোঁয়া ও কণার কারণে প্রধান প্রধান শহর ও উপ-শহরগুলিতে বায়ুদূষণের মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। বায়ুদূষণের আর্থিক ক্ষতির বিষয়টি বিশেষত জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি হিসেবেই সর্বজনবিদিত। জনস্বাস্থ্যের এই ক্ষতির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যয় দেশের জনগণ এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রকে বহন করিতে হয়। সর্বোৎকৃষ্ট প্রাপ্তিসাধ্য প্রযুক্তি (best available technologies) ব্যবহার করিয়া অবক্ষয়িত এয়ারসেডসমূহ (degraded airshed) ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত নীতি অনুসরণ করিতে হইবে:

৩.৩.১ বায়ুমান ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করিয়া পরিবেশসম্মত মানমাত্রা নির্ধারণ ও হালনাগাদ করিতে হইবে এবং বায়ুর মান পরিবেশসম্মত মানমাত্রার মধ্যে রাখিতে হইবে এবং মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে আইন প্রয়োগ জোরদার করিতে হইবে।

৩.৩.২ বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও যানবাহনের গ্যাসীয় নির্গমন পরিবেশসম্মত সীমার মধ্যে রাখিতে হইবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নির্গমন কর (emission tax) নির্ধারণ এবং আদায় করিতে হইবে।

৩.৩.৩ নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও ইটভাটা স্থাপনের ক্ষেত্রে বায়ুদূষণের মাত্রা বিবেচনা করিয়া অবক্ষয়িত এয়ারসেডসমূহ পরিহার করিতে হইবে।

৩.৩.৪ প্রচলিত সনাতন প্রযুক্তির বায়ুদূষণকারী ইটভাটাসমূহ পরিবেশবান্ধব উন্নত প্রযুক্তিতে রূপান্তর করিতে হইবে। মাটি পুড়িয়ে ইট প্রস্তুত পদ্ধতির পরিবর্তে বিকল্প পরিবেশবান্ধব টেকসই ইট প্রস্তুত পদ্ধতি উদ্ভাবন ও প্রচলনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.৩.৫ পুরাতন বা রিকন্ডিশন্ড যানবাহন ও ইঞ্জিন আমদানি বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে ।

৩.৩.৬ মোটরযানের ফিটনেস সনদ গ্রহণ বা নবায়নের পূর্বে নির্গমন পরীক্ষণ সনদ (emission testing certificate) গ্রহণ বাধ্যতামূলক করিতে হইবে।

৩.৩.৭ মোটরযান ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত জ্বালানির গুণগত মান (fuelquality standard) নির্ধারণ ও পরিপালন করিতে হইবে। অধিক সালফারযুক্ত কয়লা ও অন্যান্য জ্বালানি আমদানির উপর বাধানিষেধ আরোপ করিতে হইবে।

৩.৩.৮ দেশের অভ্যন্তরীণ ভৌগোলিক সীমানায় চলাচলকৃত সকল নৌযান, উড়োজাহাজ ও রেলগাড়ি হইতে নির্গত ধোঁয়া পরিবেশসম্মত মানমাত্রার মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে।

৩.৩.৯ পরিচ্ছন্ন জ্বালানি এবং পরিবেশসম্মত টেকসই পরিবহন ব্যবস্থা প্রচলনের রোড ম্যাপ প্রণয়নপূর্বক প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন করিতে হইবে।

৩.৩.১০ সকল শিল্পকারখানা, ইটভাটা, অফিস আদালত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, রাসায়নিক গবেষণাগার (শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত), হাসপাতালসহ বাণিজ্যিক ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহে শ্রমিক-কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের স্বাস্থ্য সুরক্ষার্থে কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনস্থল বা কর্মক্ষেত্র এবং অভ্যন্তরীণ ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশে পরিবেশসম্মত বায়ুমান নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.৩.১১ গৃহ অভ্যন্তরীণ বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য শহর ও গ্রামীণ এলাকায় বসতিসমূহে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.৩.১২ উন্মুক্ত প্রজ্জ্বলন এবং দুর্গন্ধ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। পিচের রাস্তা নির্মাণের সময় পিচের উন্মুক্ত প্রজ্জ্বলন ও কৃষিজ অবশিষ্টাংশের উন্মুক্ত প্রজ্জ্বলন পরিহার করিতে হইবে। ধূলিদূষণ পরিহার করিয়া নির্মাণ কাজ করিতে হইবে। উন্মুক্ত স্থানসমূহ ঘাস বা ঝোপ-ঝাড় লাগাইয়া আচ্ছাদিত করিয়া ধূলিদূষণ নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে।

৩.৩.১৩ ওজোনস্তর ক্ষয়কারী ও গ্রিনহাউস গ্যাসের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ/পরিহার করিতে হইবে।

৩.৩.১৪ দেশের অভ্যন্তরে কার্যকর বায়ুমান মনিটরিং ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়া সেই আলোকে বায়ুমান সূচক নির্ধারণ, পরিপালন ও বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.৩.১৫ অবক্ষয়িত এয়ারসেডসমূহ চিহ্নিতকরণ, অবক্ষয়ের মাত্রানুযায়ী শ্রেণীকরণ ও তথ্যভান্ডার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বায়ুমান সূচক অনুসারে জোনিং করিয়া অবক্ষয়িত এয়ারসেডসমূহ প্রাকৃতিক উপায়ে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে হইবে।

৩.৩.১৬ আন্তঃদেশীয় বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রতিবেশী দেশসমূহের সহিত আন্তঃদেশীয় বায়ুমান মনিটরিং নেটওয়ার্ক গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং দূষকসমূহ চিহ্নিতপূর্বক তাহা নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক নিগোসিয়েশন করিতে হইবে। এইক্ষেত্রে আন্তঃদেশীয় বায়ুদূষণ রোধে মালে ঘোষণাপত্র বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

৩.৩.১৭ গৃহাভ্যন্তরে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য উন্নত প্রযুক্তির চুলা উৎপাদন ও সরবরাহ করিতে হইবে এবং ব্যবহার নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.৪ নিরাপদ খাদ্য ও সুপেয় পানি (Safe Food and Water)

খাদ্য ও পানি মানুষের মৌলিক চাহিদা। নিরাপদ খাদ্য ও পানি মানুষসহ সকল জীবের স্বাস্থ্যরক্ষায় একান্ত প্রয়োজন। কাজেই খাদ্য ও পানির উৎপাদন/সংগ্রহ হইতে ব্যবহার পর্যন্ত সকল পর্যায়ে সঠিক গুণগতমান নিশ্চিত করিতে নিম্নবর্ণিত নীতি অনুসরণ করিতে হইবে:

৩.৪.১ খাদ্য, সুপেয় পানি এবং পানীয় প্রক্রিয়াজাতকরণ, উৎপাদন, সংরক্ষণ, পরিবহন, বাজারজাতকরণ স্বাস্থ্য ও পরিবেশসম্মতভাবে সম্পন্ন হওয়া নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.৪.২ উচ্ছিষ্ট খাদ্যদ্রব্য পরিবেশসম্মতভাবে নিষ্পত্তি করিতে হইবে এবং খাদ্য বর্জ্যকে শক্তি উৎপাদন বা ব্যবহার উপযোগী পদার্থে রূপান্তর করিতে হইবে।

৩.৪.৩ জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে এইরূপ খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও আমদানি নিষিদ্ধ করিতে হইবে।

৩.৪.৪ খাদ্য, সুপেয় পানি ও পানীয় দ্রব্যের যথাযথ গুণগতমান নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.৪.৫ হোটেল ও রেস্তোরাঁয় পরিবেশসম্মতভাবে খাবার প্রস্তুত, সরবরাহ ও পরিবেশনসহ খাদ্য, সুপেয় পানি ও পানীয়ের গুণগতমান বজায় রাখিতে হইবে।

৩.৪.৬ লবণাক্ততা প্রবণ এলাকায় উপযুক্ত desalination technology-এর প্রসার ঘটাইতে হইবে।

৩.৪.৭ পানির উৎসসমূহ সংরক্ষণে উৎসের নিকটবর্তী এলাকায় শিল্প স্থাপন ও কোনো প্রকার বর্জ্য নিষ্কাশন বা বর্জ্যের নিমজ্জন স্থান (ডাম্পিং গ্রাউন্ড) প্রতিষ্ঠা করা যাইবে না। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নিরাপদ পদ্ধতি যেমন, Sanitary Landfill ব্যবহার করিতে হইবে।

৩.৪.৮ সকল প্রকার খাদ্য, পানি ও পানীয় দূষণ (যথা ভেজাল, বাসি, পঁচা, জীবাণুযুক্ত, মেয়াদোত্তীর্ণ, বিকিরণজনিত দূষণ, কৃত্রিম রঙ ও রাসায়নিক মিশ্রণ) এবং ক্ষতিকর জেনেটিক প্রযুক্তি প্রয়োগকৃত সকল প্রকার খাদ্য আমদানি, উৎপাদন, বিতরণ, ক্রয় ও গ্রহণ নিষিদ্ধ করিতে হইবে।

৩.৪.৯ সুপেয় পানির উৎস, মান ও সম্ভাবনা সম্পর্কে তথ্যভাণ্ডার গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং তথ্যভাণ্ডার সংরক্ষণের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.৪.১০ ভেবে চিন্তে খাই, অপচয় কমাই, পরিবেশ বাঁচাই এই ধারণা অনুযায়ী স্বাস্থ্যসম্মত খাবার প্রয়োজনীয় পরিমাণে প্রস্তুত ও গ্রহণ করিয়া সুস্বাস্থ্য রক্ষা ও খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে সবাইকে উৎসাহিত করিতে হইবে এবং ফাস্টফুড, জাঙ্কফুড, কোমল পানীয় ও এনার্জি ড্রিংকস যথাসম্ভব পরিহার করিতে হইবে।

৩.৪.১১ খাদ্যদ্রব্য, শাক-শবজি ও ফলমূলে ফরমালিনসহ অপরাপর ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য মিশানো বন্ধ করিতে হইবে।

৩.৫ কৃষি (Agriculture)

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান জনবহুল দেশ। খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে টেকসই কৃষি উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। পরিবেশসম্মত কৃষি ব্যবস্থাপনা টেকসই কৃষি উন্নয়ন তথা খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে অপরিহার্য। ভূমির অবক্ষয়, কৃষিজমির উৎপাদনশীলতা ও পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস এবং জনসংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়া এবং জলবায়ুর পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলার প্রেক্ষাপটে খাদ্য নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে টেকসই কৃষি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করিবার জন্য নিম্নবর্ণিত নীতি অনুসরণ করিতে হইবে:

৩.৫.১ কৃষি উন্নয়ন ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে গৃহীত সকল প্রচেষ্টা ও প্রযুক্তি পরিবেশসম্মতভাবে করিতে হইবে।

৩.৫.২ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সকল কৃষিসম্পদের ভিত্তি (resource base) সংরক্ষণ এবং এইগুলির পরিবেশসম্মত ও দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে।

৩.৫.৩ জৈব কৃষি ব্যবস্থাকে (organic farming) প্রাধান্য দিতে হইবে। কৃষিজ দূষণ (agricultural pollution) ও মাটিদূষণ (soil pollution) হ্রাসের জন্য কৃষিক্ষেত্রে সকল প্রকার রাসায়নিক উপাদানের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ এবং বিভিন্ন প্রকার জৈব সার ও জৈব কীটনাশকের ব্যবহার উৎসাহিত করিতে হইবে।

৩.৫.৪ কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবেশ সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও সম্পদের টেকসই ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের মাধ্যমে পরিবেশসম্মত পদ্ধতি উদ্ভাবন করিতে হইবে।

৩.৫.৫ উন্মুক্ত জলাশয়ের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে জলাশয় পার্শ্ববর্তী/অভ্যন্তরস্থ শস্যক্ষেতে ক্ষতিকর কীটনাশকের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিতে হইবে এবং প্রয়োজনে পরিবেশবান্ধব আইপিএম প্রবর্তন করিতে হইবে।

৩.৫.৬ পরিবেশসম্মত প্রাকৃতিক তন্তু যথা পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি করিতে হইবে।

৩.৫.৭ গবেষণালব্ধ জ্ঞানের বিস্তারে অগ্রণী পাইলট/প্রদর্শনী কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে। কৃষক প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে বিজ্ঞানভিত্তিক ও প্রচলিত (traditional) টেকসই ভূমি ব্যবহার উৎসাহিত করিতে হইবে।

৩.৫.৮ পতিত ভূমি ও অবক্ষয়িত বন্যভূমি (wasteland and degraded forestland) উদ্ধার ও এইগুলির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.৫.৯ কৃষি-বনায়ন (agro-forestry), জৈব কৃষির প্রবর্তন ও পরিবেশবান্ধব ফসল উৎপাদন জোরদার করিতে হইবে।

৩.৫.১০ উর্বর কৃষিজমি অকৃষি কাজে ব্যবহার নিরুৎসাহিত করিতে হইবে। কৃষিজমির উপর দিয়া অপরিকল্পিতভাবে রাস্তাঘাট ও বাঁধনির্মাণ করা যাইবে না। আবাদী জমিতে যত্রতত্র অপরিকল্পিত শিল্পকারখানা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও ঘরবাড়ি নির্মাণ নিরুৎসাহিত করিতে হইবে।

৩.৫.১১ মাটির উর্বরতা ও পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য জৈব আবর্জনা প্রক্রিয়াজাত করিয়া সার ও বিদ্যুৎ উৎপাদন করিতে হইবে।

৩.৫.১২ উপকূলীয় এলাকায় চিংড়িচাষের ক্ষেত্রে জাতীয় চিংড়ি নীতিমালা ২০১৪ অনুসরণ করিতে হইবে। অর্থনৈতিক, সামাজিক, পরিবেশ, ভূপ্রাকৃতিক অবস্থান, জলবায়ু পরিবর্তন ও উপযোগিতার সাথে সঙ্গতি রাখিয়া সংশ্লিষ্ট এলাকার পরিবেশ ও প্রতিবেশ অনুযায়ী লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করিয়া পরিকল্পিত চিংড়িচাষ কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.৫.১৩ কৃষিজমিতে ইটভাটা স্থাপন করা যাইবে না। নির্মাণ কাজে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে পোড়ানো ইটের বিকল্প ব্লক ইট এবং মাটি ও জ্বালানি ব্যবহার হয় না এমন ধরনের ফাঁপা ইটের ব্যাপক প্রচলন করিতে হইবে। ইট প্রস্তুতের কাঁচামাল হিসাবে ফ্লাইঅ্যাশ, নদীবাহিত পলল (sediment), ইত্যাদি ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই লক্ষ্যে আর্থিক প্রণোদনার মাধ্যমে ইহা জনপ্রিয় করিতে হইবে।

৩.৫.১৪ ইটভাটায় ইট তৈরির কাঁচামাল হিসাবে কৃষিজমির উপরিভাগের মাটি এবং পাহাড় বা টিলার মাটি ব্যবহার করা যাইবে না। তবে সরকারি বিধি অনুসরণ এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে মজা পুকুর/খাল/খাড়ি/দিঘি/নদ-নদী/হাওর-বাওড়/চরাঞ্চল বা তৎসমতুল্য জায়গা হইতে ইট তৈরির মাটি সংগ্রহ করা যাইবে। নদীবাহিত পলি ব্যবহার করিয়া ইট প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

৩.৫.১৫ পরিবেশগত পরিবর্তন ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ও জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু ফসলের জাত উদ্ভাবন করিবার জন্য গবেষণা করিতে হইবে।

৩.৫.১৬ সকল প্রকারের দেশীয় ফসলের জাত সংরক্ষণ ও প্রসার করিতে হইবে।

৩.৫.১৭ ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমন্বিত চাষাবাদ পদ্ধতি প্রচলন করিতে হইবে।

৩.৫.১৮ মাটি ও মানবদেহের ক্ষতিসাধন করিতে পারে এমন ফসল (যেমন: তামাক) উৎপাদন নিরুৎসাহিত করিতে হইবে।

৩.৫.১৯ মাটির উর্বরা শক্তি বাড়াইবার জন্য লিগিউম পরিবারের উদ্ভিদ ব্যবহার করিয়া সবুজ সার তৈরি করিতে হইবে ও শস্য আবর্তনে লিগিউম পরিবারের শস্য উৎপাদন এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে ধানক্ষেতে মাছের চাষ উৎসাহিত করিতে হইবে।

৩.৫.২০ পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে খাদ্যশস্য সংরক্ষণের প্রযুক্তি আবিষ্কার ও প্রসারকে উৎসাহিত ও রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার বন্ধ করিতে হইবে।

৩.৫.২১ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের নীতিমালার আলোকে পরিবেশসম্মতভাবে নির্মিত খাদ্যগুদামে সংরক্ষিত খাদ্যশস্যে কীটনাশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে।

৩.৫.২২ পাহাড়ী এলাকায় জুমচাষের পরিবর্তে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে তিন স্তরের পরিবেশবান্ধব কৃষি বনায়ন পদ্ধতি উৎসাহিত করিতে হইবে।

৩.৫.২৩ ধানচাষের ক্ষেত্রে পানির যথার্থ ব্যবহার ও মাটির গুণাগুণ অনুযায়ী ফসল উৎপাদন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে সিক্ত ও শুষ্ককরণ (alternate wetting and drying) পদ্ধতির প্রসার ঘটাইতে হইবে, Drought Assessment (DRAS) মডেল প্রয়োগ এবং শুষ্ক এলাকার জন্য খরা সহনশীল জাতের ফসল চাষকে উৎসাহিত করিতে হইবে। সবজি উৎপাদনে কম খরচে ড্রিপ সেচ (drip irrigation) পদ্ধতির প্রচার ও প্রসার করিতে হইবে।

৩.৫.২৪ উপযুক্ত প্রযুক্তি গ্রহণ করিয়া ধানক্ষেত হইতে মিথেন নির্গমন হ্রাস এবং কৃষিবর্জ্যের উন্মুক্ত পোড়ানো বন্ধ করিয়া কৃষিবর্জ্যের বিকল্প ব্যবহার উৎসাহিত করিতে হইবে।

৩.৫.২৫ কৃষি-জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও প্রসার করিয়া ভবিষ্যতে যাহাতে টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা ধরিয়া রাখা যায় সেই লক্ষ্যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিতে হইবে। শস্যবহুমুখীকরণে কৃষককে উৎসাহিত করিতে হইবে।

৩.৫.২৬ Persistants Organic Pollutants জাতীয় কীটনাশকের ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকিতে হইবে।

৩.৬ জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যসেবা (Public Health and Health Services)

নির্মল পরিবেশ সুস্বাস্থ্যের পূর্বশর্ত। স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে সৃষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য মানবস্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। জনস্বাস্থ্য রক্ষার্থে গৃহীত পরিকল্পনা, নীতি প্রণয়ন ও অন্যান্য সকল কার্যক্রমে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। পরিবেশসম্মত স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য বিধানের জন্য নিম্নবর্ণিত নীতি অনুসরণ করিতে হইবে:

৩.৬.১ সকল ক্ষেত্রে ও সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডে পরিবেশ দূষণ কিংবা পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হইবার ফলে জনস্বাস্থ্যের প্রতি সৃষ্ট ক্ষতিকারক কর্মকাণ্ড পরিহার করিতে হইবে।

৩.৬.২ দেশের স্বাস্থ্যনীতিতে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা ও পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

৩.৬.৩ স্বাস্থ্য শিক্ষায় পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

৩.৬.৪ শহর ও পল্লী এলাকায় স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ গড়িয়া তুলিতে হইবে।

৩.৬.৫ স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করিতে মিডিয়াকে ব্যবহার করিতে হইবে।

৩.৬.৬ শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষিসহ সকল কর্মস্থল স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ রাখিতে হইবে।

৩.৬.৭ মানসম্পন্ন ঔষধ সরবরাহ নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.৬.৮ খাদ্যদূষণ পরিহার করিতে হইবে। খাদ্যদূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.৬.৯ প্রতিটি মেডিক্যাল বর্জ্যের কোডিং করিয়া পরিমাণের হিসাব রাখিতে হইবে। প্রতিটি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মেডিক্যাল বর্জ্য কোডিং করিয়া আলাদা ঢাকনাওয়ালা পাত্রের মাধ্যমে নিরাপদ স্থানে ও দূরত্বে সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান মেডিক্যাল বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন ও ধ্বংসকরণের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিবে। স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান উৎপাদিত মেডিক্যাল বর্জ্যের পরিমাণ (কোড অনুযায়ী) আলাদাভাবে সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ রাখিবে।

৩.৬.১০ স্বাস্থ্যসেবায় ন্যূনতম বর্জ্য উৎপাদনকারী প্রযুক্তি বা উপায় গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.৬.১১ স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সকল প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করিতে হইবে এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসা বর্জ্যসহ সকল বর্জ্যের উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গ্রহণ বাধ্যতামূলক করিতে হইবে।

৩.৬.১২ স্বাস্থ্যসম্মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করিতে হইবে ও প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে এই ধরনের উদ্যোগকে উৎসাহ প্রদান করিতে হইবে।

৩.৬.১৩ কৃষকদের কীটনাশক ব্যবহারে প্রশিক্ষণ প্রদান করিতে হইবে ও তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করিতে হইবে যাহাতে কীটনাশক ব্যবহারের পর কখন শস্য সংগ্রহ করিতে হইবে তাহা তাহারা জানিতে পারেন এবং নির্দিষ্ট সময়ের পর শস্য সংগ্রহ করিতে পারেন।

৩.৬.১৪ থ্রি-আর (3R-Reduce, Recycle and Reuse) কার্যক্রমে উৎসাহিত করিবার জন্য যথাযথ কর্মপরিকল্পনা ও প্রণোদনামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.৭ আবাসন, গৃহায়ন ও নগরায়ন (Accommodation, Housing and Urbanization)

আবাসন মানুষের মৌলিক চাহিদা। আবাসন, গৃহায়ন ও নগরায়ন প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান বিশেষ করিয়া মাটি, পানি ও বায়ুর উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের জন্য আবাসন, গৃহায়ন ও নগরায়নের ক্ষেত্রে সংযম প্রদর্শন, গৃহায়নের উল্লম্বিক সম্প্রসারণ (vertical housing), সম্পদের দক্ষ ও যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। টেকসই অবকাঠামো নির্মাণ, গৃহায়ন ও নগরায়নের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নীতি অনুসরণ করিতে হইবে:

৩.৭.১ আবাসন, গৃহায়ন ও নগরায়নের ক্ষেত্রে Green Building/Eco-building/Energy Efficient Building Concept এবং 3R Principle: Reduce, Reuse and Recycle বাস্তবায়ন এবং বৃহৎ গৃহায়ন প্রকল্পে বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনকে উৎসাহিত করিতে হইবে।

৩.৭.২ আবাসন, গৃহায়ন ও নগরায়ন সংক্রান্ত সকল গবেষণা, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কার্যক্রমে পরিবেশ সংবেদনশীলতা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.৭.৩ শহর ও গ্রামাঞ্চলে বর্তমান আবাসিক এলাকাসমূহে পর্যায়ক্রমে পরিবেশসম্মত সুযোগ-সুবিধাদি সম্প্রসারণ করিতে হইবে।

৩.৭.৪ স্থানীয় ও সার্বিক পরিবেশের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী গৃহায়ন ও নগরায়ন নিয়ন্ত্রণ; নগর উন্নয়নে পরিবেশ বিঘ্নকারক গৃহায়ন ও নগরায়ন নিয়ন্ত্রণ; সারাদেশের সকল নগরের জন্য পরিবেশবান্ধব বিশদ নগর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সেই সবের যথাযথ ও দ্রুত বাস্তবায়ন করিতে হইবে। সরকারি/বেসরকারি যে কোনো আবাসন বা গৃহায়ন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে গৃহস্থালি বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় স্বাস্থ্যসম্মত Secondary Transfer Station (STS) ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় স্থান নির্ধারণ নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.৭.৫ নগর পরিবেশ-প্রতিবেশ সংরক্ষণ, জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধিকরণ এবং সৌন্দর্যবর্ধনে জলাশয় সংরক্ষণ ও নূতন জলাশয় সৃজন করিতে হইবে।

৩.৭.৬ যথাসম্ভব ভূমিসাশ্রয়ী অবকাঠামো নির্মাণ, আবাসন ও নগরায়ন নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.৭.৭ বাংলাদেশে পরিবেশগত প্রভাব ও পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয় বিবেচনায় রাখিয়া বিস্তারিত আঞ্চলিক নগর পরিকল্পনা (detailed area plan) কঠোরভাবে মানিয়া চলিতে হইবে।

৩.৭.৮ বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোডের যথাযথ প্রয়োগ ও অনুসরণ নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.৭.৯ জলাভূমি আগ্রাসন কঠোরভাবে দমন করিতে হইবে।

৩.৭.১০ জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ অবকাঠামো নির্মাণ, গৃহায়ন ও নগরায়ন নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.৭.১১ যত্রতত্র অপরিকল্পিত আবাসন গড়িয়া তোলা নিয়ন্ত্রণ এবং কৃষি ও জলাভূমি ভরাট করিয়া আবাসন গড়া বন্ধ করিতে হইবে।

৩.৭.১২ পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে উপযুক্ত স্যুয়ারেজ ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে।

৩.৭.১৩ পর্যাপ্ত নগর বনায়ন (urban plantation) নিশ্চিত করিতে হইবে এবং সবুজ নগর গড়িয়া তুলিতে হইবে।

৩.৭.১৪ নগরায়নের ক্ষেত্রে সকল প্রাকৃতিক সম্পদের (পুকুর, জলাশয়, নদী-নালা, খাল-বিল, ঝিল, লেক, পাহাড়, বন্যাপ্রবাহ এলাকা, উপকূলীয় জলাভূমি, প্লাবনভূমি, বন ও জীববৈচিত্র্য) সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার ও পরিবেশবান্ধব ব্যবহার করিতে হইবে।

৩.৭.১৫ সারাদেশে খেলার মাঠ, পার্ক, বাগান, নার্সারি, উন্মুক্তস্থান ও ঐতিহ্যবাহী প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনাসমূহ সংরক্ষণে গ্রহণযোগ্য মানদণ্ড অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত ও এতদ্‌সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করিতে হইবে।

৩.৭.১৬ প্রতিটি বহুতল ভবনে Ground Water Recharge এবং Rain Water Harvest এর ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.৭.১৭ ফুটপাত সবুজায়ন করিতে হইবে।

৩.৮ শিক্ষা ও গণসচেতনতা (Education and Mass Awareness)

পরিবেশ সংরক্ষণে শিক্ষা ও গণসচেতনতার ভূমিকা অনস্বীকার্য। পরিবেশ দূষণের ক্ষতিকর দিকসমূহ, দূষণের কারণ এবং দূষণ প্রতিরোধের উপায় ইত্যাদি বিষয়ে ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠী, সামাজিক ও জাতীয় সকল পর্যায়ে শিক্ষা ও সচেতনতা সৃষ্টি অত্যন্ত প্রয়োজন। শিক্ষা ও গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত নীতি অনুসরণ করিতে হইবে:

৩.৮.১ শিক্ষার প্রসার ও দেশের সার্বিক পরিবেশসম্মত উন্নয়নে জনগণকে অধিকতর সম্পৃক্ত করিবার লক্ষ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি ও শিক্ষার হার (rate of literacy) দ্রুত বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.৮.২ পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, সকল জাতীয় সম্পদের টেকসই, দীর্ঘমেয়াদী ও পরিবেশসম্মত ব্যবহার, ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক গণ-সচেতনতা সৃষ্টি করিতে হইবে। সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসহ বেসরকারি সংগঠনসমূহকে পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন বিষয়ে কাজের জন্য উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে।

৩.৮.৩ প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবেশ সংক্রান্ত জ্ঞান ও তথ্যের ব্যাপক অন্তর্ভুক্তি ও প্রসার নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.৮.৪ পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার সকল কাজে জনগণকে স্বতঃস্ফূর্ত ও সরাসরি অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে।

৩.৮.৫ সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা, কর্মচারীদের এবং শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে নিয়োজিত শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে পরিবেশ বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

৩.৮.৬ প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পরিবেশ বিজ্ঞান এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং সংস্থার সহিত যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.৮.৭ পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার বিষয়ে জনগণকে সচেতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার করিতে হইবে।

৩.৮.৮ জাতীয় শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রমে পরিবেশ শিক্ষা, প্রকৃতি ও পরিবেশ সচেতনতা এবং দায়িত্ববোধের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

৩.৮.৯ পরিবেশসম্মত স্থানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশ ব্যাহত/বিপন্ন করিতে পারে এমন কোনো কারখানা/প্রতিষ্ঠান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিকট স্থাপন করা যাইবে না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অঙ্গনসমূহকে পরিবেশসম্মত রাখিবার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এলাকায় সকল প্রকার দূষণ রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। পরিবেশ উন্নয়নে ভূমিকা পালনকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে প্রণোদনা/সম্মাননা প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিত করিতে হইবে।

৩.৮.১০ পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন স্তরে (প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক, স্নাতকোত্তর) পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষার প্রসারে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.৮.১১ পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে পরিবেশ বিষয়ক গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম জোরদার করিতে হইবে। পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার উপর ছোট ছোট চলচ্চিত্র প্রস্তুত করিয়া জেলা ও উপজেলা জনসংযোগ কর্মকর্তার মাধ্যমে সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে বাজার বা Growth Centre এ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৩.৮.১২ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ইকোক্লাব, নেচারক্লাব, গ্রিনক্লাব, গ্রিন ক্যাম্পাস ইত্যাদি আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, মসজিদের ইমাম, মন্দিরের পুরোহিত, প্যাগোডার বৌদ্ধভিক্ষু এবং গীর্জার ফাদারদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির পর তাহারা নিজ নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও প্রার্থনাকারীদের পরিবেশ সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে খুতবা বা বক্তৃতার মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করিবেন।

৩.৯ বন ও বন্যপ্রাণী (Forest and Wildlife)

আমাদের দেশের এক বিশাল জনগোষ্ঠীর জীবিকা বন ও বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল। বায়ু শোধনাগার, কার্বন সিকোয়েস্টার (sequester-শোষক/ধারক), জীববৈচিত্র্যের বিশাল বাস্তুসংস্থান এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ হইতে রক্ষাকবচ হিসাবে বন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়া থাকে। মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ, শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বনের ভূমিকা বিবেচনা করিয়া বন সংরক্ষণে নিম্নবর্ণিত নীতি অনুসরণ করিতে হইবে:

৩.৯.১ দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশগত ভারসাম্য ও আর্থ-সামাজিক প্রয়োজন ও বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় বন ও বৃক্ষাদি সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন করিতে হইবে।

৩.৯.২ সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

৩.৯.৩ বনভূমি সংকোচন ও বনজ সম্পদের সংকোচন ও ক্ষয়রোধ নিরোধ করিতে হইবে এবং ব্যাপক সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.৯.৪ বনজ সম্পদের বিকল্প উদ্ভাবন ও উহার ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করিতে হইবে।

৩.৯.৫ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করিতে হইবে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে গবেষণা জোরদার এবং এতদ্‌সংক্রান্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ে সহায়তা প্রদান করিতে হইবে।

৩.৯.৬ দেশের জলাভূমি ও পরিযায়ী (migratory) পাখির আবাসস্থল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিতে হইবে।

৩.৯.৭ পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক যে কোনো প্রজাতির প্রাণী-উদ্ভিদ আমদানি নিষিদ্ধ ও অনুপ্রবেশ রোধ করিতে হইবে।

৩.৯.৮ দেশের বন্যপ্রাণী, উদ্ভিদ প্রজাতি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে গবেষণা জোরদার করিতে হইবে এবং এতদ্‌সংক্রান্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিনিময়ে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক উন্নয়ন করিতে হইবে।

৩.৯.৯ কাঠের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করিতে হইবে এবং বনজ সম্পদের উপর চাপ কমাইতে মূল্য সংযোজিত (value added) পণ্য, অন্যান্য বনজ সম্পদ উৎপাদন ও কাঠের বিকল্প ব্যবহার উৎসাহিত করিতে হইবে।

৩.৯.১০ বনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং বনজ সম্পদের মান উন্নয়ন ও সংরক্ষণে জনগণকে সম্পৃক্ত করিতে হইবে। প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক মিডিয়া ব্যবহার করিয়া গণসচেতনতা সৃষ্টি করিতে হইবে।

৩.৯.১১ প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) এবং সংরক্ষিত এলাকা (পিএ)-সমূহে সরকারি তদারকি ও আইন প্রয়োগের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালী করিতে হইবে এবং বিশেষ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.৯.১২ বিলুপ্তপ্রায় স্থানীয় প্রজাতিসমূহ সংরক্ষণ করিবার জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.৯.১৩ বনজ সম্পদ রক্ষায় বনভূমিসমূহে কোর জোন ও বাফার জোন নির্ধারণ করিয়া কোর জোন এলাকায় সকল ধরনের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া শুধুমাত্র বাফার জোন এলাকায় সীমিত আকারে সম্পদ আহরণ ও ট্যুরিজম সীমাবদ্ধ করিতে হইবে।

৩.৯.১৪ প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনাভিত্তিক ম্যানগ্রোভ বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করিতে হইবে।

৩.৯.১৫ বনের বাহিরের কোনো কর্মকাণ্ড দ্বারা যেন বন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং বনভূমির পাশে শিল্পকারখানা ও জনসমাগম হয় এমন স্থাপনা নির্মাণ করা থেকে বিরত থাকিতে হইবে।

৩.৯.১৬ জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ বন এলাকা সকল ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রম (ইন্টারভেনশন) হইতে মুক্ত রাখিতে হইবে।

৩.১০ জীববৈচিত্র্য, প্রতিবেশ সংরক্ষণ ও জীবনিরাপত্তা (Biodiversity, Ecosystem Conservation and Biosafety)

জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ প্রতিবেশ ব্যবস্থা টেকসই হয় তাই ইহা অধিক পরিমাণে পণ্য ও সেবা উৎপাদন করিয়া থাকে। মানুষের দৈনন্দিন বহুমাত্রিক চাহিদা পূরণের জন্য জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং জীবনিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। ইহাছাড়া প্রতিবেশ ব্যবস্থাকে কার্যক্ষম (well functioning) ও উৎপাদনশীল রাখিতে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়। জীববৈচিত্র্য ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ এবং জীবনিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত নীতি অনুসরণ করিতে হইবে:

৩.১০.১ সামগ্রিক পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও মান উন্নয়ন করিবার জন্য পরিবেশে বিদ্যমান জেনেটিক, প্রজাতিগত ও প্রতিবেশ বৈচিত্র্য (ecosystem divercity) সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

৩.১০.২ দেশের জলাভূমি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিতে হইবে; জলাভূমি ভরাট বন্ধ করিতে হইবে; ইতোমধ্যে ভরাটকৃত জলাভূমি পুনরুদ্ধারসহ জলাভূমির জীববৈচিত্র্য এবং প্রাণিসম্পদসহ পরিযায়ী পাখির আবাসস্থল সংরক্ষণ ও উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.১০.৩ জীববৈচিত্র্য এবং মানবস্বাস্থ্যের উপর কৌলিকগতভাবে পরিবর্তিত (genetically modified) জীবের (GMOs-Genetically Modified Organisms & LMOs-Living Modified Organisms) ঝুঁকি মোকাবেলায় কার্যকর জীবনিরাপত্তা নিশ্চিত করিতে প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত কাঠামো সৃষ্টি ও প্রয়োগ করিতে হইবে।

৩.১০.৪ গ্রামীণ ও নগরের পরিবেশ দূষণরোধে ব্যবহৃত জীন-প্রকৌশল প্রযুক্তির উপর গবেষণা কর্মকান্ড চালাইবার সময় জীবনিরাপত্তা যথাযথভাবে প্রয়োগ ও অনুসরণ করিতে হইবে।

৩.১০.৫ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলসমূহের (habitats) পরিবেশগত উপাদানসমূহের মান অটুট রাখিবার জন্য পারিপার্শ্বিক ভূমি ও পানি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করিতে হইবে এবং প্রয়োজনীয় খাদ্যচক্র ও প্রতিবেশগত পদ্ধতি সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৩.১০.৬ প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় (ইসিএ) কোনো কর্মকান্ড গ্রহণের ক্ষেত্রে Assessment নির্ভর সিদ্ধান্তের পরিবর্তে সতর্কতামূলক নীতি (precautionary principle) গ্রহণ করিতে হইবে। প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার সংরক্ষণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.১০.৭ জীববৈচিত্র্য সম্পদের চেকলিস্‌ট (inventory) এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করিয়া taxonomic classification প্রণয়ন করিতে হইবে।

৩.১০.৮ দেশের প্রধান প্রধান স্থলজ ও জলজ প্রতিবেশের জীববৈচিত্র্যের সূচক (biodiversity index) নিরূপণ করিতে হইবে।

৩.১০.৯ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (Biodiversity Conservation Management Plan) প্রণয়নপূর্বক বন, জলাভূমি, উপকূলীয় অঞ্চলসহ সব ধরনের সংরক্ষিত এলাকা বা প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় প্রতিবেশভিত্তিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.১০.১০ প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা এবং সংরক্ষিত এলাকা ও অভয়ারণ্যগুলিতে নিষিদ্ধ কর্মকান্ড যাহাতে না করা হয় তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.১০.১১ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণমূলক সকল কার্যক্রমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিতে হইবে এবং জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরতা কমিয়ে বিকল্প জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৩.১০.১২ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে Gene Bank, Biodiversity Museum স্থাপন করিতে হইবে।

৩.১০.১৩ Natural এবং Cultural Heritage, রামসার সাইটকে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৩.১০.১৪ Biological Zoning প্রবর্তন করিতে হইবে।

৩.১০.১৫ বিলুপ্ত হইতে যাওয়া প্রজাতি (বায়েজীদ বোস্তামীর কাছিম, গজার মাছ) এবং Urban Biodiversity (বানর, হনুমান, ইত্যাদি) সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৩.১০.১৬ বাণিজ্যিকভাবে গড়িয়া উঠা গবাদি প্রাণী ও হাঁস মুরগীর খামারসমূহ হইতে যাহাতে রোগের জীবাণু পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিস্তার লাভ করিতে না পারে সেই জন্য সংশ্লিষ্ট খামারীদের জীবনিরাপত্তা সংক্রান্ত জ্ঞান প্রদান করিয়া জবাবদিহিতার আওতায় আনিতে হইবে।

৩.১১ পাহাড় প্রতিবেশ (Hill Ecosystems)

পাহাড় প্রতিবেশ ব্যবস্থা অত্যন্ত ভঙ্গুর এবং anthropogenic shocks-এর প্রতি খুবই সংবেদনশীল। পাহাড় প্রতিবেশ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও বন সৃজন করে, দীর্ঘ মেয়াদী পানির প্রবাহ বজায় রাখে এবং পরিবেশবান্ধব পর্যটনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই অঞ্চলের প্রধান সমস্যাবলী হইল পাহাড় কর্তন, বন ধ্বংস (deforestation), ভূমিধ্বস, ভূমিক্ষয়, মাটি ও পানিদূষণ, অপরিকল্পিত নগরায়ন ইত্যাদি। পাহাড় প্রতিবেশ ব্যবস্থা সংরক্ষণে নিম্নবর্ণিত নীতি অনুসরণ করিতে হইবে:

৩.১১.১ পাহাড় প্রতিবেশের উপর বিস্তারিত তথ্যভাণ্ডার গড়িয়া তুলিবার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন এবং পাহাড় প্রতিবেশ সংরক্ষণ কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে।

৩.১১.২ অপরিহার্য জাতীয় স্বার্থ ব্যাতিরেকে পাহাড়, টিলা কর্তন বা মোচন করা যাইবে না।

৩.১১.৩ স্থানীয় জাতের ফসল চাষের মাধ্যমে জৈব কৃষি ব্যবস্থার (organic farming) প্রবর্তন এবং কৃষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে হইবে।

৩.১১.৪ টেকসই পরিবেশবান্ধব পর্যটন নিশ্চিতকরণকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি পাহাড়ি এলাকায় পর্যটক সমাগম সহনীয় পর্যায়ে রাখিতে হইবে।

৩.১১.৫ পাহাড়ী এলাকার টেকসই উন্নয়নের জন্য লাগসই ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ওয়াটারশেড ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন করিতে হইবে।

৩.১১.৬ পাহাড়ি এলাকার ছড়া, ঝরনা ইত্যাদি সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৩.১১.৭ পাহাড়ি এলাকায় জুমচাষের পরিবর্তে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে যথাসম্ভব তিন স্তরের কৃষি বনায়ন চালু করিতে হইবে।

৩.১১.৮ জুমচাষের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা এবং তদনুযায়ী কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান; স্থানীয় গোত্রীয় নেতা ও জনগোষ্ঠীকে জুমচাষ নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সহিত সম্পৃক্ত করিতে হইবে।

৩.১১.৯ সংরক্ষিত বনাঞ্চলে জুমচাষ নিষিদ্ধ করিতে হইবে।

৩.১১.১০ ভূমিধ্বস ও ভূমিক্ষয় রোধে পাহাড়ি বনের অবক্ষয় রোধ, বন সংরক্ষণ এবং নূতন বন সৃজন ও পাহাড় সংরক্ষণ অবকাঠামো নির্মাণ করিতে হইবে।

৩.১১.১১ ন্যাড়া বা উন্মুক্ত পাহাড়ি এলাকা বনায়নের আওতায় আনিতে হইবে। স্থানীয় প্রজাতির উদ্ভিদে বনায়ন জোরদার করিতে হইবে।

৩.১১.১২ পাহাড় প্রতিবেশ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বনাঞ্চলে দীর্ঘমেয়াদে প্রবাহ বজায় রাখা এবং ইকোট্যুরিজমের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়া থাকে। বনের উপর চাপ কমাইবার জন্য বিকল্প আয়ের উৎস হিসাবে ফলদ, বনজ, ভেষজ ও শাক-সব্জির চাষাবাদসহ খাঁচায় মৎস্যচাষ উৎসাহিত এবং জ্বালানি দক্ষ চুলা ব্যবহার নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.১২ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ (Fisheries and Livestocks)

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ দেশে প্রাণীজ আমিষ যোগান এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখিতেছে। প্রাকৃতিক প্রতিবেশের অবক্ষয়ের কারণে উন্মুক্ত জলাশয়ের মৎস্যসম্পদ ব্যাপকভাবে হ্রাস পাইয়াছে। ইহার ফলে উন্মুক্ত জলাশয় সম্পদের উপর নির্ভরশীল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবিকা আজ হুমকির সম্মুখীন। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে মৎস্যসম্পদ ও প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার জন্য উন্মুক্ত জলাশয়, হাওর-বাওড়, বিল, পুকুর, ডোবা, প্লাবনভূমি, চারণভূমি ইত্যাদির প্রাকৃতিক প্রতিবেশ পুনর্বাসন ও সংরক্ষণ করিতে হইবে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের জাত, চাষ পদ্ধতি এবং এইগুলি হইতে প্রাপ্ত উপজাত প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মানবস্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলিয়া থাকে। এই সকল কার্যক্রমের ক্ষতিকর প্রভাব দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি ও ইহাদের প্রক্রিয়াকরণে পরিবেশ ও মানবস্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব লাঘব করিবার জন্য নিম্নবর্ণিত নীতি অনুসরণ করিতে হইবে:

৩.১২.১ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.১২.২ মৎস্যসম্পদের উৎস হিসাবে চিহ্নিত জলাভূমির সংকোচন প্রতিরোধ এবং সংস্কারমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.১২.৩ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নমূলক পদক্ষেপসমূহ যাহাতে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ও অন্যান্য প্রতিবেশের উপর কোনোরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.১২.৪ মৎস্যসম্পদের জন্য ক্ষতিকারক পানি উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের পুনঃমূল্যায়ন করিতে হইবে এবং পরিবেশ উন্নয়নপূর্বক সমন্বিত মাছ-শস্য চাষের ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্লাবনভূমির শস্য উৎপাদনকে বিঘ্নিত না করিয়া মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মৎস্য ও জলজ জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ করিবার জন্য প্রকল্পের কারণে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়া নদী ও নদীর প্লাবনভূমিকে পুনরায় সংযুক্ত করিয়া (reestablishment of connectivity between rivers and their floodplains) সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৩.১২.৫ প্রথাগত মৎস্য চাষের পাশাপাশি নিবিড় বা আধানিবিড় মৎস্য চাষ করিতে হইবে।

৩.১২.৬ বিদেশী আগ্রাসী জাতের মাছের অনুপ্রবেশ/চাষ বন্ধ এবং দেশীয় প্রজাতি সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৩.১২.৭ উপকূলীয় অঞ্চলসহ সবধরনের সংরক্ষিত এলাকা বা প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় জলাভূমি ইজারা বন্ধ করিয়া অংশীদারিত্বমূলক সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনা এবং সহ-ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করিতে হইবে।

৩.১২.৮ জলাভূমির পানির গুণগতমান সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৩.১২.৯ জলাভূমিতে মৎস্যসম্পদের আবাস সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৩.১২.১০ শামুক-ঝিনুক-কচ্ছপ/কাছিম-কাঁকড়াসহ সকল বিপন্ন প্রজাতির আহরণ নিষিদ্ধ করিতে হইবে। সকল বিপন্নপ্রায় ও সংকটাপন্ন জলজ প্রাণীর সংরক্ষণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.১২.১১ বঙ্গোপসাগরে মাছের উৎপাদন বজায় রাখিবার জন্য যে কোনো রকম ক্ষতিকর কার্যক্রম ও সমুদ্রদূষণ রোধকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। উপকূলীয় এলাকা ও বঙ্গোপসাগরে টেকসই মৎস্য আহরণ বজায় রাখিবার জন্য যে কোনো রকম ক্ষতিকর কার্যক্রম ও সমুদ্রদূষণ রোধকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.১২.১২ দেশের মৎস্যসম্পদ আহরণে দরিদ্র জনসাধারণের অধিকার নিশ্চিত করিতে হইবে। উন্মুক্ত জলাশয়ের মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও আহরণে দরিদ্র জনসাধারণের অধিকার নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.১২.১৩ সকল প্রকার দেশীয় প্রজাতির মৎস্য ও প্রাণীর গবেষণালব্ধ তথ্য জাতীয় পর্যায়ে ডাটাবেজের মাধ্যমে সংরক্ষণ ও ব্যবহার করিতে হইবে।

৩.১২.১৪ সকল প্রকার দেশীয় প্রাণীজ প্রজনন স্থান চিহ্নিতকরণ ও সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.১২.১৫ সামুদ্রিক মৎস্যের টেকসই আহরণ ও সামুদ্রিক মাছের প্রজাতিসমূহের যথাযথ সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৩.১২.১৬ সমুদ্র ও উপকূলীয় এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহের পাশাপাশি নদীসমূহে অভয়াশ্রম ঘোষণা ও ইহাদের ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.১২.১৭ প্রাণিসম্পদের জন্য পর্যাপ্ত গোচারণভূমি উন্নয়ন ও সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৩.১২.১৮ উন্নত জাতের বেশি দুগ্ধদানকারী প্রজাতির পরিবেশসম্মত আবাদ করিতে হইবে।

৩.১২.১৯ অধিক দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদনকারী পরিবেশবান্ধব প্রাণী প্রজাতিসমূহের লালন-পালন করিতে হইবে।

৩.১২.২০ পরিবেশ সুরক্ষার জন্য প্রাণিজাত বর্জ্যসমূহ যেমন ফার্ম ওয়েস্ট (খামার বর্জ্য), লিটার এবং কারকাস্ ইত্যাদি পরিবেশবান্ধব উপায়ে অপসারণ বা রিসাইকেল করিতে হইবে।

৩.১২.২১ গবাদিপশুর ইমার্জিং ও রি-ইমার্জিং রোগসমূহের প্রতিরোধের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.১২.২২ যত্রতত্র গবাদিপশু জবাইয়ের ফলে পরিবেশ দুষণরোধে আধুনিক স্লটার হাউজ নির্মাণপূর্বক পরিবেশবান্ধব উপায়ে প্রক্রিয়াজাতকৃত নিরাপদ মাংস বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৩.১২.২৩ Organic Farming পদ্ধতিতে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী পালনে খামারীদের উৎসাহিত করিতে হইবে।

৩.১২.২৪ পরিবেশ দুষণরোধকল্পে লাইভ বার্ড মার্কেট ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে এবং ক্রমান্বয়ে লাইভ বার্ড মার্কেট প্রথা বন্ধ করে প্রক্রিয়াজাতকৃত হাঁস-মুরগি বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.১২.২৫ মৎস্যচাষে ক্ষতিকর হরমোন ব্যবহার নিষিদ্ধ করিতে হইবে।

৩.১২.২৬ গবাদি পশুর শরীরে হরমোন ইঞ্জেকশন দেওয়া বিষয়ে পশুপালনের সাথে সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ প্রদান করিতে হইবে।

৩.১২.২৭ ক্ষতিকর পোল্ট্রি খাদ্য ব্যবহার নিষিদ্ধ করিতে হইবে।

৩.১২.২৮ প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে প্রাণিসম্পদকে রক্ষা করিবার জন্য অঞ্চলভিত্তিক প্রাণিসম্পদ পালনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। যেই অঞ্চলে যেই সমস্ত প্রাণী পালনের উপযোগী সেই অঞ্চলে আমদানি/প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সেই সমস্ত প্রাণী পালনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.১২.২৯ অঞ্চলভিত্তিক গবাদিপশু পালনের সাথে সাথে তাহাদের খাদ্যের জন্য অঞ্চলভিত্তিক ফডার চাষের প্রচলন ঘটাইতে হইবে এবং খাদ্য প্রক্রিয়াজাত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.১২.৩০ জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রাণিদেহে জলবায়ুর প্রভাব পড়িয়া থাকে। জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব রোধকল্পে গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ এবং নিরাময়ের জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ ও টিকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.১২.৩১ জলবায়ু এবং দুর্যোগ মোকাবেলায় দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান এবং অবকাঠামো উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.১২.৩২ উন্নত জাতের গবাদি প্রাণী প্রতিপালনের পাশাপাশি জলবায়ুর অভিঘাত সহনশীল দেশীয় প্রাণিসম্পদের জাত উন্নয়ন করিতে হইবে এবং যথার্থ সম্প্রসারণ নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.১২.৩৩ সমন্বিত ও লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সুষ্ঠু প্রাণিসম্পদের প্রতিপালন নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.১২.৩৪ প্রাণিসম্পদ অর্থনৈতিক অঞ্চল চিহ্নিত করিয়া উক্ত পরিবেশের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রাণী প্রজাতির বিস্তার নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.১২.৩৫ পতিত জমি ও জলাভূমিতে চাষ উপযোগী অধিক উৎপাদনশীল ঘাস চাষ এবং উপকূলবর্তী এলাকায় প্রাণিখাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকল্পে লবণ সহিষ্ণু ঘাসের জাত উদ্ভাবন করিয়া খামারী পর্যায়ে সম্প্রসারণ করিতে হইবে।

৩.১২.৩৬ উপযুক্ত ভ্যাকসিনেশন কর্মসূচির মাধ্যমে জেনেটিক রোগসহ অন্যান্য সংক্রামক রোগের প্রকোপ হইতে প্রাণিসম্পদকে রক্ষা করিতে হইবে।

৩.১২.৩৭ আপদকালীন পরিবেশ দূষণরোধকল্পে দ্রুত ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে মৃত গবাদি প্রাণী ও হাঁস-মুরগী ইত্যাদি সৎকার করার জন্য সুনির্দিষ্ট স্থান ও স্থাপনা (ইনসিনারেটর) নির্ধারণ ও নির্মাণ করিতে হইবে।

৩.১৩ উপকূলীয় ও সামুদ্রিক প্রতিবেশ (Coastal and Marine Ecosystem)

প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট বিভিন্ন উপকরণ যেমন ম্যানগ্রোভ, কোরাল, উপকূলীয় বনাঞ্চল, খাড়ী/নদী, বালিয়াড়ি, কর্দমাক্ত ভূমি (mud flat), মোহনা, সমুদ্রসৈকত, কৃষিক্ষেত্র, মানববসতি, কোনো কোনো বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান (World Heritage Site) ইত্যাদি উপকূলীয় প্রতিবেশের অন্তর্ভুক্ত। অপরিকল্পিতভাবে বসতি স্থাপন, শিল্পায়ন তথা শিল্পদূষণ, সমুদ্রযানের দূষণ, সামুদ্রিক সম্পদের অপরিকল্পিত আহরণ, ইত্যাদি কারণে উপকূলীয় ও সামুদ্রিক প্রতিবেশ ব্যাপক অবক্ষয়ের শিকার। উপকূলীয় ও সামুদ্রিক প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ হইতে মানুষের জীবন ও জীবিকা রক্ষা করিতে নিম্নবর্ণিত নীতি অনুসরণ করিতে হইবে:

৩.১৩.১ দেশের উপকূলীয় ও সামুদ্রিক প্রতিবেশ এবং সম্পদের পরিবেশসম্মত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.১৩.২ উপকূলীয় ও সামুদ্রিক সম্পদ আহরণে প্রতিবেশভিত্তিক পদ্ধতি (ecosystem based approach) অনুসরণ করিতে হইবে।

৩.১৩.৩ উপকূলীয় ও সামুদ্রিক পরিবেশ, প্রতিবেশ এবং সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে প্রয়োজনীয় গবেষণা জোরদার করিতে হইবে এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও গবেষকদের মধ্যে সমন্বয় গড়িয়া তুলিতে হইবে।

৩.১৩.৪ উপকূল ও সামুদ্রিক অঞ্চলে সামুদ্রিক সম্পদের আহরণের মাত্রা সহনশীল পর্যায়ে রাখিতে হইবে, যাহাতে প্রতিবেশের উৎপাদনশীলতা (regeneration capacity) বজায় থাকে।

৩.১৩.৫ প্যারাবন (mangrove forest), উপকূলীয় বন সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার করিতে হইবে।

৩.১৩.৬ সমন্বিত উপকূলীয় এলাকা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (Integrated Coastal Zone Management Plan) ও National Action Plan for the Protection of Coastal and Marine Environment from Land-Based Activities বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

৩.১৩.৭ প্রাকৃতিক দুর্যোগ হইতে রক্ষার জন্য উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী সৃজন করিতে হইবে।

৩.১৩.৮ সকল উন্নয়ন পরিকল্পনায় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির প্রভাব ও তাহা অভিযোজন ও প্রশমনের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

৩.১৩.৯ জনস্বাস্থ্য, কৃষিজ উৎপাদন ও অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ ও লবণাক্ততা বৃদ্ধিজনিত ক্ষতি মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে এবং লবণসহিষ্ণু ও বন্যাসহিষ্ণু শস্য প্রজাতি উদ্ভাবন ও চালু করিতে হইবে।

৩.১৩.১০ উপকূলীয় ও সামুদ্রিক প্রতিবেশের দূষণ নিয়ন্ত্রণ, আকস্মিক দূষণ মোকাবেলায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান (যেমন: MARPOL Convention) অনুসরণ করিয়া কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.১৩.১১ যেই সকল প্রাকৃতিক পদ্ধতি যেমন ম্যানগ্রোভ বন দুর্যোগ মোকাবেলায় সহায়ক ভূমিকা রাখে ও বর্ম হিসাবে ব্যবহৃত হয় তাহাদের যে কোনো মূল্যে রক্ষা করিতে হইবে।

৩.১৩.১২ উপকূলীয় প্রতিবেশ ব্যবস্থার ধারণ ক্ষমতা (carrying capacity) নিরূপণ, বিভাজিত অঞ্চল (Zoning) নির্ধারণ এবং অর্থনৈতিক মূল্যায়ন (economic valuation) করিতে হইবে।

৩.১৩.১৩ সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (Conservation Management Plan-CMP) প্রণয়নপূর্বক জনপ্রিয় ও পরিবেশবান্ধব পর্যটন এলাকায় যাহাতে ইকোট্যুরিজম (Ecotourism) হয় উহা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.১৩.১৪ উপকূলীয় ইকোট্যুরিজমের পণ্য হিসেবে বিরল প্রজাতির জীববৈচিত্র্য যেমন সামুদ্রিক কাছিম, সামুদ্রিক কাছিমের ডিমপাড়ার স্থান বালির সৈকত ও বালিয়াড়ি, স্পুন বিল্ড স্যান্ড পাইপার, বার-হেডেড গুজ, কোরাল কলোনি, ইত্যাদি সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৩.১৩.১৫ সাগরের বেলাভূমিতে জীববৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকর কোনো কর্মকাণ্ড করা যাইবে না।

৩.১৩.১৬ যে কোনো উপকূলীয় অবকাঠামো পরিবেশ প্রকৌশল পদ্ধতিতে নির্মাণ করিতে হইবে।

৩.১৩.১৭ উপকূলীয় ও সামুদ্রিক এলাকায় পরিবেশ বিনষ্টকারী যে কোনো প্রকার শিল্পকারখানা ও অবকাঠামো নির্মাণ বন্ধ করিতে হইবে। উপকূল ও সামুদ্রিক এলাকায় নিষিদ্ধ কারেন্ট জাল ও অন্যান্য ক্ষতিকর সরঞ্জাম দিয়া মাছধরা নিষিদ্ধ করিতে হইবে।

৩.১৩.১৮ সমুদ্র জলসীমায় তেল, গ্যাস ও খনিজ দ্রব্য আহরণের ক্ষেত্রে পরিবেশ সংবেদনশীলতা ভিত্তিক নীতি অবলম্বন, বিদেশী মাছধরার ট্রলার প্রতিহত করিতে হইবে এবং দেশীয় ট্রলারের সংখ্যা ও এইগুলির মাছধরার সময়কাল যৌক্তিক পর্যায়ে সীমিত করিতে হইবে।

৩.১৩.১৯ উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী, প্রাকৃতিক গাছকাটা নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে এবং সামাজিক বনায়নে গাছ কাটিবার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট সংরক্ষণমূলক নীতিমালা মানিয়া চলা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.১৩.২০ উপকূলীয় এলাকায় অপরিকল্পিত অবকাঠামো নির্মাণ, নিয়ন্ত্রণহীন ও পরিবেশ বিনাশী পর্যটন, সামুদ্রিক পানির কিনারা ধরিয়া যানবাহন চলাচল, জনসমাগম প্রভৃতি নিষিদ্ধ করিতে হইবে।

৩.১৩.২১ উপকূল সুরক্ষা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে Community Network গড়িয়া তুলিতে হইবে।

৩.১৩.২২ উপকূলীয় পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষা ও সংরক্ষণে সংগঠিত স্থানীয় জনগণের জন্য ক্ষুদ্র-অনুদান কর্মসূচি চালু করিতে হইবে।

৩.১৪ প্রতিবেশবান্ধব পর্যটন (Ecotourism)

জীববৈচিত্র্য ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ কিছু কিছু প্রতিবেশগত এলাকা যেমন- কোরাল কলোনি, প্যারাবন, হাওর, সমুদ্রসৈকত, ইত্যাদি দেশী-বিদেশী পর্যটকদের আকর্ষণ করিতেছে এবং এই সকল এলাকায় পর্যটকদের আগমন বৃদ্ধি পাইয়াছে। ধারণক্ষমতার বাহিরে পর্যটক আগমনের ফলে এই সকল এলাকার প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য হুমকিতে পড়িয়াছে। প্রতিবেশ, ভূমির বন্ধুরতা, Landscape, পানিপ্রবাহের ধারা পরিবর্তন ও বন্য প্রাণিকুলকে বিরক্ত না করিয়া ও উদ্ভিদ শ্রেণীকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের সৌন্দর্য আস্বাদন করিবার লক্ষ্যে প্রচলিত পর্যটনের বিরূপ প্রভাব এড়াইয়া প্রতিবেশবান্ধব পর্যটন প্রচলন করা যাইতে পারে। এই সকল এলাকায় প্রতিবেশবান্ধব পর্যটন প্রচলনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত নীতি অনুসরণ করিতে হইবে:

৩.১৪.১ পর্যটন নীতি, পরিকল্পনা ও সকল কার্যক্রমে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

৩.১৪.২ প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা এবং সংরক্ষিত এলাকাসহ সকল ধরনের সংরক্ষিত এলাকার ক্ষেত্রে বহনক্ষমতা (carrying capacity) নিরূপণ, আর্থিক মূল্যায়ন ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (conservation management plan) প্রণয়নপূর্বক প্রতিবেশবান্ধব পর্যটন নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.১৪.৩ পরিবেশগত ও প্রতিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার নিমিত্ত জনপ্রিয় পর্যটন এলাকায় বছরের কোনো কোনো সময় পর্যটন সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ অথবা সীমিত করিতে হইবে।

৩.১৪.৪ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণপূর্বক প্রতিবেশবান্ধব পর্যটনশিল্প স্থাপন উৎসাহিত করিতে হইবে।

৩.১৪.৫ পরিবেশ উপযোগী পর্যটনশিল্পের বিকাশে ইকো ফ্রেন্ডলি নৌ চলাচল ও ডিজাইন নিশ্চিত করিবে।

৩.১৪.৬ প্রাণী ও উদ্ভিদের জীববৈচিত্র্য সমুন্নত রাখিয়া পর্যটনশিল্পের বিকাশ নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.১৫ শিল্প উন্নয়ন (Industrial Development)

অপরিকল্পিতভাবে শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া ওঠা, বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থার অভাব, যত্রতত্র বর্জ্য নিঃসরণ, উৎপাদন উপকরণের অদক্ষ ব্যবহার ইত্যাদি মারাত্মকভাবে পরিবেশ দূষণ ঘটাইতেছে। এমতাবস্থায় প্রতি ইউনিট উপকরণ ব্যবহার করিয়া সর্বাধিক উৎপাদন নিশ্চিত করা এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা একান্ত জরুরি। পরিবেশবান্ধব শিল্প স্থাপন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণে নিম্নবর্ণিত নীতি অনুসরণ করিতে হইবে:

৩.১৫.১ শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক পরিবেশ দূষণরোধকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.১৫.২ নূতন শিল্প স্থাপনের পূর্বে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ) করিতে হইবে।

৩.১৫.৩ পরিবেশ দূষণ করে এমন পণ্য উৎপাদনকারী শিল্প স্থাপন নিষিদ্ধ করিতে হইবে; স্থাপিত শিল্পসমূহ পর্যায়ক্রমে বন্ধ করিতে হইবে এবং এই সমস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের পরিবেশসম্মত বিকল্প পণ্য উদ্ভাবন ও প্রচলনের মাধ্যমে ঐ সকল পণ্যের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করিতে হইবে।

৩.১৫.৪ শিল্পক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং এতদ্‌সংক্রান্ত গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম উৎসাহিত করিতে হইবে।

৩.১৫.৫ শিল্পে কাঁচামালের অপচয়রোধ ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করিতে এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় Reduce, Reuse ও Recycle নীতি বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

৩.১৫.৬ শিল্পখাতে জ্বালানি সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি স্থাপন করিতে হইবে।

৩.১৫.৭ শিল্পকারখানায় শূন্য নির্গমন, পানির পুনর্ব্যবহার ও পুনর্চক্রায়ন ব্যবস্থা চালু করিতে হইবে এবং শূন্য নির্গমন ব্যবস্থা চালু করিবার লক্ষ্যে শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সহজলভ্য করার জন্য আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করিতে হইবে।

৩.১৫.৮ দেশে অভ্যন্তরীণ Clean Development Mechanism পদ্ধতি প্রয়োগ করিতে হইবে।

৩.১৫.৯ সকল ক্ষেত্রে দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে। বর্জ্য সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠানে বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপনের মাধ্যমে বর্জ্য পরিশোধন বাধ্যতামূলক করিতে হইবে; প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপন করিতে হইবে।

৩.১৫.১০ প্রতিটি শিল্প ইউনিটের নিজস্ব অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.১৫.১১ ‘জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালা’র ভিত্তিতে দেশে একই ধরনের শিল্পের শিল্প এলাকা গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং যত্রতত্র শিল্প স্থাপনের প্রবণতা বন্ধ করিতে হইবে। আবাসিক এলাকায় অবস্থিত শিল্পকারখানাসমূহ নির্দিষ্ট শিল্প এলাকায় স্থানান্তর করিতে হইবে।

৩.১৫.১২ শিল্পকারখানার জন্য নিরপেক্ষ (থার্ডপার্টি) পরিবেশগত নিরীক্ষা পদ্ধতি চালু করিতে হইবে। ল্যাবরেটরি পরিচালনার পাশাপাশি পর্যায়ক্রমে অনলাইন মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করিতে হইবে।

৩.১৫.১৩ দেশের মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ শিল্পখাতে এমনভাবে বণ্টন ও ব্যবহার করিতে হইবে যাহাতে দেশের অর্থনীতিতে অধিক মাত্রায় Value Addition করে এমন শিল্প প্রাধান্য পায় ও Value Addition-বিহীন শিল্পায়ন নিরুৎসাহিত হয়।

৩.১৫.১৪ সবুজ পণ্য ও সবুজ কর্মসংস্থানকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করিতে হইবে।

৩.১৫.১৫ পরিবেশের উপর শিল্পবর্জ্যের ক্ষতিকারক প্রভাব সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি করিতে হইবে।

৩.১৬ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ (Energy and Mineral Resources)

শক্তি উৎপাদন এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ আহরণ ও ব্যবহার প্রাকৃতিক পরিবেশে বিরূপ প্রভাব ফেলিয়া থাকে। সেই জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি, বিকল্প জ্বালানির ব্যবহার এবং এতদ্‌সংক্রান্ত নীতি প্রণয়নসহ সকল কার্যক্রমে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয় অন্তর্ভুক্ত হওয়া আবশ্যক। পরিবেশসম্মতভাবে শক্তি উৎপাদন, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ আহরণ ও ব্যবহারে নিম্নবর্ণিত নীতি অনুসরণ করিতে হইবে:

৩.১৬.১ যেই সকল জ্বালানি পরিবেশ দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন ত্বরান্বিত করিয়া থাকে সেইগুলির ব্যবহার হ্রাস ও নিরুৎসাহিত করিতে হইবে এবং পরিবেশসম্মত ও কম ক্ষতিকর জ্বালানি ব্যবহার উৎসাহিত করিতে হইবে।

৩.১৬.২ জ্বালানি হিসাবে কাঠ, কৃষিবর্জ্য ও গোবর ইত্যাদির ব্যবহার হ্রাস করিতে হইবে এবং পরিবেশবান্ধব বিকল্প জ্বালানি ও জ্বালানি সাশ্রয়ী চুলা ব্যবহার বৃদ্ধি করিতে হইবে।

৩.১৬.৩ দেশের বর্ধিত জ্বালানি চাহিদা পূরণ করিবার জন্য পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা গ্রহণ করিতে হইবে এবং সকল প্রকার আণবিক দূষণ ও তেজস্ক্রিয় বিকিরণ রোধে আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখিতে হইবে।

৩.১৬.৪ জ্বালানি সাশ্রয় ও সংরক্ষণের জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে এবং জ্বালানি সাশ্রয়ী উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন, ব্যবহার ও উহার সম্প্রসারণ করিতে হইবে।

৩.১৬.৫ পরিবেশবান্ধব বায়োগ্যাস, সৌরশক্তি, বায়ু, বৃষ্টি এবং স্রোতশক্তি ও অন্যান্য নবায়ন যোগ্য শক্তির (renewable energy) গবেষণা, উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি করিতে হইবে।

৩.১৬.৬ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ আহরণ সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ করিবার পূর্বে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ ও প্রশমন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.১৬.৭ দেশে ব্যবহৃত জ্বালানি তেলে ক্ষতিকর পদার্থ যেমন ডিজেলে সালফারের পরিমাণ পর্যায়ক্রমে কমিয়ে সর্বনিম্ন পর্যায়ে আনিতে হইবে।

৩.১৬.৮ দেশের জ্বালানি সম্পদের নিরাপদ মজুদ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৩.১৬.৯ দেশে অধিক সালফার ও পারদযুক্ত কয়লা আমদানি হ্রাস করিতে হইবে।

৩.১৬.১০ জ্বালানি ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রতি ইউনিট জ্বালানির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করিতে হইবে।

৩.১৬.১১ জ্বালানি উত্তোলন বা প্রক্রিয়াজাতকরণে প্ল্যান্ট স্থাপন বা খনি তৈরির পূর্বে স্থানীয় অধিবাসীদের জীবন ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর প্রভাব বাধ্যতামূলকভাবে পরিহার করিতে হইবে; এবং পরিবেশ বিনাশী জ্বালানি আহরণ প্রক্রিয়া পরিহার করিতে হইবে।

৩.১৭ যোগাযোগ ও পরিবহন (Communication and Transportation)

যোগাযোগ ও পরিবহন অবকাঠামো নির্মাণ প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলিয়া থাকে। ইহা ছাড়া যোগাযোগ ও পরিবহন কৌশল, ব্যবহৃত যান ও জ্বালানি, ব্যবহৃত প্রযুক্তি ইত্যাদি পরিবেশ দূষণ ঘটায়। কাজেই পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য যোগাযোগ ও পরিবহন নীতি, পরিকল্পনা, প্রযুক্তি ও দক্ষতা সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তকরণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নীতি অনুসরণ করিতে হইবে:

৩.১৭.১ স্থলপথ, রেলপথ, বিমানপথ ও অভ্যন্তরীণ নৌপথ ব্যবস্থা যাহাতে পরিবেশের উপর কোনো ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি না করে তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে এবং এই সকল ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নের আগে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ করিতে হইবে।

৩.১৭.২ সড়কপথ, রেলপথ, বিমানপথ ও নৌপথে চলাচলকারী যানবাহন থেকে মানব-বর্জ্যসহ অন্যান্য পয়ঃবর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.১৭.৩ অভ্যন্তরীণ নৌ-বন্দর ও ডকইয়ার্ডসমূহ কর্তৃক পানি ও স্থানীয় পরিবেশ দূষণমূলক কার্যক্রম এবং নৌযান থেকে তৈলজাতীয় পদার্থ নিঃসরণ ও বর্জ্য ফেলা নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে।

৩.১৭.৪ জ্বালানি সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব হওয়ায় যোগাযোগ ও পরিবহনের ক্ষেত্রে রেলপথ ও নৌপথের ব্যবহারকে প্রাধান্য দিতে হইবে।

৩.১৭.৫ যেই সকল শহরের পাশে ও অভ্যন্তরে নৌপথ রহিয়াছে তাহা সংস্কার ও পুনঃখনন করিয়া ব্যবহার উপযোগী করিতে হইবে।

৩.১৭.৬ সড়ক নিরাপত্তার ঝুঁকি পরিহার করিয়া সড়কপথ ও রেলপথের দুইধারে সবুজায়ন/বনায়ন করিতে হইবে।

৩.১৭.৭ সারাদেশে নগর ও মহানগরীর অভ্যন্তরে ও আন্তঃনগর যোগাযোগের ক্ষেত্রে পথচারীর সুবিধা প্রাধান্য, অযান্ত্রিক যান চলাচল ব্যবস্থা, সমন্বিত রাস্তা, যানবাহনের সংখ্যা যৌক্তিক করিতে হইবে। গণপরিবহনভিত্তিক প্রকল্প যেমন Mass Rapid Transit-কে অগ্রাধিকার প্রদান ও যানজট নিরসনে সমন্বিত সড়ক, রেল ও নৌ ব্যবস্থাপনাভিত্তিক বাস্তবমুখী ও পরিবেশবান্ধব পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

৩.১৭.৮ দেশের গুরুত্বপূর্ণ সড়কসমূহকে নির্ধারিত মানদণ্ডের ভিত্তিতে আঞ্চলিক মহাসড়ক ও জাতীয় মহাসড়কে রূপান্তর করিতে হইবে। সড়ক পরিবহন ও ট্রাফিক সম্পর্কিত আইন হালনাগাদকরণ, সংশোধন, নিয়ন্ত্রণ এবং সড়কে যানবাহন ও অন্যান্যের চলাচল সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ে সড়ক পরিবহন ও ট্রাফিক আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

৩.১৭.৯ শহরাঞ্চলে বিশেষ করিয়া মহানগরীর যানজট ও পরিবেশ দূষণ রোধে নৌ-রেল-সড়ক পথের সমন্বয়ে উপযুক্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে।

৩.১৭.১০ বায়ুমণ্ডলে কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করিবার লক্ষ্যে মানসম্মত গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে।

৩.১৭.১১ শহর এলাকার রাস্তাঘাটের মাস্টার প্ল্যান এমন করিতে হইবে যাহাতে পথচারীদের হাঁটাচলা, বাইসাইকেল ও অন্য সকল প্রকার Non-Motorized Transport-এর অগ্রাধিকার থাকে ও সেই সাথে যানবাহনের গতিশীলতা প্রাধান্য পায় ও সকল পরিবহন মাধ্যমের (modes) মধ্যে আন্তঃসংযোগ প্রতিষ্ঠিত থাকে।

৩.১৭.১২ শহরে Dedicated Arterial Corridor অবকাঠামো ও আবাসিক এলাকাসমূহের মধ্যে Feeder Service সুবিধাসহ পরিবহনের মান উন্নয়ন ও তাহা সকলের আর্থিক নাগালের মধ্যে রাখিবার কৌশল গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.১৭.১৩ টেকসই সবুজ পরিবহনের ক্ষেত্রে বিকল্প পরিবেশবান্ধব জ্বালানি, এনার্জি ও প্রযুক্তি ব্যবহার উৎসাহিত করিতে হইবে।

৩.১৭.১৪ অভ্যন্তরীণ নৌ ও সমুদ্র পরিবহনে বায়ুমণ্ডলে কার্‌বন, NOx নির্গমন ও পানিতে তৈলাক্ত বর্জ্য ইত্যাদি নিঃসরণরোধে সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.১৭.১৫ সংশ্লিষ্ট আইন বিধিবিধান অনুসরণ করিয়া সড়ক, রেল ও জলপথে চলাচলকারী সকল যানবাহন হইতে নির্গত শব্দ নির্দিষ্ট মানমাত্রার মধ্যে রাখিতে হইবে।

৩.১৭.১৬ বর্জ্য, নির্মাণসামগ্রী ইত্যাদি আবশ্যিকভাবে আচ্ছাদিত করিয়া পরিবহন করিতে হইবে।

৩.১৮ জনসম্পদ ব্যবস্থাপনা (Human Resources Management)

দেশের ভূমির পরিমাণের সাথে জনসংখ্যার সামঞ্জস্য থাকা একান্ত প্রয়োজন। কারণ জনসংখ্যার মৌলিক ও অন্যান্য চাহিদা পূরণের উপকরণ পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও প্রতিবেশ হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে প্রাকৃতিক সম্পদ ও প্রতিবেশের উপর চাপ বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থা পরিহারের জন্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণসহ সম্ভাব্য সকল কার্যক্রম গ্রহণ করিবার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নীতি অনুসরণ করিতে হইবে:

৩.১৮.১ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর উদ্যোগ এবং প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.১৮.২ পরিবেশ সচেতন দক্ষ জনশক্তির উন্নয়ন এবং উহার সমন্বিত ও সুপরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.১৮.৩ সরকারের জনসংখ্যা নীতি ও কার্যকলাপে পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নমূলক ধারণা সম্পৃক্ত করিতে হইবে।

৩.১৮.৪ দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধি করিতে হইবে।

৩.১৮.৫ নগর ও গ্রামাঞ্চলে সুষম অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে জনসংখ্যার ঘনত্ব ও বিস্তারে ভারসাম্য আনিতে হইবে।

৩.১৮.৬ স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন করিতে হইবে।

৩.১৯ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার প্রস্তুতি ও অভিযোজন (Climate Change Preparedness and Adaptation)

জলবায়ু পরিবর্তন একটি বাস্তবতা। বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে বাংলাদেশ সবচেয়ে নাজুক অবস্থায় রহিয়াছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশের মানুষের বিশেষত উপকূলীয় এলাকার জনসাধারণের জীবন ও জীবিকা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। জলবায়ু পরিবর্তনে আমাদের ভূমিকা অত্যন্ত নগণ্য হইলেও জলবায়ুর পরিবর্তনের মারাত্মক বিরূপ প্রভাবের শিকার হইতেছে বাংলাদেশ। ইহার কারণে বাংলাদেশের ব্যাপক এলাকা পানিতে নিমজ্জিত হইবে এবং বাংলাদেশের অর্থনীতি ও মানুষের জীবন-জীবিকা দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় নিম্নবর্ণিত নীতি অনুসরণ করিতে হইবে:

৩.১৯.১ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলার জন্য গৃহীত বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল এবং কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু মহাপরিকল্পনা (Climate Change Resilient Master Plan) প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

৩.১৯.২ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন কৃষি, খাদ্য, পানিসম্পদ, বনভূমি, জনস্বাস্থ্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, উপকূলীয় এলাকা, অবকাঠামো ইত্যাদির বিপন্নতা নিরূপণ (vulnerability assessment) করিতে হইবে। প্রয়োজনীয় অভিযোজন/প্রশমন (adaptation/mitigation) ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিতে হইবে এবং এই ক্ষেত্রে দেশীয় বিনিয়োগ বৃদ্ধির পাশাপাশি আর্থিক ও কারিগরি সহায়তার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা লাভের প্রচেষ্টা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.১৯.৩ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)-এর common but differentiated responsibilities and respective capabilities নীতির ভিত্তিতে সকল দেশের সাথে সমন্বয়পূর্বক কাজ করিতে হইবে।

৩.১৯.৪ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুত জনগণের (climate induced displaced people) পরিকল্পিত স্থানান্তর ও পুনর্বাসনের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যথোপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.১৯.৫ জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধ, প্রশমন ও এই পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট বিরূপ পরিস্থিতিতে টিকিয়া থাকিবার জন্য একটি অভিযোজনমূলক নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

৩.১৯.৬ গ্রিনহাউস গ্যাস উৎপাদক সকল প্রকার অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন কার্যক্রম যথা- শিল্পায়ন, কৃষি, পরিবহন, নগরায়ন, জ্বালানি, শিক্ষা, বাণিজ্য, বিনোদন ইত্যাদির ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়নকে ব্যাহত না করিয়া গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের মাত্রা হ্রাস করিতে হইবে। গ্রিনহাউস গ্যাস হ্রাসে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা লাভের প্রচেষ্টা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.১৯.৭ জলবায়ু ও দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষম কৃষি, খাদ্য, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি, পানীয়, শিল্প, গৃহায়ন, পরিবহন, জ্বালানি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উৎপাদন, আহরণ, পরিচালনা, ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.১৯.৮ খাদ্য ক্রয় ক্ষমতা ও প্রাপ্যতার উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিরূপণ করিয়া জাতীয় খাদ্য নীতিতে যথাযথ কৌশল সংযোজন করিতে হইবে।

৩.১৯.৯ বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য দায়ী দেশসমূহের নিকট হইতে যথাযথ ক্ষতিপূরণ আদায় এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাস্তুচ্যুত জনগণকে বিদেশে অভিবাসন লাভ নিশ্চিত করিতে কার্যকর প্রচেষ্টা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.১৯.১০ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় জাতিসংঘের নেতৃত্বে বর্তমান বৈশ্বিক উদ্যোগ জোরদার করিতে হইবে। জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার সকল দরিদ্র, স্বল্পোন্নত রাষ্ট্র ও দ্বীপদেশগুলির ধনীদেশসমূহ হইতে প্রাপ্য 'সহায়তা' নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিতে হইবে।

৩.১৯.১১ জলবায়ু পরিবর্তন কনভেনশনের আওতায় বিদ্যমান Clean Development Mechanism, Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs)-সহ অন্যান্য সুবিধাসমূহ এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগসমূহের সর্বোত্তম ব্যবহারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.১৯.১২ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের সহায়ক হিসাবে "জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ডাটা বেইজ" প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের উদ্যোগ নিতে হইবে। ইহা ছাড়া Climate Change Knowledge Network প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের উদ্যোগ নিতে হইবে যাহাতে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সম্পৃক্ত সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহ পারস্পরিক যোগাযোগ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়।

৩.১৯.১৩ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় অভিযোজন কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে প্রতিবেশভিত্তিক এবং প্রতিবেশ অনুকূল অভিযোজন কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.১৯.১৪ সকল উন্নয়ন পরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার বিষয় অগ্রাধিকারভিত্তিতে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

৩.২০ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (Disaster Management)

বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। বাংলাদেশের মানুষ প্রতি বৎসর প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট নানাবিধ দুর্যোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। অপরদিকে অপরিকল্পিত অবকাঠামো উন্নয়নের কারণে মানব সৃষ্ট দুর্যোগও দিন দিন বাড়িতেছে। দুর্যোগের কারণে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিম্নবর্ণিত নীতি অনুসরণ করিতে হইবে:

৩.২০.১ দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার সকল স্তরে দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস করিবার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। এই জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা বিশেষ করিয়া অবকাঠামোগত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের সময় ঝুঁকি চিহ্নিত করিয়া তাহা প্রশমন ও হ্রাসের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.২০.২ প্রত্যেক শিল্পকারখানা ও প্রকল্পের পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও আপদকালীন পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

৩.২০.৩ বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে সৃষ্ট সম্ভাব্য আপদসমূহ চিহ্নিতপূর্বক আপদ হ্রাসকরণ কার্যক্রম ও অভিযোজন কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.২০.৪ বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে সৃষ্ট সম্ভাব্য দুর্যোগসমূহ হ্রাস ও অভিযোজন কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে দেশে দক্ষ ও দুর্যোগে সঠিক সময়ে সাড়াদানকারী স্বেচ্ছাসেবী জনগোষ্ঠী গড়িয়া তুলিতে হইবে।

৩.২০.৫ সম্ভাব্য সকল দুর্যোগের কারণ ও সম্ভাব্য এলাকা চিহ্নিতকরণপূর্বক পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তাহা বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

৩.২০.৬ পানিতে আর্সেনিক দূষণ, আগুনজনিত দুর্যোগ, রাসায়নিক দুর্যোগ, ভূমিকম্প, জলাবদ্ধতা ইত্যাদি দুর্যোগ মোকাবেলায় যথাযথ সক্ষমতা অর্জন করিতে হইবে।

৩.২০.৭ বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে সৃষ্ট সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবেলায় উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করিতে হইবে এবং তাহা বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক সহায়তা প্রাপ্তির উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.২০.৮ দুর্যোগের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবেশ ও প্রতিবেশ পুনরুদ্ধার করিবার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাকে সাময়িকভাবে সংরক্ষিত এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করিয়া পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৩.২০.৯ দুর্যোগ এড়ানো বা ক্ষতি নিম্নতম পর্যায়ে রাখিতে যথাসময়ে দুর্যোগের পূর্বাভাস প্রচার করিতে হইবে।

৩.২০.১০ দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করিতে হইবে।

৩.২০.১১ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় খাতভিত্তিক কন্টিনজেন্সি প্ল্যান প্রণয়ন করিতে হইবে।

৩.২০.১২ দূষণ, পরিবেশ ও প্রতিবেশের অবক্ষয়, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের কারণে নারী ও শিশু সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় বিধায় সংশ্লিষ্ট নীতিসমূহ প্রয়োজনীয় সংশোধন করিয়া নারী ও শিশুকে সুরক্ষা প্রদান করিতে হইবে।

৩.২১ বিজ্ঞান, গবেষণা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (Science, Research, Information and Communication Technologies)

পরিবেশগত মানমাত্রা (Environmental Quality Standard) নির্ধারণ/উন্নয়ন/সম্প্রসারণ ও পরিবেশ দূষণ পরিমাপ, পরিবীক্ষণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে তথ্য ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন, বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা একান্ত প্রয়োজন। এই লক্ষ্য অর্জন করিবার জন্য নিম্নবর্ণিত নীতি অনুসরণ করিতে হইবে:

৩.২১.১ পরিবেশ বিষয়ে মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণা জোরদার করিতে হইবে।

৩.২১.২ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতির আওতায় পরিবেশ দূষণ তদারক ও নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

৩.২১.৩ পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সকল জাতীয় সম্পদের দীর্ঘমেয়াদী, টেকসই ও পরিবেশসম্মত ব্যবহার নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় গবেষণা পরিচালনা এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবনে উৎসাহিত করিতে হইবে। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতির আওতায় গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার হিসাবে চিহ্নিত ক্ষেত্রসমূহে পরিবেশগত বিবেচনা অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

৩.২১.৪ নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.২১.৫ Clean Technology হস্তান্তর, বাণিজ্যিকীকরণ, গবেষণা ও উন্নয়ন উৎসাহিত করিতে হইবে।

৩.২১.৬ পরিবেশ বিজ্ঞান ও গবেষণার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করিয়া যৌথ কার্যক্রমকে প্রাধান্য দিতে হইবে ও জোরদার করিতে হইবে।

৩.২১.৭ দেশজ ও আন্তর্জাতিক পরিবেশবান্ধব উন্নয়নমূলক প্রযুক্তিসমূহের প্রয়োজনমতো আহরণ, দেশীয় উৎপাদন এবং নগরায়ন, পরিমার্জন, শিল্পায়ন, পরিবহন, জ্বালানি, শিক্ষা, বাণিজ্য, বিনোদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনামূলক কার্যক্রমে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি প্রয়োগ নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.২১.৮ আন্তর্জাতিক মানসংস্থা কর্তৃক প্রণীত স্টান্ডার্ডের ব্যবহার উৎসাহিত করিতে হইবে।

৩.২১.৯ আদি জ্ঞান ও প্রযুক্তি (indegenious knowledge and technology) সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.২২ রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবস্থাপনা (Management of Chemical Substances)

রাসায়নিক দ্রব্যাদি বহুমুখী উপযোগিতা সম্পন্ন গুণাগুণ বহন করিবার কারণে বিভিন্ন শিল্পখাতে ও দৈনন্দিন জীবনে ঐ সকল দ্রব্যাদির ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। রাসায়নিক দ্রব্যাদির নানা ধরনের সামাজিক সুবিধা থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ রাসায়নিক দ্রব্যাদি মানবস্বাস্থ্য, পরিবেশ, প্রাণিকুল ও উদ্ভিদরাজি এবং ওজোন স্তরের জন্য ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক। এই সকল দ্রব্যাদির নিরাপদ ও স্বল্পমাত্রায় ব্যবহার এবং পরিবেশে বিসরণ (exposure) নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সার্বিক ঝুঁকি অনেকাংশে কমাইয়া আনা সম্ভব। সুতরাং রাসায়নিক দ্রব্যাদির নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করিবার জন্য প্রত্যেকটি রাসায়নিক দ্রব্যের বিষাক্ততা বা প্রকটতা বিশ্লেষণ করিয়া ঝুঁকি মূল্যায়নপূর্বক যথোপযুক্ত ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নবর্ণিত নীতি অনুসরণ করিতে হইবে:

৩.২২.১ সকল প্রকার রাসায়নিক দ্রব্যাদি পরিবেশসম্মতভাবে ব্যবস্থাপনা করিতে হইবে।

৩.২২.২ রাসায়নিক দ্রব্যসমূহ উৎপাদন এবং আমদানির ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবহার বিধি, মজুদ পদ্ধতি, পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব নির্ণয়, দূষণ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়সমূহ প্রয়োজনীয় বিধি-বিধানের আওতায় আনিতে হইবে।

৩.২২.৩ সকল প্রকার রাসায়নিক দ্রব্যাদির ইনভেন্টরি প্রস্তুতপূর্বক সংরক্ষণ, পরিবহন, বিপণন ইত্যাদিতে নজরদারি ও তদারকি নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.২২.৪ শিল্পখাতে ব্যবহার্য রাসায়নিক দ্রব্যাদি, কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহার্য কীটনাশক ও রাসায়নিক সার, গৃহস্থালিতে ব্যবহার্য রাসায়নিক এবং জনস্বার্থে ব্যবহার্য রাসায়নিকসমূহের আমদানিপূর্ব বিধিবিধানের আলোকে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। আমদানি পরবর্তী উৎপাদন, প্রয়োগ ও ব্যবহার পর্যায়ে প্রস্তুতকৃত ইনভেন্টরির আলোকে রাসায়নিকসমূহের বিচলন (movement) নীতিমালার আলোকে নজরদারি করিতে হইবে।

৩.২২.৫ বাংলাদেশ কর্তৃক অনুসমর্থিত রাসায়নিক দ্রব্যাদি সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন/প্রটোকল/চুক্তিসমূহ যেমন Stockholm Convention, Minamata Convention, Basel Convention, Rotterdam Convention, Montreal Protocol ইত্যাদি বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.২২.৬ নির্দিষ্ট রাসায়নিক ও পারমাণবিক পদ্ধতি ব্যবহার করিয়া বিদ্যুৎ উৎপাদন ও অস্ত্র প্রস্তুতে জননিরাপত্তা বিবেচনা করিতে হইবে।

৩.২২.৭ আন্তর্জাতিকভাবে নিষিদ্ধ ও চিহ্নিত বিভিন্ন প্রকার ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যাদির তালিকা প্রস্তুত করিয়া নিরাপদ ধ্বংস/অবলোপন (phase out) পদ্ধতি প্রচলন করিতে হইবে।

৩.২৩ অন্যান্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ (Other Pollution Control)

দৃশ্যমান দূষণের বাহিরেও আরও নানাবিধ দূষণ রহিয়াছে, যেইগুলি জনস্বাস্থ্যসহ প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষতি করিয়া থাকে। এই সকল দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত এই নীতি হইবে নিম্নরূপ:

৩.২৩.১ শব্দ ও অণুকম্পনজনিত দূষণ (noise and vibration) রোধ করিতে হইবে।

৩.২৩.২ তেজস্ক্রিয় বিকিরণজনিত দূষণ (radiation pollution) রোধ করিতে হইবে।

৩.২৩.৩ সকল প্রকার তাপীয় দূষণ (thermal pollution) রোধ করিতে হইবে।

৩.২৩.৪ আলোক দূষণ (photo/lighting pollution) রোধ করিতে হইবে।

৩.২৩.৫ গৃহ অভ্যন্তরীণ দূষণ (indoor pollution) রোধ করিতে হইবে।

৩.২৩.৬ দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান রাসায়নিক দূষণ (chemical pollution) রোধ করিতে হইবে।

৩.২৩.৭ Electronic Waste Management/E- Pollution এর ক্ষেত্রে Reduce, Reuse ও Recycle প্রবর্তন করিতে হইবে।

৩.২৩.৮ খাদ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে।

৩.২৩.৯ দৃশ্যমান দূষণ (visual pollution) রোধ করিতে হইবে।

৩.২৪ পরিবেশবান্ধব অর্থনৈতিক উন্নয়ন, টেকসই উৎপাদন ও ভোগ (Environment Friendly Economic Development, Sustainable Production and Consumption)

শিল্পে নিম্নমাত্রায় কার্বন ও বর্জ্য উৎপাদক কর্মকাণ্ড প্রচলনের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব পণ্য উৎপাদনের পাশাপাশি পরিবেশ ও প্রতিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ এবং ন্যায্যতার ভিত্তিতে আর্থসামাজিক উন্নয়ন বিকশিত করিবার মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব অর্থনীতি চালু করিতে হইবে। পরিবেশবান্ধব অর্থনীতির ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নীতি অনুসরণ করিতে হইবে:

৩.২৪.১ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন বিঘ্নিত না করিয়া সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে কার্বন উৎপাদন যথাসম্ভব নিম্নপর্যায়ে রাখিতে হইবে।

৩.২৪.২ যে সকল সেক্টরে কার্বন উৎপাদন কম সেই সকল সেক্টরে জনবলের ব্যবহার বৃদ্ধি করিতে হইবে।

৩.২৪.৩ অধিক মাত্রায় পরিবেশবান্ধব কাজ সৃষ্টি করিতে হইবে।

৩.২৪.৪ গৃহস্থালি, কৃষি ও শিল্পসহ সকল ক্ষেত্রে জ্বালানি সাশ্রয়ী এবং কম কার্বন উৎপাদক প্রযুক্তি ব্যবহার করিতে হইবে।

৩.২৪.৫ আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

৩.২৪.৬ বর্জ্য হইতে শক্তি উৎপাদন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জৈবসার উৎপাদন কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.২৪.৭ অর্থনৈতিক উন্নয়ন এমনভাবে করিতে হইবে যাহাতে পরিবেশ ও প্রতিবেশের অবক্ষয় না হয় এবং পরিবেশ ও প্রতিবেশের উৎপাদনশীলতা হ্রাস না পায় অর্থাৎ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যেন প্রকৃত (net) প্রবৃদ্ধি হয়।

৩.২৪.৮ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণায় পরিবেশ ও প্রতিবেশের অর্থনৈতিক মূল্যমান (Economic Valuation) বিবেচনা করিতে হইবে।

৩.২৪.৯ পরিবেশবান্ধব অর্থনীতির প্রসার বা পরিবেশবান্ধব অর্থনীতিতে রূপান্তরের ক্ষেত্রে দেশীয় প্রেক্ষাপট, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও লক্ষ্য তথা Country specific নীতি বা approach অনুসরণ করিতে হইবে।

৩.২৪.১০ পরিবেশবান্ধব অর্থনীতির প্রসারের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি টেকসই পরিবেশগত উন্নয়নের বিষয়াদি অধিকতর গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করিতে হইবে।

৩.২৪.১১ পরিবেশবান্ধব অর্থনীতির প্রসারের কার্যক্রম পরিচালনায় দারিদ্র্যদূরীকরণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দূষণমুক্ত উন্নয়ন, টেকসই উৎপাদন ও ভোগ প্রভৃতি বিষয়াদির উপর জোর দিতে হইবে।

৩.২৪.১২ পরিবেশবান্ধব অর্থনীতির প্রসারের ক্ষেত্রে অর্থায়ন, প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর, সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রভৃতি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ও কার্যকর পদক্ষেপের উপর জোর দিতে হইবে।

৩.২৪.১৩ পরিবেশবান্ধব অর্থনীতির প্রসারের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত ও সামাজিক ব্যয়, পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ বাণিজ্য বাধা/প্রতিবন্ধকতা উত্তরণের উপর জোর দিতে হইবে।

৩.২৪.১৪ পরিবেশবান্ধব অর্থনীতির প্রসারের ক্ষেত্রে দেশীয় প্রেক্ষাপটে কার্যকর বা উপযোগী এবং সাশ্রয়ী পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রসারের উপর জোর দিতে হইবে।

৩.২৪.১৫ দেশীয় প্রেক্ষাপট এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা ও লক্ষ্য বিবেচনায় পরিবেশবান্ধব অর্থনীতি বিষয়ক নীতি প্রণয়নের উপর জোর দিতে হইবে। এতদ্‌সংক্রান্ত নীতি প্রণয়নের পূর্বপর্যন্ত বিদ্যমান বিভিন্ন সেক্টরাল নীতিতে পরিবেশবান্ধব অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়াদি সন্নিবেশ করিতে হইবে।

৩.২৪.১৬ টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে "টেকসই উৎপাদন ও ভোগ" ধারণার উপর সবিশেষ জোর দিতে হইবে।

৩.২৪.১৭ "টেকসই উৎপাদন ও ভোগ" এর প্রসারের ক্ষেত্রে দেশীয় প্রেক্ষাপট বিবেচনায় কার্যকর কর্মকাণ্ড পরিচালনা করিতে হইবে যেখানে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় রাখিতে হইবে।

৩.২৪.১৮ "টেকসই উৎপাদন ও ভোগ" এর প্রসারের ক্ষেত্রে সম্পদের যথোপযুক্ত/ সর্বোত্তম/কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.২৪.১৯ "টেকসই উৎপাদন ও ভোগ" এর প্রসারের লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে কতিপয় সেক্টর যেমন- পানিখাত, জ্বালানিখাত, টেকসই পরিবহন ও যোগাযোগখাত, শিল্পখাত, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বায়ুমান ব্যবস্থাপনা, খাদ্য ও কৃষিজাত পণ্য, গৃহনির্মাণ, নগর উন্নয়ন ও ভূমি ব্যবহার, টেকসই গণক্রয়, ইকোলেবেলিং, রাসায়নিক ব্যবস্থাপনা, দূষণমুক্ত উৎপাদন প্রভৃতিকে অগ্রাধিকার দেওয়া যাইতে পারে।

৩.২৪.২০ "টেকসই উৎপাদন ও ভোগ" প্রসারের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা অর্জন, উৎপাদন ও ভোক্তা পর্যায়ে ব্যাপক সচেতনতার পাশাপাশি গণসচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ নিতে হইবে।

৩.২৪.২১ "টেকসই উৎপাদন ও ভোগ" প্রসারের লক্ষ্যে ধনী ও গরীব জনগোষ্ঠীর মধ্যে উৎপাদন ও ভোগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্য দূরীকরণ/হ্রাসকরণে প্রচেষ্টা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.২৪.২২ "টেকসই উৎপাদন ও ভোগ" প্রসারের লক্ষ্যে উৎপাদন ও ভোগ ব্যবস্থায় carbon footprint, energy footprint, water footprint, ecological footprint, food footprint হ্রাস করিতে হইবে।

৩.২৪.২৩ দরিদ্র জনগোষ্ঠী প্রাকৃতিক সম্পদের উপর বেশিমাত্রায় নির্ভরশীল বিধায় "টেকসই উৎপাদন ও ভোগ" সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সম্পদের দক্ষ ব্যবহার (resource efficiency) নিশ্চিত করিতে হইবে যেন অর্থনৈতিক উন্নয়ন (economic growth) বৃদ্ধি পায় এবং একই সাথে দরিদ্র জনগোষ্ঠী ক্ষতির সম্মুখীন না হয়। সম্পদ দক্ষতার সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে নারী ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণকে উৎসাহিত ও নিশ্চিত করিতে হইবে।

৪.০ আইনগত কাঠামো (Legal Frame)

৪.১ পরিবেশ, প্রতিবেশ ও সম্পদ সংরক্ষণ এবং দূষণ ও অবক্ষয় নিয়ন্ত্রণের সহিত সম্পর্কিত সকল আইন প্রয়োজনমতো সংশোধনপূর্বক যুগোপযোগীকরণ এবং ইতোমধ্যে সংশোধিত বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ও পরিবেশ আদালত আইনের যথাযথ ও ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

৪.২ পরিবেশ দূষণ ও অবক্ষয়মূলক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য এই নীতির আলোকে প্রয়োজনীয় সকল ক্ষেত্রে আইন সংশোধন।

৪.৩ প্রাসঙ্গিক সকল আইনের বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন নিশ্চিতকরণ এবং এতদ্‌সম্পর্কে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টিকরণ।

৪.৪ পরিবেশ সংক্রান্ত যেই সকল আন্তর্জাতিক আইন/কনভেনশন/প্রটোকল বাংলাদেশ কর্তৃক অনুমোদনযোগ্য তাহা অনুমোদনকরণ এবং ঐ সকল আইন/কনভেনশন/প্রটোকলের বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রচলিত আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন/পরিবর্তন সাধন।

৫.০ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো (Organizational Set-up)

৫.১ সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর জাতীয় পরিবেশ নীতি বাস্তবায়ন করিবে এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এই নীতি বাস্তবায়নের কাজ সমন্বয় করিবে।

৫.২ সরকার প্রধানের সভাপতিত্বে গঠিত জাতীয় পরিবেশ কমিটি এই নীতি বাস্তবায়নের কাজে সার্বিক দিকনির্দেশনা প্রদান করিবে।

৫.৩ ভবিষ্যতে দেশের পরিবেশগত অবস্থা এবং আর্থসামাজিক ও অন্যান্য প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর এবং বিশেষ প্রয়োজনে যে কোনো সময় এই নীতি যথাযথভাবে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় পর্যালোচনা করিবে।

৫.৪ পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবেশ সম্পর্কিত সকল আইন, বিধিমালা, নীতি, ও সরকারি নির্দেশনা যথাযথ, দ্রুত প্রয়োগ ও উন্নয়ন নিশ্চিত করিবে।

৫.৫ মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নীতি (policy), পরিকল্পনা (plan) এবং কর্মসূচির (programme) উপর Strategic Environmental Assessment (SEA) সম্পাদন করিবে।

৬.০ জাতীয় পরিবেশ নীতি পরিপালন (National Environment Policy Compliance)

পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের বিষয়টি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে মূলনীতি হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। সংবিধানে বিবৃত উল্লিখিত মূলনীতি জাতীয় নীতিসমূহে প্রতিফলনকরণ এবং পরিবেশকে উন্নয়নের মূলধারায় আনয়নের লক্ষ্যে জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮ গ্রহণ করা হইয়াছে। এই নীতি পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সমন্বিত নীতি হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং অন্যান্য জাতীয় নীতিসমূহে বিধৃত পরিবেশ বিষয়ক কর্মকাণ্ডের দিকনির্দেশক হিসাবে কাজ করিবে। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা এই নীতি পরিপালন করিবে।

পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত বাস্তবায়ন কার্যক্রম (Implementation Plan/Activities)

জাতীয় পরিবেশ নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন এবং গৃহীত বিভিন্ন নীতি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে একটি সুনির্দিষ্ট কার্য-পরিকল্পনা থাকা অপরিহার্য। জাতীয় পরিবেশ নীতিতে বিধৃত খাত/ক্ষেত্র ওয়ারী নীতিসমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা বাস্তবায়ন করিবে। নিম্নে এতদ্‌সংক্রান্ত কতিপয় কার্য-পরিকল্পনা খাতওয়ারী সুপারিশ করা হইল:

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.১ ভূমি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (Land Resources Management)		
৩.১.১	ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা এবং শস্য উপযোগিতা শ্রেণী বিন্যাসের (land capability and crop suitability classification) ভিত্তিতে ভূমির যথাযথ ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার নিরিখে কৃষিকার্য, মৎস্যচাষ ও পশুপালন, বনায়ন, শিল্পায়ন, নগরায়ন ও গৃহায়নমূলক সুবিধা ইত্যাদিতে ব্যবহার সংক্রান্ত তুলনামূলক ও অগ্রাধিকার ভিত্তিক একটি পরিবেশসম্মত জাতীয় ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	১। ভূমি মন্ত্রণালয় ২। কৃষি মন্ত্রণালয় ৩। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৪। শিল্প মন্ত্রণালয় ৫। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ৬। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ৭। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৮। বন অধিদপ্তর ৯। পরিবেশ অধিদপ্তর ১০। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ১১। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ১২। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট ১৩। স্থানীয় সরকার বিভাগ ১৪। পরিকল্পনা কমিশন ১৫। জননিরাপত্তা বিভাগ ১৬। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ১৭। মৎস্য অধিদপ্তর

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.১.২	দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ভূমিক্ষয়রোধ, লবণাক্ততার জন্য ভূমির অবক্ষয়রোধ, উর্বরতা সংরক্ষণ, ভূমি পুনরুদ্ধার, উপকূলীয় অঞ্চলের ভূমি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ইত্যাদির উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন	১। ভূমি মন্ত্রণালয় ২। কৃষি মন্ত্রণালয় ৩। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ৪। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৫। বন অধিদপ্তর ৬। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট ৭। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ৮। পরিকল্পনা কমিশন ৯। জননিরাপত্তা বিভাগ ১০। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
৩.১.৩	পাহাড়ী অঞ্চলে মাটি কাটিয়া সমান করা, মাটি খনন ও অপসারণ করিয়া কোনো এলাকার ভূমির প্রাকৃতিক অবস্থা (landscape) বিনষ্ট করা, পাহাড় হইতে যথেচ্ছভাবে মাটি, সাদামাটি ও পাথর আহরণ করিয়া প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টির কার্যক্রম বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহণ; ওয়াটারশেড ব্যবস্থাপনাকে অগ্রাধিকার প্রদান	১। স্থানীয় সরকার বিভাগ ২। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ৩। সেতু বিভাগ ৪। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ৫। ভূমি মন্ত্রণালয় ৬। কৃষি মন্ত্রণালয় ৭। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৮। পরিবেশ অধিদপ্তর ৯। জননিরাপত্তা বিভাগ ১০। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ১১। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১২। জেলা প্রশাসন

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.১.৪	পরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে যথাযথ ভূমি ব্যবহার আইন প্রণয়ন ও কার্যকরভাবে উহার সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ	১। ভূমি মন্ত্রণালয় ২। কৃষি মন্ত্রণালয় ৩। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৪। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ৫। শিল্প মন্ত্রণালয় ৬। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ৭। স্থানীয় সরকার বিভাগ ৮। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ৯। সেতু বিভাগ ১০। রেলপথ মন্ত্রণালয় ১১। জননিরাপত্তা বিভাগ ১২। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৩.১.৫	যাহাদের নিকট হইতে ভূমি অধিগ্রহণ করা হয় অথবা যাহারা ভূমিক্ষয় ও অবনয়নে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহাদের জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাকরণ	১। ভূমি মন্ত্রণালয় ২। জেলা প্রশাসন ৩। সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্প ৪। পরিকল্পনা কমিশন
৩.১.৬	দেশের উত্তরাঞ্চলে মরুময়তার বিস্তার, ভূমি পুনরুদ্ধার, ভূমিক্ষয়রোধ, ভূমির অবক্ষয়রোধ, ভূমির বহুবিধ ব্যবহার, উপকূল অঞ্চলের ভূমি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, ওয়াটারশেড এলাকার অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে নিয়মিত মনিটরিং/জরিপ ও গবেষণা কাজ পরিচালনা, মরুময়তার বিস্তাররোধে বিশেষ ও সমন্বিত ভূমি সংরক্ষণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন	১। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২। কৃষি মন্ত্রণালয় ৩। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৪। ভূমি মন্ত্রণালয় ৫। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৬। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট ৭। সার্ভে অব বাংলাদেশ ৮। বন অধিদপ্তর ৯। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ১০। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ১১। বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ১২। পরিবেশ অধিদপ্তর ১৩। পরিকল্পনা কমিশন ১৪। বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন সংস্থা (স্পারসো)

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.১.৭	সরকারি সম্পদ (common property) যেমন- নদীনালা, খালবিল, হাওর-বাওড়, জলাশয়, জলাভূমি, পুকুর, ইত্যাদি খাস সম্পদ চিহ্নিত করিয়া সংরক্ষণ করিতে হইবে অর্থাৎ ইহাদের শ্রেণী পরিবর্তন করা যাইবে না। পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণের আলোকে সরকারি সম্পদ ব্যবস্থাপনা করিতে হইবে।	১। ভূমি মন্ত্রণালয় ২। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ৩। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৪। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৫। জননিরাপত্তা বিভাগ ৬। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৭। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ৮। মৎস্য অধিদপ্তর ৯। বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর
৩.২ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (Water Resources Management)		
৩.২.১	পানি সম্পদ উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে গৃহীত প্রকল্পগুলির পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া নিরূপণের জন্য জরুরিভিত্তিতে পরিবেশগত নিরীক্ষা (environmental audit) পরিচালনা এবং ঐ নিরীক্ষার ভিত্তিতে পরিবেশগত বিরূপ প্রতিক্রিয়া চিহ্নিত করিয়া তদনুযায়ী প্রকল্প সংশোধন ও পরিবেশগত অবনতিরোধ ও দূষণরোধে পদক্ষেপ গ্রহণ	১। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ৩। পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) ৪। স্থানীয় সরকার বিভাগ ৫। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ৬। কৃষি মন্ত্রণালয় ৭। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ৮। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৯। পরিবেশ অধিদপ্তর ১০। পরিকল্পনা কমিশন ১১। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ১২। মৎস্য অধিদপ্তর ১৩। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.২.২	সকল প্রস্তাবিত ও নূতন প্রকল্পে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের (ইআইএ) ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্তকরণ এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের সময় এতদ্‌সংক্রান্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়া নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম যেমন পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি) প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও বিনিয়োগ অন্তর্ভুক্তকরণ	১। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ
৩.২.৩	দেশের নদনদী, খালবিল ও অন্য যে কোনো জলাশয়ে গৃহ ও শিল্পজাত বা অন্য কোনো প্রকার দূষিত বর্জ্য যাহাতে পরিশোধনের পূর্বে ফেলা না হয় তাহা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ	১। শিল্প মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৩। কৃষি মন্ত্রণালয় ৪। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ৫। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ৬। পরিবেশ অধিদপ্তর ৭। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ৮। সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠান ৯। বস্ত্র অধিদপ্তর ১০। সকল ওয়াসা ১১। সকল সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা ১২। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ১৩। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিএসসিআইসি/বিসিক) ১৪। বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) ১৫। জননিরাপত্তা বিভাগ ১৬। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ১৭। ভূমি মন্ত্রণালয় ১৮। জেলা প্রশাসন

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.২.৪	নদনদী, খালবিল ও অন্যান্য সকল প্রকার জলাশয় খননের মাধ্যমে উহাদের নাব্যতা সৃষ্টি ও ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ; শুকাইয়া যাওয়া বা একেবারে শুষ্ক কোনো নদী-নালা-খালে চাষাবাদ বা অবকাঠামো নির্মাণ করিবার জন্য বন্দোবস্ত প্রদান না করিয়া এইসব জলাধার পুনরুজ্জীবন করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ	১। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ২। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) ৩। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ৪। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ৫। ওয়ারপো ৬। নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট ৭। ভূমি মন্ত্রণালয় ৮। জেলা প্রশাসন ৯। পরিকল্পনা কমিশন ১০। জননিরাপত্তা বিভাগ ১১। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৩.২.৫	জাতীয় উদ্যোগের সহিত আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সম্পৃক্ত করিবার মাধ্যমে দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ, মরুপ্রবণতা ও লবণাক্ততা বৃদ্ধি রোধের স্থায়ী ব্যবস্থা জোরদারকরণ	১। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ৩। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৪। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ৫। কৃষি মন্ত্রণালয় ৬। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ৭। পরিকল্পনা কমিশন ৮। স্পারসো
৩.২.৬	বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড যেমন সেচ প্রকল্প, রাস্তাঘাট, বাঁধ ইত্যাদি নির্মাণের ফলে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা যাহাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয় এবং প্রাকৃতিক জলাশয়গুলির গতি ও স্রোত যাহাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয় ইত্যাদিসহ অন্যান্য পরিবেশগত দিকের প্রতি দৃষ্টিদানপূর্বক বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ	১। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২। স্থানীয় সরকার বিভাগ ৩। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ৪। সেতু বিভাগ ৫। রেলপথ মন্ত্রণালয় ৬। কৃষি মন্ত্রণালয় ৭। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ৮। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
		৯। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর ১০। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ১১। পরিকল্পনা কমিশন ১২। জননিরাপত্তা বিভাগ ১৩। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ১৪। মৎস্য অধিদপ্তর ১৫। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ১৬। ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং ১৭। সিইজিআইএস
৩.২.৭	প্লাবনভূমির শস্য উৎপাদনকে বিঘ্নিত না করিয়া মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ এবং মৎস্য ও জলজ জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ করার জন্য সেচ-বন্যানিয়ন্ত্রণ-নিষ্কাশন প্রকল্পের কারণে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়া নদী ও নদীর প্লাবনভূমিকে পুনরায় সংযুক্তকরণ (re-establishment of connectivity between rivers and their floodplains)	১। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৩। স্থানীয় সরকার বিভাগ ৪। কৃষি মন্ত্রণালয় ৫। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ৬। মৎস্য অধিদপ্তর ৭। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ৮। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ৯। পরিকল্পনা কমিশন ১০। ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং ১১। সিইজিআইএস
৩.২.৮	দেশের যেই সকল অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ পানিস্তর গ্রহণযোগ্য সীমার নিচে নামিয়া গিয়াছে সেই সকল এলাকার পানিস্তর যথাযথ পর্যায়ে উন্নীত করিবার জন্য বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ এবং বর্তমানে	১। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২। স্থানীয় সরকার বিভাগ ৩। কৃষি মন্ত্রণালয় ৪। বিদ্যুৎ বিভাগ ৫। শিল্প মন্ত্রণালয়

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	বাস্তবায়িত কার্যক্রমের ফলে ভূগর্ভস্থ পানিস্তর যাহাতে আরও নিচে নামিয়া না যায় তাহা রোধকরণ	৬। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৭। সকল ওয়াসা ৮। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ৯। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ১০। বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ১১। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ১২। পরিকল্পনা কমিশন ১৩। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
৩.২.৯	পানি দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ। বন্যানিয়ন্ত্রণ এবং বন্যার পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহারের উপযুক্ত ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা এবং পানি সম্পদের টেকসই উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ	১। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২। স্থানীয় সরকার বিভাগ ৩। কৃষি মন্ত্রণালয় ৪। বিদ্যুৎ বিভাগ ৫। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৬। ওয়ারপো ৭। সকল ওয়াসা ৮। বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ৯। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ১০। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়নবোর্ড ১১। পরিকল্পনা কমিশন ১২। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
৩.২.১০	পানি উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরবর্তী সময়ে যথাযথ পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ (অপারেশন ও মেইনটেন্যাস) নিশ্চিতকরণ এবং পরিবেশের উপর এই সকল প্রকল্পের প্রভাব নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও নিরীক্ষণ এবং কোনো	১। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২। কৃষি মন্ত্রণালয় ৩। স্থানীয় সরকার বিভাগ ৪। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৫। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৬। ওয়ারপো

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	বিরূপ প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেলে উহা সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ	৭। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ৮। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ৯। পরিবেশ অধিদপ্তর ১০। পরিকল্পনা কমিশন ১১। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
৩.২.১১	পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার সহিত জড়িত সকল সংস্থায় পরিবেশ কোষ গঠন	১। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা
৩.২.১২	নদনদী ও উহাদের গতি পরিবর্তন, জলাভূমি ও জলাশয়ের অবস্থান ও আয়তন ইত্যাদি সম্পর্কে নিয়মিত জরিপ, মনিটরিং ও গবেষণা কাজ পরিচালন এবং GIS-based প্রস্তুতকরণ	১। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ৩। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৪। বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর ৫। সার্ভে অব বাংলাদেশ ৬। নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট ৭। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ৮। বিআইডব্লিউটিএ ৯। স্পারসো ১০। ওয়ারপো ১১। মৎস্য অধিদপ্তর ১২। সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস)
৩.২.১৩	নগর প্রতিবেশ সংরক্ষণে জলাভূমি সংরক্ষণ করা, নিচু ভূমি ভরাট না করা এবং ভূগর্ভস্থ পানি সঞ্চয়নের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গা unpaved রাখা	১। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ৩। ওয়ারপো ৪। বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর ৫। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ৬। স্থানীয় সরকার বিভাগ ৭। সকল ওয়াসা

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.৩ বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ (Air Pollution Control)		
৩.৩.১	বায়ুর মানমাত্রা নির্ধারণ এবং হালনাগাদকরণ; বায়ুমান মনিটরিং ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা এবং বায়ুমানসূচক (air quality index) নির্ধারণ করা	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ অধিদপ্তর ৩। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) ৪। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ৫। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ৬। সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর ৭। বিসিক ৮। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন ৯। বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)
৩.৩.২	উন্নত প্রযুক্তির মানসম্পন্ন যানবাহন উৎপাদন/আমদানি করা	১। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ২। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৩। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ৪। বিআরটিএ ৫। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি) ৬। সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর
৩.৩.৩	শিল্পকারখানা ও যানবাহনসহ সকল ক্ষেত্রে জ্বালানির গুণগতমান নির্ধারণ ও জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ	১। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ২। শিল্প মন্ত্রণালয় ৩। এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন ৪। বিসিআইসি ৫। বিআরটিএ ৬। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্টস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) ৭। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ৮। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.৩.৪	সকল ক্ষেত্রে ওজোন স্তর ক্ষয়কারী ও গ্রিনহাউস গ্যাসের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ/পরিহার করা	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। শিল্প মন্ত্রণালয় ৩। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৪। পরিবেশ অধিদপ্তর
৩.৩.৫	যানবাহনের ফিটনেস সনদ গ্রহণ, হালনাগাদকরণ এবং প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে নির্গমণ কর (emission tax) নির্ধারণ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় ৩। অর্থ মন্ত্রণালয় ৪। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ৫। পরিবেশ অধিদপ্তর ৬। বিআরটিএ ৭। বিআইডব্লিউটিসি ৮। পুলিশ প্রশাসন ৯। সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর ১০। জননিরাপত্তা বিভাগ
৩.৩.৬	বায়ুদূষণরোধে যে কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন, সমীক্ষা পরিচালন, অবকাঠামো নির্মাণ ও নির্মাণ সামগ্রীসহ বায়ুদূষণকারী যে কোনো পদার্থ উৎপাদন, সংরক্ষণ, পরিবহন এবং লোডিং-আনলোডিংয়ের ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ	১। বিআরটিএ ২। বিআইডব্লিউটিসি ৩। পরিবেশ অধিদপ্তর ৪। সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর ৫। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ৬। শিল্প মন্ত্রণালয় ৭। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ৮। সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় ৯। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
৩.৩.৭	হাঁটা, সাইকেল, পাবলিক পরিবহনকে প্রাধান্য দেওয়া এবং ব্যক্তিগত গাড়ির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা	১। সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় ২। বিআরটিএ ৩। সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা ৪। মেট্রোপলিটন পুলিশ ৫। জননিরাপত্তা বিভাগ

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.৪ নিরাপদ খাদ্য ও সুপেয় পানি (Safe Food and Water)		
৩.৪.১	খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যে ভেজাল মিশানোকে একটি গুরুতর অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করিয়া বর্তমান আইন সংশোধনপূর্বক এইরূপ কার্যকলাপ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ; খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের মান নিয়মিতভাবে মনিটরিং করা	১। খাদ্য মন্ত্রণালয় ২। স্থানীয় সরকার বিভাগ ৩। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৪। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৫। শিল্প মন্ত্রণালয় ৬। বিএসটিআই ৭। খাদ্য অধিদপ্তর ৮। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ৯। বাংলাদেশ ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ১০। পরিবেশ অধিদপ্তর ১১। জননিরাপত্তা বিভাগ ১২। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ১৩। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ১৪। বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ
৩.৪.২	শস্য, ফলমূল, সবজি চাষের ক্ষেত্রে এবং খাদ্য সংরক্ষণে বালাইনাশকের ব্যবহার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণকরণ ও কৃত্রিম বালাইনাশকের পরিবর্তে বিভিন্ন প্রাকৃতিক পদ্ধতি ব্যবহার করা	১। খাদ্য মন্ত্রণালয় ২। কৃষি মন্ত্রণালয় ৩। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৪। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৫। তথ্য মন্ত্রণালয় ৬। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ৭। পরিকল্পনা কমিশন ৮। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ৯। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ১০। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.৪.৩	বিদেশ হইতে শিশুখাদ্যসহ সকল প্রকার খাদ্য আমদানির সময় খাদ্যের গুণগতমান, তেজস্ক্রিয়তা ও পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া নিরূপণের ব্যবস্থাকরণ	১। খাদ্য মন্ত্রণালয় ২। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৩। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৪। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ৫। বিএসটিআই ৬। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন
৩.৪.৪	কৃষিজমির কৃষিবহির্ভূত কাজে ব্যবহার এবং ক্ষতিকর শস্য যেমন তামাক উৎপাদন নিরুৎসাহিত করা এবং আফিম ইত্যাদি উৎপাদন নিষিদ্ধকরণ	১। কৃষি মন্ত্রণালয় ২। খাদ্য মন্ত্রণালয় ৩। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৪। ভূমি মন্ত্রণালয় ৫। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ৬। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ৭। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই)
৩.৪.৫	Genetically Modified Organisms (GMOs)/Living Modified Organisms (LMOs) খাদ্যদ্রব্য আমদানি, উৎপাদন, সংরক্ষণ, বিতরণ ও বাজারজাতকরণের সকল পর্যায়ে বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা বিধিমালা ২০১২ কঠোরভাবে অনুসরণ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। কৃষি মন্ত্রণালয় ৩। খাদ্য মন্ত্রণালয় ৪। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৫। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৬। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ৭। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৮। পরিবেশ অধিদপ্তর ৯। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
		১০। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ১১। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ১২। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি ১৩। বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) ১৪। মুখ্য আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর ১৫। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ১৬। বন অধিদপ্তর ১৭। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট
৩.৫ কৃষি (Agriculture)		
৩.৫.১	কৃষিক্ষেত্রে ভূমির জৈব গুণ বৃদ্ধি, উর্বরতা সংরক্ষণ, অবক্ষয় রোধ ও টেকসই কৃষি পদ্ধতি সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে একটি মাঠভিত্তিক জাতীয় পর্যায়ের সমীক্ষা পরিচালনা এবং ইহার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ	১। কৃষি মন্ত্রণালয় ২। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল ৩। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ৪। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ৫। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ৬। পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট ৭। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট ৮। পরিবেশ অধিদপ্তর

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.৫.২	জৈব কৃষি ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার প্রদান; বালাইনাশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ; যেই সকল বালাইনাশকের বিষাক্ততা পরিবেশে দীর্ঘকাল বিরাজমান থাকে এবং মানবদেহে ক্রমাগত পুঞ্জীভূত হয় তাহাদের উৎপাদন, আমদানি ও ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা; প্রাকৃতিক বালাইনাশক ব্যবহার এবং সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালুকরণ; কীটপতঙ্গ নাশ করিবার জন্য বিভিন্ন প্রাকৃতিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা যেমন- পাখি, ব্যাঙ, মাছ, গুইসাপ, সাপ, কচ্ছপ, বন্যপ্রাণী ইত্যাদির সংরক্ষণ, নিরাপত্তা ও প্রাকৃতিক পরিবেশে বংশবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ	১। কৃষি মন্ত্রণালয় ২। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৩। শিল্প মন্ত্রণালয় ৪। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৫। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৬। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ৭। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ৮। বন অধিদপ্তর ৯। পরিবেশ অধিদপ্তর ১০। মুখ্য আমদানি রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর ১১। জেলা প্রশাসকগণ ১২। মৎস্য অধিদপ্তর
৩.৫.৩	জৈব সার ব্যবহারের উপর ক্রমবর্ধমান হারে গুরুত্ব আরোপ এবং রাসায়নিক সার ব্যবহার ক্রমান্বয়ে হ্রাসকরণ	১। কৃষি মন্ত্রণালয় ২। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ৩। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ৪। মৎস্য অধিদপ্তর ৫। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৩.৫.৪	বিদেশ হইতে যে কোনো প্রকার বীজ, চারা ও গাছপালা আমদানির ক্ষেত্রে যথার্থ কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থার মাধ্যমে আনা এবং সম্ভাব্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করা। আগ্রাসী প্রজাতির অনুপ্রবেশ রোধ করা; বিদেশী প্রজাতি এবং কৌলিতাত্ত্বিকভাবে পরিবর্তিত জাত আমদানি, চাষ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে জীবনিরাপত্তা বিধিমালা অনুসরণ	১। কৃষি মন্ত্রণালয় ২। বন অধিদপ্তর ৩। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৪। মুখ্য আমদানি রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর ৫। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ৬। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন ৭। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৮। পরিবেশ অধিদপ্তর ৯। মৎস্য অধিদপ্তর ১০। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ১১। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.৫.৫	এলাকাভিত্তিক পরিবেশ উপযোগী এবং বর্ধিত জনসংখ্যা ও জাতীয় অর্থনীতির চাহিদা অনুযায়ী কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং অত্যধিক চাপের সম্মুখীন কৃষিশস্য ও কৃষিপণ্যের বিকল্প চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ	১। কৃষি মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহ ২। খাদ্য মন্ত্রণালয়
৩.৫.৬	প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদির ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ; তবে অপচনশীল প্লাস্টিকের পরিবর্তে পচনশীল প্লাস্টিকের প্রচলনকরণ	১। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহ ২। শিল্প মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহ ৩। কৃষি মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহ
৩.৫.৭	খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার জন্য জলবায়ু পরিবর্তনজনিত পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়াইতে সক্ষম এমন কৃষি পদ্ধতির (climate change resilient agriculture), প্রচলনকরণ; কৃষিজমি হইতে কার্বন নিঃসরণ কমানো নিশ্চিতকরণ	১। কৃষি মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ অধিদপ্তর ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ ২। বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ৩। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৪। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ৫। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ অধিদপ্তর ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ ৬। পরিবেশ অধিদপ্তর ৭। বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেইঞ্জ ট্রাস্ট ৮। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
৩.৫.৮	শিল্পায়ন, গৃহায়ন, যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে কৃষিজমির ব্যবহার যথাসম্ভব পরিহারকরণ; ইটের বিকল্প নির্মাণসামগ্রী উৎপাদন, আমদানি ও পরিহার নিশ্চিতকরণ; এছাড়া ইট তৈরিতে কৃষিজমির উপরিভাগের মাটির বিকল্প কাঁচামাল উদ্ভাবন ও ব্যবহারকরণ	১। শিল্প মন্ত্রণালয় ২। সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় ৩। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ৪। কৃষি মন্ত্রণালয় ৫। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৬। গণপূর্ত অধিদপ্তর ৭। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.৬ জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যসেবা (Public Health and Health Services)		
৩.৬.১	পল্লী ও শহর এলাকায় বিশুদ্ধ ও সুপেয় পানির সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং কাঁচা ও ঝুলন্ত পায়খানার পরিবর্তে স্বল্প খরচের সেনিটারি পদ্ধতির পায়খানা চালুকরণ	১। স্থানীয় সরকার বিভাগ ২। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ৩। সিটি কর্পোরেশনসমূহ ৪। পৌর প্রশাসনসমূহ ৫। সকল জেলা ও উপজেলা প্রশাসন
৩.৬.২	দেশের নদীনালা ও খালবিলসহ যে কোনো জলাশয়ে শিল্প, পৌর, কৃষি ও অন্য কোনো প্রকার দূষিত/ক্ষতিকর বর্জ্য নিক্ষেপের বিষয়টিকে যথাযথ আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের মাধ্যমে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ	১। শিল্প মন্ত্রণালয় ২। কৃষি মন্ত্রণালয় ৩। পরিবেশ অধিদপ্তর ৪। স্থানীয় সরকার বিভাগ ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ (সকল সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, ওয়াসা, ইত্যাদি) ৫। জননিরাপত্তা বিভাগ ৬। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৩.৬.৩	শহরাঞ্চলে বদ্ধ গাড়িতে রাতের বেলা সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন বা ডাস্টবিন বা আবর্জনা স্তুপ হইতে বর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন এবং নির্দিষ্ট স্থানে ফেলা	১। স্থানীয় সরকার বিভাগ ২। সকল সিটি কর্পোরেশন ও পৌর কর্তৃপক্ষ
৩.৬.৪	বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সেনিটারি ল্যান্ড-ফিলিং (sanitary land-filling) পদ্ধতি বাস্তবায়ন ও সকল সিটি কর্পোরেশন ও পৌর এলাকায় 3R (reduce/reuse/recycle) কার্যক্রম গ্রহণ ও যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ/“বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় Sanitary Land Filling; Waste to Biogas, Biogas to Electricity and Composting পদ্ধতির বাস্তবায়ন ও সকল সিটি কর্পোরেশন ও পৌর এলাকায় 3R (Reduce, Reuse, Recycle) কার্যক্রম গ্রহণ ও এর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ”	১। স্থানীয় সরকার বিভাগ ২। সকল সিটি কর্পোরেশন ও পৌর কর্তৃপক্ষ

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.৬.৫	এক্স-রেসহ সকল তেজস্ক্রিয় পদার্থ, মেডিক্যাল বর্জ্য, পারমাণবিক পদার্থ, তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পদার্থ, তেজস্ক্রিয় যন্ত্রপাতি, পারমাণবিক গবেষণা ও শক্তিচুল্লি প্রভৃতির ব্যবহার ও কার্যক্রমের ব্যবহারজনিত ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া হইতে জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষাকল্পে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ	১। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ২। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ৩। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ৪। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন ৫। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ৬। শিল্প মন্ত্রণালয়
৩.৬.৬	পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; স্বাস্থ্য শিক্ষা পাঠক্রমে পরিবেশ বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ	১। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ২। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ ৩। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ৪। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৫। শিল্প মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ ৬। স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো
৩.৬.৭	ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখতে নগর ও অন্যান্য অঞ্চলে পার্ক ও খেলার মাঠ সংরক্ষণ ও উন্নয়নকরণ	১। স্থানীয় সরকার বিভাগ ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ২। সকল জেলা ও উপজেলা প্রশাসন
৩.৭ আবাসন, গৃহায়ন ও নগরায়ন (Accommodation, Housing and Urbanization)		
৩.৭.১	গৃহায়ন ও নগরায়নের জন্য প্রস্তাবিত সকল জাতীয় আঞ্চলিক প্রকল্প ও মাস্টার প্লান প্রণয়নের পূর্বে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ) এবং Strategic Environmental Assessment (SEA) করা	১। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ২। স্থানীয় সরকার বিভাগ ৩। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৪। পরিবেশ অধিদপ্তর ৫। গণপূর্ত অধিদপ্তর ৬। স্থাপত্য অধিদপ্তর ৭। হাউজিং অ্যান্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.৭.২	শহরাঞ্চলে বস্তিবাসীদের জন্য পরিকল্পিত পুনর্বাসন ব্যবস্থায় পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাদি অন্তর্ভুক্ত করা	১। গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ২। স্থানীয় সরকার বিভাগ ৩। নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর ৪। পরিকল্পনা কমিশন
৩.৭.৩	দেশের প্রধান ও বৃহৎ শহরগুলিতে জনসংখ্যার চাপ হ্রাস এবং পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে উপশহর নির্মাণ এবং জেলা শহর ও উপজেলা শহরসমূহে উন্নত নাগরিক সুবিধাদি নিশ্চিত করা	১। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ২। স্থানীয় সরকার বিভাগ ৩। সরকারি আবাসন পরিদপ্তর ৪। পৌর কর্তৃপক্ষসমূহ ৫। নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসমূহ ৬। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ৭। হাউজিং অ্যান্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট
৩.৭.৪	ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল, রংপুর প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরে পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌরপার্ক ও উদ্যান স্থাপন করে নিবিড় বনায়ন ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মসূচি দ্রুত বাস্তবায়ন	১। স্থানীয় সরকার বিভাগ ২। নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ৩। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ৪। পৌর কর্তৃপক্ষসমূহ ৫। বন অধিদপ্তর
৩.৭.৫	দেশের প্রধান ঘনবসতিপূর্ণ নগরগুলিতে নিবিড় ও সমন্বিত পরিবেশ উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ	১। নগর উন্নয়ন সংস্থাসমূহ ২। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ৩। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
৩.৭.৬	আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প এলাকা পৃথকীকরণের জন্য SEA এর মাধ্যমে Zoning করা; পরিবেশবান্ধব বিশদ আঞ্চলিক নগর পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন	১। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ২। শিল্প মন্ত্রণালয় ৩। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৪। ভূমি মন্ত্রণালয় ৫। নগর উন্নয়ন সংস্থাসমূহ ও পৌর কর্তৃপক্ষ ৬। স্থানীয় সরকার বিভাগ ৭। সার্ভে অব বাংলাদেশ

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.৭.৭	গৃহ ও নগরায়নের বিভিন্ন কর্মসূচিতে নিয়মিত মনিটরিং ও জরিপের ব্যবস্থা রাখা	১। গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ২। স্থানীয় সরকার বিভাগ ৩। নগর উন্নয়ন সংস্থাসমূহ ৪। পৌর কর্তৃপক্ষসমূহ ৫। স্পারসো ৬। সার্ভে অব বাংলাদেশ ৭। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
৩.৭.৮	সকল নগর এলাকায় উপযুক্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়িয়া তোলা; পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে উপযুক্ত স্যুয়ারেজ ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা; শহরের সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য নগর বনায়নসহ সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ	১। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৩। সকল সিটি কর্পোরেশন ও পৌর কর্তৃপক্ষ ৪। ওয়াসাসমূহ ৫। বন অধিদপ্তর ৬। পরিবেশ অধিদপ্তর
৩.৮ শিক্ষা ও গণসচেতনতা (Education and Mass Awareness)		
৩.৮.১	পরিবেশ সংক্রান্ত গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে একটি দীর্ঘ মেয়াদী সমন্বিত প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; ইহাতে তথ্য, শিক্ষা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহায়তা প্রদান	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৩। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ৪। তথ্য মন্ত্রণালয় ৫। পরিকল্পনা কমিশন ৬। পরিবেশ অধিদপ্তর
৩.৮.২	প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের সকল পর্যায়ে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়াদি পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা	১। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ৩। পরিবেশ অধিদপ্তর

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.৮.৩	গণসচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগে মসজিদের ইমাম এবং স্কুল কলেজের শিক্ষকবৃন্দসহ সকল প্রকার ধর্মীয় এবং সামাজিক নেতৃবৃন্দ বিশেষত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহের নেতৃবৃন্দকে সম্পৃক্তকরণ	১। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ৩। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ৪। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৫। স্থানীয় সরকার বিভাগ ৬। ইসলামিক ফাউন্ডেশন
৩.৮.৪	সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিবেশ দূষণরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ, শিক্ষাঙ্গনে বনায়ন, পরিবেশ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী প্রতিষ্ঠানকে প্রণোদনা ও সম্মাননা প্রদান	১। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ৩। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৪। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
৩.৯ বন ও বন্যপ্রাণী (Forest and Wildlife)		
৩.৯.১	বনজ সম্পদ সংরক্ষণ, বননিধন প্রতিরোধ ও ব্যাপকভাবে নূতন বনায়ন; সরকারি বনভূমি হিসাবে চিহ্নিত এলাকা বৃক্ষাচ্ছাদিত করিবার কাজ ত্বরান্বিত করা	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। বন অধিদপ্তর ৩। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ৪। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ
৩.৯.২	সকল উন্নয়ন প্রকল্পে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বনায়ন কর্মসূচি অন্তর্ভুক্তকরণের বিষয়ে সরকারি সিদ্ধান্তের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা; উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ের সকল বনায়ন কর্মসূচিতে মহিলাদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ	১। পরিকল্পনা কমিশন ২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৩। বন অধিদপ্তর ৪। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর ৫। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ৬। বালাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ৭। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ৮। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.৯.৩	সামাজিক ও পল্লী বনায়ন কর্মসূচির ব্যাপক বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকার বৃক্ষ ও বনজসম্পদ বৃদ্ধির বিষয়টিকে অগ্রাধিকার প্রদান	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। বন অধিদপ্তর ৩। স্থানীয় সরকার বিভাগ ৪। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ
৩.৯.৪	ভূমির বহুবিধ ব্যবহার, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশ উন্নয়নে সহায়ক হিসাবে কৃষি-বন (agro-forestry) পদ্ধতিকে উৎসাহিতকরণ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। কৃষি মন্ত্রণালয় ৩। বন অধিদপ্তর ৪। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট ৫। কৃষিশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ও অন্যান্য সকল বিশ্ববিদ্যালয়
৩.৯.৫	জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য বন্যপ্রাণীর আবাস ও খাদ্য সুবিধার নিমিত্ত বনজ গাছের পাশাপাশি ফলদ গাছ রোপণ ও পরিচর্যা নিশ্চিতকরণ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। বন অধিদপ্তর ৩। পরিবেশ অধিদপ্তর ৪। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৩.৯.৬	দেশে বনজ সম্পদভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিকল্প কাঁচামালের উৎস সন্ধানসহ প্রয়োজনীয় কাঁচামাল উৎপাদনের বিষয়ে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ উদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহিতকরণ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন ৩। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট ৪। বিসিএসআইআর

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.৯.৭	বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করিতে হইবে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে গবেষণা জোরদার এবং এতদ্‌সংক্রান্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ে সহায়তা প্রদান	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। বন অধিদপ্তর ৩। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট ৪। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ
৩.৯.৮	বন্য পশুপাখি শিকার এবং বন্যপ্রাণী ও বন্যপ্রাণীর চামড়া রপ্তানির উপর বর্তমান নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখিয়া বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল সংরক্ষণ তথা অভয়ারণ্য/রক্ষিত এলাকা সৃষ্টিকে উৎসাহ প্রদান	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। বন অধিদপ্তর ৩। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ
৩.৯.৯	দেশের বন্যপ্রাণী, উদ্ভিদ প্রজাতি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে গবেষণা জোরদার করিতে হইবে এবং এতদ্‌সংক্রান্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিনিময়ে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক উন্নয়নকরণ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। তথ্য মন্ত্রণালয় ৩। পরিবেশ অধিদপ্তর ৪। বন অধিদপ্তর ৫। বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম ৬। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৩.৯.১০	কাঠের বিকল্প নির্মাণ সামগ্রী ও জ্বালানি ইত্যাদির ব্যবহার এবং কাঠ আমদানি উৎসাহিত করা	১। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ২। তথ্য মন্ত্রণালয় ৩। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৪। বন অধিদপ্তর ৫। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট ৬। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ৭। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.৯.১১	বন-উজাড়, বন-সম্প্রসারণ, বনায়নের পরিস্থিতি ও বন প্রতিবেশের অবস্থা নিরূপণের জন্য নিয়মিত সমীক্ষা ও গবেষণা পরিচালন	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। বন অধিদপ্তর ৩। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট ৪। স্পারসো
৩.৯.১২	বনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং বনজ সম্পদের মান উন্নয়ন ও সংরক্ষণে জনগণকে সম্পৃক্তকরণ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। বন অধিদপ্তর ৩। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট ৪। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ
৩.৯.১৩	বন্যপ্রাণী, পশুপাখি ও জলাভূমি সংরক্ষণ কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার প্রদান করে বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতিসমূহের সংরক্ষণের বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। বন অধিদপ্তর ৩। পরিবেশ অধিদপ্তর ৪। বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর ৫। বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম
৩.৯.১৪	বনজ সম্পদ রক্ষায় বনভূমিসমূহে কোর জোন (core zone) ও বাফার জোন (buffer zone) নির্ধারণ করিয়া কোর জোন এলাকায় সকল ধরনের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া শুধুমাত্র বাফার জোন এলাকায় সীমিত আকারে সম্পদ আহরণ ও পরিবেশবান্ধব পর্যটন সীমাবদ্ধকরণ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। বন অধিদপ্তর ৩। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.৯.১৫	ট্রেনের অপারেশন লাইনের বাইরে অব্যবহৃত রেল ভূমিতে বনায়ন	১। রেলপথ মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৩। বন অধিদপ্তর ৪। বাংলাদেশ রেলওয়ে
৩.১০ জীববৈচিত্র্য, প্রতিবেশ সংরক্ষণ ও জীবনিরাপত্তা (Biodiversity, Ecosystem Conservation and Biosafety)		
৩.১০.১	জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত গবেষণা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় গবেষণা ও তথ্যকেন্দ্র স্থাপনসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশ, জীববৈচিত্র্য ও বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত সর্বশেষ পরিস্থিতি নিরূপণের জন্য সমীক্ষা পরিচালনাকরণ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ অধিদপ্তর ৩। বন অধিদপ্তর ৪। বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম ৫। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট ৬। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট
৩.১০.২	পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর যে কোনো প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদ আমদানি নিষিদ্ধ ও অনুপ্রবেশ রোধকরণ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। কৃষি মন্ত্রণালয় ৩। খাদ্য মন্ত্রণালয় ৪। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৫। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৬। পরিবেশ অধিদপ্তর ৭। বন অধিদপ্তর ৮। বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম ৯। মুখ্য আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর ১০। জননিরাপত্তা বিভাগ ১১। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.১০.৩	কৌলিতাত্ত্বিকভাবে পরিবর্তিত (GMO/LMO) উদ্ভিদ ও প্রাণীর জাতসহ বিদেশি প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর আমদানি, চাষ, সংরক্ষণ, বিতরণ ও বাজারজাতকরণসহ সকল পর্যায়ে বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা বিধিমালা ২০১২ কঠোরভাবে অনুসরণ। তবে আগ্রাসী প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী আমদানি, চাষ, সংরক্ষণ, বিতরণ ও বাজারজাত নিষিদ্ধকরণ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। কৃষি মন্ত্রণালয় ৩। খাদ্য মন্ত্রণালয় ৪। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৫। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৬। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৭। পরিবেশ অধিদপ্তর ৮। বন অধিদপ্তর ৯। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ১০। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ১১। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন ১২। বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৩। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি ১৪। বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম ১৫। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ১৬। মৎস্য অধিদপ্তর ১৭। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৮। পরিকল্পনা কমিশন

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.১০.৪	প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) এবং সংরক্ষিত এলাকা (পিএ)-সমূহে সরকারি তদারকি ও আইন প্রয়োগের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ এবং বিশেষ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ অধিদপ্তর ৩। বন অধিদপ্তর
৩.১০.৫	জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা গ্রহণ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে প্রাণী ও উদ্ভিদকুলের আবাসস্থলের গুণগতমান বজায় রাখিতে পারিপার্শ্বিক ভূমি ও পানি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ অধিদপ্তর ৩। বন অধিদপ্তর ৪। বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম ৫। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ৬। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
৩.১১ পাহাড় প্রতিবেশ (Hill Ecosystems)		
৩.১১.১	পাহাড় ও টিলা প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট এবং পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখিয়া থাকে বিধায় এইগুলির অবক্ষয় রোধ এবং সংরক্ষণ নিশ্চিত করা; এই ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা এবং যথাযথভাবে প্রয়োগ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। ভূমি মন্ত্রণালয় ৩। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ৪। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ৫। সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় ৬। কৃষি মন্ত্রণালয় ৭। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ৮। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৯। পরিবেশ অধিদপ্তর ১০। বন অধিদপ্তর ১১। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ১২। জননিরাপত্তা বিভাগ ১৩। পার্বত্য জেলা প্রশাসন ১৪। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ১৫। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.১১.২	পাহাড়ী এলাকায় ভূমিধ্বস ও ভূমিক্ষয় রোধে বনায়ন, পাহাড় সংরক্ষণ, টেকসই কৃষির প্রবর্তন ও পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। কৃষি মন্ত্রণালয় ৩। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ৪। ভূমি মন্ত্রণালয় ৫। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ৬। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৭। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৮। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ৯। বন অধিদপ্তর ১০। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
৩.১১.৩	ম্যাপিং, জোনিংসহ পাহাড়ী এলাকার বিস্তারিত তথ্যভাণ্ডার গড়িয়া তোলা; পাহাড় সংরক্ষণ এবং পাহাড়ী এলাকার ব্যবহার সংক্রান্ত দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	১। ভূমি মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৩। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৪। পরিকল্পনা কমিশন ৫। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ৬। স্পারসো ৭। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.১২ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ (Fisheries and Livestocks)		
৩.১২.১	হাওর, বাওড়, বিল প্রভৃতি জলাভূমি সংস্কার করে এইগুলিকে মৎস্যচাষের জন্য জাতীয় সংরক্ষিত এলাকা হিসাবে ঘোষণা করা; এই সব জলাভূমির আয়তন সংকুচিত না করা	১। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ২। বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর ৩। মৎস্য অধিদপ্তর ৪। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ৫। ভূমি মন্ত্রণালয় ৬। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ৭। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৮। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ৯। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ১০। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
৩.১২.২	দেশের সকল দিঘি ও পুকুরে মৎস্যচাষ উৎসাহিত করা এবং দেশের পুকুর, খাল, বিল, দিঘি ইত্যাদি জলাভূমিকে প্রত্যেক বছর সেচিয়া মৎস্যসম্পদ সমূলে ধ্বংস করিবার উপর বাধানিষেধ আরোপ করা; সমুদ্রের পোনা, চিংড়ি ও অন্যান্য মৎস্যসম্পদের ব্যাপারে অনুরূপ পরিবেশসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ	১। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ২। সকল জেলা ও উপজেলা প্রশাসন ৩। মৎস্য অধিদপ্তর ৪। কৃষি মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ সংস্থা ৫। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট
৩.১২.৩	ল্যান্ড জোনিংয়ের মাধ্যমে চিংড়িচাষ এলাকা নির্ধারণ করিতে হইবে। চিংড়িসম্পদের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাক সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক চাষপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে হইবে। চিংড়িচাষ এলাকায় পরিবেশ সমুন্নত রাখার পাশাপাশি জৈব চাষ পদ্ধতি প্রবর্তন করিতে হইবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে সমন্বিত চাষ (integrated farming) পদ্ধতির প্রচলনকরণ	১। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৩। মৎস্য অধিদপ্তর ৪। বন অধিদপ্তর ৫। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ৬। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.১২.৪	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের বালাইদমন ও মহামারী প্রতিরোধকল্পে প্রয়োজনীয় গবেষণা ও কার্যক্রম জোরদারকরণ	১। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ২। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট ৩। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ৪। সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়
৩.১২.৫	যত্রতত্র পশুজবাই রোধ করিবার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় আধুনিক কসাইখানা স্থাপন; গবাদি পশু ও পাখির মৃতদেহ মাটির নিচে পুঁতিয়া ফেলা ও কসাইখানাসমূহের বর্জ্য পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণ	১। স্থানীয় সরকার বিভাগ ২। পরিবেশ অধিদপ্তর ৩। সকল সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা ৪। তথ্য মন্ত্রণালয়
৩.১২.৬	গ্রামাঞ্চলে বর্তমান গোচারণভূমি রক্ষা এবং প্রতি গ্রামে ন্যূনতম পরিমাণ এলাকা চারণভূমি হিসাবে সৃষ্টি ও সংরক্ষণ	১। ভূমি মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৩। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৪। সকল জেলা ও উপজেলা প্রশাসন
৩.১২.৭	হাওর, বাওড়, বিল, দিঘি ইত্যাদি জলাভূমির অবস্থা সম্পর্কে নিয়মিত মনিটরিং ও গবেষণা করা	১। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ২। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ৩। স্পারসো ৪। সার্ভে অব বাংলাদেশ ৫। বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর ৬। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ৭। মৎস্য অধিদপ্তর ৮। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.১২.৮	প্রাণিসম্পদের আবাসস্থল সংরক্ষণ, খাদ্য নিরাপত্তা বিধান, চিকিৎসা সম্প্রসারণ এবং মানুষ ও প্রাণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিহারকরণ	১। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৩। গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ৪। পরিকল্পনা কমিশন ৫। সড়ক ও জনপথ বিভাগ ৬। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ৭। মৎস্য অধিদপ্তর
৩.১২.৯	দেশীয় প্রাণীর তালিকা (inventory) প্রস্তুত এবং উন্নত জাত উদ্ভাবনের নিমিত্ত কৌলিক সম্পদ (genetic resources) সংরক্ষণ; গৃহপালিত প্রাণী প্রতিপালনে উন্নত প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও ব্যবহার	১। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ২। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ৩। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
৩.১২.১০	দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রাণিসম্পদ রক্ষার্থে এবং এর উৎপাদন অব্যাহত রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় জাত আমদানি/সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, উন্নত জাতের ফডারের প্রচলন, পশুখাদ্য উৎপাদন এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ, ঔষধ ও টিকা নিশ্চিতকরণ এবং দক্ষ জনবল তৈরি করা	১। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ২। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৩। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ৪। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ৫। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট ৬। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.১৩ উপকূলীয় ও সামুদ্রিক প্রতিবেশ (Coastal and Marine Ecosystem)		
৩.১৩.১	উপকূলীয় ও সামুদ্রিক প্রতিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সমন্বয় ও পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে একটি বিশেষ সেল গঠন	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ অধিদপ্তর ৩। বন অধিদপ্তর ৪। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট ৫। বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট ৬। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৭। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ৮। বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী ৯। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ১০। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
৩.১৩.২	সমন্বিত উপকূলীয় এলাকা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, প্যারাবন (mangrove) পুনর্বাসন ও সংরক্ষণ এবং সমুদ্র উপকূল জুড়িয়া সবুজ বেষ্টনী গড়িয়া তোলা	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। ভূমি মন্ত্রণালয় ৩। পরিবেশ অধিদপ্তর ৪। বন অধিদপ্তর ৫। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইন্সটিটিউট
৩.১৩.৩	উপকূলীয় এলাকায় নূতন জাগিয়া ওঠা ভূমি সংরক্ষণ ও স্থিতিশীল করিবার লক্ষ্যে বনায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বন অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা	১। ভূমি মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৩। বন অধিদপ্তর ৪। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.১৩.৪	দেশের সমুদ্রসীমার (territorial water) দূষণ রোধকল্পে বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী কর্তৃক সার্বক্ষণিক দৃষ্টি রাখা এবং সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক এই কার্যক্রম পরিবীক্ষণ	১। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ২। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ৩। বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী ৪। সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর ৫। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ৬। পরিবেশ অধিদপ্তর ৭। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৮। বিআইডব্লিউটিএ ৯। বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট
৩.১৩.৫	সামুদ্রিক জলভাগে কোনো নৌ-দুর্ঘটনার (যেমন- oil spillage) কারণে দূষণ রোধকল্পে স্থানীয় ও জাতীয় জরুরি কর্মসূচি (local and national contingency) ও অর্থায়নের ব্যবস্থা রাখা এবং আঞ্চলিক ভিত্তিতে কার্যক্রম সমন্বয় করা	১। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ২। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ৩। বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী ৪। সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর ৫। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ৬। মেরিন একাডেমি ৭। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ৮। পরিবেশ অধিদপ্তর ৯। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ১০। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ১১। বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট
৩.১৩.৬	চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরে জাহাজের জমাকৃত আবর্জনা স্থানান্তর এবং জাহাজ হইতে বর্জ্যতৈল ও তৈল জাতীয় সামগ্রী পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণের জন্য জরুরিভিত্তিতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ; সকল সমুদ্র বন্দরে বর্জ্যপদার্থ গ্রহণ এবং বর্জ্য পরিশোধন অবকাঠামো নির্মাণ এবং Oil Spillage-এর জন্য Contingency Plan প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ৩। পরিবেশ অধিদপ্তর ৪। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ৫। চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ ৬। সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.১৩.৭	সমুদ্রে বর্জ্যপদার্থ নিক্ষেপের পূর্বে উহার বৈশিষ্ট্য ও উপাদান নিরূপণ এবং পরিবেশে উহার বিরূপ প্রতিক্রিয়া নির্ধারণ এবং অনুমতি প্রদানের জন্য নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ে একটি বিশেষ সেল গঠন	১। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ অধিদপ্তর ৩। সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর ৪। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড
৩.১৩.৮	উপকূলীয় অঞ্চলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং সকল প্রকার সম্পদের নিরাপত্তা ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনার কাজে সহায়তার উদ্দেশ্যে জরুরিভিত্তিতে একটি সমন্বিত ‘কোস্ট গার্ড’ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা	১। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ২। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ৩। সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর ৪। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড
৩.১৩.৯	দেশের সমুদ্রসীমার দূষণরোধ, উপকূলীয় ও সামুদ্রিক পরিবেশ সংরক্ষণ, উপকূলীয় এলাকায় নূতন জাগিয়া ওঠা ভূমির পর্যবেক্ষণ, সংরক্ষণ এবং উপকূলীয় এলাকার সকল প্রকার সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ	১। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৩। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ৪। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৫। স্পারসো ৬। সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর ৭। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ৮। বন অধিদপ্তর ৯। বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট
৩.১৩.১০	সকল উন্নয়ন পরিকল্পনায় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিজনিত প্রভাব মোকাবেলা ও প্রশমনের বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ এবং উপকূলীয় এলাকায় অপরিকল্পিত অবকাঠামো নির্মাণ, পর্যটন ও অতিমাত্রায় জনসমাগম নিষিদ্ধকরণ	১। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৩। ভূমি মন্ত্রণালয় ৪। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ৫। পরিবেশ অধিদপ্তর ৬। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ৭। সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.১৪ প্রতিবেশবান্ধব পর্যটন (Ecotourism)		
৩.১৪.১	পর্যটন নীতি প্রণয়ন, বিদ্যমান নীতি পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সকল ক্ষেত্রে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ	১। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ২। পরিকল্পনা কমিশন ৩। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৪। ভূমি মন্ত্রণালয় ৫। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ৬। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ৭। পরিবেশ অধিদপ্তর ৮। সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর
৩.১৪.২	প্রতিবেশবান্ধব পর্যটন গড়িয়া তুলিবার ক্ষেত্রে পর্যটন এলাকায় শিল্পায়ন নিষিদ্ধ করা এবং পর্যটনের কারণে সৃষ্ট সকল বর্জ্যের উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা	১। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ২। শিল্প মন্ত্রণালয় ৩। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৪। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ৫। সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর
৩.১৪.৩	জনপ্রিয় পর্যটন এলাকার পরিবেশগত ও প্রতিবেশগত ভারসাম্য সংকটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হইলে পর্যটন নিষিদ্ধ অথবা সীমিত করা	১। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৩। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ৪। পরিবেশ অধিদপ্তর ৫। সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.১৪.৪	জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ এবং প্রতিবেশগতভাবে সংবেদনশীল এলাকায় পর্যটনশিল্প না গড়া বা সীমিত করা	১। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৩। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ৪। সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর ৫। পরিবেশ অধিদপ্তর ৬। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড
৩.১৪.৫	প্রতিবেশবান্ধব পর্যটন (ecotourism) কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা	১। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৩। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ৪। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৫। সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর ৬। পরিবেশ অধিদপ্তর ৭। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড
৩.১৫ শিল্প উন্নয়ন (Industrial Development)		
৩.১৫.১	দূষণকারী চিহ্নিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহে যথাশীঘ্র সম্ভব পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ; শিল্পক্ষেত্রে জ্বালানি সাশ্রয়ী লাগসই প্রযুক্তি প্রচলন এবং Clean Development Mechanism (CDM) পদ্ধতির প্রয়োগ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। শিল্প মন্ত্রণালয় ৩। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় ৪। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ৫। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ৬। বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন ৭। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
		৮। বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প কর্পোরেশন ৯। বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন ১০। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন ১১। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ১২। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ১৩। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ১৪। বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন ১৫। বস্ত্র অধিদপ্তর ১৬। স্থানীয় সরকার বিভাগ ১৭। পরিকল্পনা কমিশন ১৮। অর্থ বিভাগ ১৯। বাংলাদেশ ব্যাংক ২০। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ২১। পরিবেশ অধিদপ্তর ২২। জননিরাপত্তা বিভাগ ২৩। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
৩.১৫.২	বিদ্যমান সকল দূষণকারী শিল্পে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্তকরণ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। শিল্প মন্ত্রণালয় ৩। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ৪। পরিকল্পনা কমিশন ৫। পরিবেশ অধিদপ্তর

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.১৫.৩	সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতে সকল নূতন শিল্পের ক্ষেত্রে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ) এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্তকরণ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ৩। শিল্প মন্ত্রণালয় ৪। পরিবেশ অধিদপ্তর ৫। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ৬। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ৭। বস্ত্র পরিদপ্তর ৮। বাংলাদেশ ব্যাংক
৩.১৫.৪	পরিকল্পিতভাবে শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের লক্ষ্যে (Strategic Environmental Assessment-SEA)-এর মাধ্যমে ল্যান্ড জোনিংয়ের ভিত্তিতে বিষয়ভিত্তিক শিল্প এলাকা গড়িয়া তোলা; আবাসিক এলাকায় শিল্পকারখানা স্থাপন নিষিদ্ধ করা এবং আবাসিক এলাকায় বিদ্যমান শিল্পকারখানাসমূহকে নির্ধারিত শিল্প এলাকায় স্থানান্তর করা	১। শিল্প মন্ত্রণালয় ২। ভূমি মন্ত্রণালয় ৩। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৪। গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ৫। নগর উন্নয়ন সংস্থাসমূহ ৬। জেলা প্রশাসন ৭। পৌর প্রতিষ্ঠানসমূহ ৮। উপজেলা প্রশাসনসমূহ ৯। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ১০। বস্ত্র অধিদপ্তর ১১। পরিকল্পনা কমিশন ১২। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ১৩। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
৩.১৫.৫	পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর এবং জৈব-ক্ষয়িষ্ণু নয় এইরূপ পণ্য উৎপাদনকারী নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমোদন পর্যায়ক্রমে নিষিদ্ধকরণ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৩। শিল্প মন্ত্রণালয় ৪। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.১৫.৬	যে কোনো প্রকার ক্ষতিকর ও বিষাক্ত বর্জ্যকে কাঁচামাল হিসাবে আমদানী বা ব্যবহার করিয়া কোনো প্রকার শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ নিষিদ্ধকরণ	১। শিল্প মন্ত্রণালয় ২। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৩। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৪। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ৫। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ৬। মুখ্য আমদানি রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর ৭। বস্ত্র অধিদপ্তর
৩.১৫.৭	শিল্পক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষতিকর ভারী ধাতু যথা মারকারি, ক্রোমিয়াম, লেড ইত্যাদি ব্যবহার নিরুৎসাহিত করিবার মাধ্যমে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিষিদ্ধ করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ	১। শিল্প মন্ত্রণালয় ২। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৩। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ৪। পরিবেশ অধিদপ্তর
৩.১৫.৮	দূষণকারী শিল্পকারখানায় দূষণ পরিবীক্ষণ করিবার নিজ নিজ ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্তকরণ	১। শিল্প মন্ত্রণালয় ২। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ৩। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ৪। রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ ৫। পরিবেশ অধিদপ্তর ৬। বস্ত্র অধিদপ্তর ৭। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ৮। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ৯। বিসিক

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.১৫.৯	শিল্পে ''ওয়েস্ট পারমিট/কনসেন্ট অর্ডার'' পদ্ধতি চালুকরণ যাহাতে বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণ ব্যবস্থার উন্নতি হয়।	১। শিল্প মন্ত্রণালয় ২। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ৩। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ৪। পরিবেশ অধিদপ্তর ৫। বস্ত্র অধিদপ্তর ৬। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ৭। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ৮। বিসিক
৩.১৫.১০	শিল্পক্ষেত্রে বর্জ্য হ্রাস, পুনর্ব্যবহার ও পুনর্চক্রায়ন (3R) পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে বর্জ্য হ্রাস এবং শূন্য নির্গমন ত্বরান্বিতকরণ	১। শিল্প মন্ত্রণালয় ২। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ৩। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ৪। পরিবেশ অধিদপ্তর ৫। বস্ত্র অধিদপ্তর ৬। বিসিক
৩.১৫.১১	শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের স্বাস্থ্য রক্ষার (occupational environmental health) বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ	১। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ২। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ৩। প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় ৪। শিল্প মন্ত্রণালয় ৫। পরিবেশ অধিদপ্তর ৬। জাতীয় প্রতিষেধক ও সামাজিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান (নিপসম) ৭। বস্ত্র অধিদপ্তর ৮। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ৯। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ১০। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ১১। বিসিক

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.১৬ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ (Energy and Mineral Resources)		
৩.১৬.১	জ্বালানি ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জ্বালানি ও পরিবেশ সংরক্ষণের অন্যতম উদ্দেশ্যে উন্নতমানের চুলা প্রবর্তন এবং সম্প্রসারণের জন্য ব্যাপকভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং শহরে গ্যাসের ও বিদ্যুতের অপচয় রোধে প্রিপেইড মিটার স্থাপন	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ৩। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় ৪। বিসিএসআইআর ৫। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ৬। পরিবেশ অধিদপ্তর ৭। বন অধিদপ্তর ৮। বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিতরণের বিভিন্ন কোম্পানি
৩.১৬.২	গ্রামাঞ্চলে নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণ যাহাতে জ্বালানিকাঠ, কৃষিবর্জ্য, গোবর ইত্যাদি সাশ্রয়পূর্বক এইগুলি কৃষিক্ষেত্রে জৈব সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়	১। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় ২। টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসআরইডিএ) ৩। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ৪। বন অধিদপ্তর ৫। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
৩.১৬.৩	গ্রামাঞ্চলে বায়োগ্যাস, সৌরশক্তি, মিনি হাইড্রোইলেকট্রিক ইউনিট ও স্রোতশক্তি এবং বায়ুকল স্থাপনের মাধ্যমে গ্রামীণ জ্বালানি সরবরাহ বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ	১। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় ২। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ৩। বিসিএসআইআর ৪। পরিবেশ অধিদপ্তর
৩.১৬.৪	ডিজেলে সালফারের পরিমাণ এবং পেট্রোলে সীসার পরিমাণ হ্রাস করাসহ বিভিন্ন প্রকার জ্বালানিতে দূষণ সৃষ্টিকারী উপাদান হ্রাসের ব্যবস্থা গ্রহণ	১। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় ২। বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ কর্পোরেশন ৩। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.১৬.৫	জ্বালানি সাশ্রয়ী উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন, ব্যবহার ও উহার সম্প্রসারণ; প্রচলিত জ্বালানির বিকল্প উৎস আবিষ্কারের জন্য গবেষণা জোরদারকরণ	১। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ২। বিসিএসআইআর ৩। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ৪। বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা) ৫। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)
৩.১৬.৬	যে কোনো প্রকার প্রাথমিক ও বাণিজ্যিক জ্বালানির ব্যবহার ও রূপান্তর যাহাতে পরিবেশের ভারসাম্যের উপর কোনোরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে তৎপ্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা	১। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
৩.১৬.৭	দেশের জ্বালানিশক্তির নিরাপত্তা বিধানকল্পে জ্বালানি সম্পদের নিরাপদ মজুদ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ; জ্বালানির উৎস বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন- তৈল, গ্যাস, কয়লা, পিট ইত্যাদি আহরণ ও বিতরণ যাহাতে বায়ু, পানি, ভূমি, হাইড্রোলজিক্যাল ব্যালেন্স এবং ইকোসিস্টেমের উপর কোনোরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে সেই উদ্দেশ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ	১। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৩। পেট্রোবাংলা
৩.১৬.৮	পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের ফলে পরিবেশগত বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে যথাযথ সতর্কতা গ্রহণ এবং তেজস্ক্রিয় বিকিরণরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ	১। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় ২। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ৩। এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন ৪। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন ৫। পরিকল্পনা কমিশন ৬। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.১৬.৯	যানবাহনের কালো ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন। সেই সাথে সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান যথাযথভাবে প্রয়োগের জন্য নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালন	১। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ২। জননিরাপত্তা বিভাগ ৩। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ৪। বিআরটিএ ৫। পরিবেশ অধিদপ্তর ৬। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
৩.১৭ যোগাযোগ ও পরিবহন (Communication and Transportation)		
৩.১৭.১	দেশের স্থলপথ ব্যবস্থা যাহাতে সার্বিকভাবে পরিবেশসম্মত হয় এবং সড়ক ও রেলপথ ব্যবস্থা যাহাতে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না করে সেই উদ্দেশ্যে সতর্কতা অবলম্বন	১। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ২। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর ৩। রেলপথ মন্ত্রণালয় ৪। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ৫। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ৬। এলজিইডি
৩.১৭.২	রেল ও সড়কপথে চলাচলকারী যানবাহন হইতে গণস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বর্জ্য আবর্জনা নিক্ষেপ বন্ধ করা এবং মলমূত্র ত্যাগ করিয়া পরিবেশ দূষণ না করে সেইজন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ; অভ্যন্তরীণ নদীবন্দর ও স্থলবন্দরসহ রেল জংশন এবং টার্মিনালে বর্জ্য গ্রহণ ও বর্জ্য পরিশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ	১। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ২। বিআরটিএ ৩। রেলপথ মন্ত্রণালয় ৪। স্থানীয় সরকার বিভাগ ৫। সকল সিটি কর্পোরেশন ও সকল পৌরসভা

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.১৭.৩	সড়ক, রেল ও জলপথে চলাচলকারী সকল যানবাহন হইতে নির্গত ধোঁয়া ও শব্দ নির্দিষ্ট মাত্রায় নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে এবং সকল যানবাহনের প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ; সকল যানবাহন তৈরির দেশীয় কারখানাগুলিকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান এবং নির্দেশ প্রতিপালন বিষয়ে উপযুক্ত মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা রাখা	১। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ২। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ৩। শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ৪। জননিরাপত্তা বিভাগ ৫। বাংলাদেশ পুলিশ ৬। বিআরটিএ ৭। সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর ৮। পরিবেশ অধিদপ্তর ৯। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
৩.১৭.৪	অভ্যন্তরীণ নৌপথে চলাচলকারী নৌযান হইতে নিঃসরিত দূষক দ্বারা যাহাতে পানিদূষণ না ঘটে সেই দিকে সতর্কতা অবলম্বন করা ও গণসচেতনতা সৃষ্টি	১। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৩। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন ৪। সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর ৫। পরিবেশ অধিদপ্তর
৩.১৭.৫	অভ্যন্তরীণ নৌ বন্দর ও ডকইয়ার্ডে পানিদূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা	১। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৩। পরিবেশ অধিদপ্তর
৩.১৭.৬	বিমানবন্দর নির্মাণের ফলে যাহাতে কোনোরূপ পরিবেশগত সমস্যার সৃষ্টি না হয় তৎপ্রতি সতর্কতা অবলম্বন	১। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ২। বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ ৩। পরিবেশ অধিদপ্তর

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.১৭.৭	উড়োজাহাজ চলাচলের ফলে বায়ু ও শব্দদূষণের প্রকোপ হ্রাসে সর্বপ্রকার সতর্কতা অবলম্বন	১। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ২। বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ ৩। বাংলাদেশ বিমান ৪। পরিবেশ অধিদপ্তর ৫। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
৩.১৭.৮	রেলপথসহ যে সকল গণপরিবহন ও চলাচল ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত কম দূষণ সৃষ্টি করে সেইগুলির ব্যবহার উৎসাহিত করা	১। রেলপথ মন্ত্রণালয় ২। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ৩। বাংলাদেশ রেলওয়ে ৪। পরিবেশ অধিদপ্তর ৫। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
৩.১৭.৯	রাস্তা ও রেলপথের দুইপাশে বনায়ন/সবুজায়ন	১। সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় ২। রেলপথ মন্ত্রণালয় ৩। বন অধিদপ্তর ৪। স্থানীয় সরকার বিভাগ ৫। সকল সিটি কর্পোরেশন ও পৌর কর্তৃপক্ষ
৩.১৭.১০	মহানগরীর সকল ফুটপাত দখলমুক্ত করে পথচারীর নিরাপদ চলাচল নিশ্চিতকরণ ও বিশেষ লেন নির্মাণ করিয়া সাইকেল চালনা উৎসাহিতকরণ	১। স্থানীয় সরকার বিভাগ ২। সকল সিটি কর্পোরেশন ও পৌর কর্তৃপক্ষ

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.১৭.১১	নৌপথে চলাচলকারী নৌযান হইতে তৈলাক্ত রাসায়নিক বর্জ্য, বায়ুদূষণ ও শব্দদূষণ রোধকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ	১। সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর ২। পরিবেশ অধিদপ্তর
৩.১৭.১২	পর্যায়ক্রমে ডেমু ট্রেনকে ইলেকট্রিক ট্রেনে রূপান্তর করা	১। রেলপথ মন্ত্রণালয় ২। বাংলাদেশ রেলওয়ে
৩.১৮ জনসম্পদ ব্যবস্থাপনা (Human Resources Management)		
৩.১৮.১	দেশের বর্তমান জনসংখ্যা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহার এবং ২০২১ সন পর্যন্ত জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি দেশের সম্পদ ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া এবং পরিবেশের উপর কী সুনির্দিষ্ট প্রভাব সৃষ্টি করিবে সে সম্পর্কে একটি সমীক্ষা প্রণয়ন; সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যসমূহের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ	১। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৩। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ৪। পরিকল্পনা কমিশন
৩.১৮.২	দেশের জনশক্তির সমন্বিত, সুপরিকল্পিত ও পরিবেশসম্মত ব্যবহার নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে একটি জনশক্তি পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন	১। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ২। জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো ৩। পরিকল্পনা কমিশন ৪। পরিবেশ অধিদপ্তর
৩.১৮.৩	বিভিন্ন সেক্টরে পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে মহিলাদের ভূমিকার উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করিয়া তাহাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা	১। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৩। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ৪। বাংলাদেশ শিশু একাডেমি ৫। পরিকল্পনা কমিশন

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.১৮.৪	জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে দেশের অন্যতম সমস্যা চিহ্নিত করিয়া এর নিয়ন্ত্রণ এবং যথাসম্ভব দ্রুত এই সংখ্যা স্থিতিশীল করিবার প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ ও তাহা বাস্তবায়ন	১। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ২। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৩। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ৪। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর ৫। পরিকল্পনা কমিশন
৩.১৮.৫	দেশের দরিদ্র অংশ যেহেতু পরিবেশ অবক্ষয়ের প্রধান ও ত্বরিৎ শিকার হয়, তাই স্বাস্থ্যসুরক্ষা ও পরিবেশ অবনয়নজনিত সমস্যা হইতে তাহাদের রক্ষা করিবার বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ	১। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৩। পরিকল্পনা কমিশন
৩.১৯ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার প্রস্তুতি ও অভিযোজন (Climate Change Preparedness)		
৩.১৯.১	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষম গৃহায়ণ-যোগাযোগ-জ্বালানি-শিক্ষা-স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা এবং কৃষি-খাদ্য-পানীয়-শিল্প উৎপাদন, আহরণ, পরিচালনা, ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ৩। কৃষি মন্ত্রণালয় ৪। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৫। গৃহায়ণ ও গুণপূর্ত মন্ত্রণালয় ৬। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৭। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ৮। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ৯। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ১০। শিল্প মন্ত্রণালয় ১১। রেলপথ মন্ত্রণালয় ১২। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ১৩। ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ১৪। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.১৯.২	জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলার জন্য গৃহীত বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল এবং কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ৩। কৃষি মন্ত্রণালয় ৪। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৫। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ৬। পরিকল্পনা কমিশন ৭। অর্থ মন্ত্রণালয় ৮। পরিবেশ অধিদপ্তর ৯। স্পারসো ১০। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ১১। বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেইঞ্জ ট্রাস্ট ১২। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৩.১৯.৩	জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুত জনগণের (climate displaced/climate migrants) পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। খাদ্য মন্ত্রণালয় ৩। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ৪। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ৫। ভূমি মন্ত্রণালয় ৬। কৃষি মন্ত্রণালয় ৭। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ৮। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ৯। সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় ১০। পরিকল্পনা কমিশন ১১। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ১২। সমাজসেবা অধিদপ্তর ১৩। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ১৪। সকল সিটি করপোরেশন ও পৌর কর্তৃপক্ষ

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.১৯.৪	জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় মানুষসহ সকল জীবের অভিযোজন সক্ষমতা, অভিযোজনের ধরন অনুধাবন এবং অভিযোজনে সহায়ক প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করা	১। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ২। সংশ্লিষ্ট সকল অধিদপ্তর/পরিদপ্তর ৩। সংশ্লিষ্ট সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠান
৩.১৯.৫	কৃষি ও শিল্পখাতসহ সকল কার্যক্রমে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী/গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন যথাসম্ভব নিম্ন পর্যায়ে রাখা এবং উৎপাদন উপকরণ সংগ্রহের জন্য প্রতিবেশের উপর চাপ কমাইতে 3R পদ্ধতি অনুসরণ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। কৃষি মন্ত্রণালয় ৩। শিল্প মন্ত্রণালয় ৪। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ৫। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৬। পরিবেশ অধিদপ্তর ৭। মৎস্য অধিদপ্তর ৮। বিসিক ৯। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ১০। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন
৩.১৯.৬	জলবায়ু পরিবর্তন রোধে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সকলে একযোগে কাজ করা	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৩.২০ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (Disaster Management)		
৩.২০.১	সকল প্রকার প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য দুর্যোগ এবং তা মোকাবেলার কর্মপদ্ধতি অন্তর্ভুক্তকরণ	১। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৩। কৃষি মন্ত্রণালয়

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
		৪। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৫। পরিকল্পনা কমিশন ৬। অর্থ মন্ত্রণালয় ৭। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৮। পরিবেশ অধিদপ্তর ৯। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ১০। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ১১। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৩.২০.২	প্রত্যেক শিল্পকারখানা ও প্রকল্পের পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস ও আপদকালীন পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্তকরণ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ৩। কৃষি মন্ত্রণালয় ৪। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৫। পরিকল্পনা কমিশন ৬। অর্থ মন্ত্রণালয় ৭। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৮। পরিবেশ অধিদপ্তর ৯। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ১০। তথ্য মন্ত্রণালয় ১১। তথ্য অধিদপ্তর ১২। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
৩.২০.৩	বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে সম্ভাব্য দুর্যোগ এবং তার ক্ষতির দিকসমূহ চিহ্নিতকরত তার মোকাবেলায় সম্ভাব্য কর্মপন্থা নির্ধারণ; ঝুঁকি মোকাবেলায় সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিসহ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ৩। কৃষি মন্ত্রণালয় ৪। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
		৫। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৬। অর্থ মন্ত্রণালয় ৭। পরিবেশ অধিদপ্তর ৮। বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেইঞ্জ ট্রাস্ট ৯। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ১০। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ১১। পরিকল্পনা কমিশন
৩.২০.৪	জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে দুর্যোগপ্রবণ এলাকাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং দ্রুত দুর্যোগের তথ্য বিনিময় নেটওয়ার্ক স্থাপন; দুর্যোগ এড়ানো বা ক্ষতি নিম্নতম পর্যায়ে রাখিতে যথাসময়ে দুর্যোগের পূর্বাভাস প্রচার	১। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৩। কৃষি মন্ত্রণালয় ৪। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৫। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৬। অর্থ মন্ত্রণালয় ৭। তথ্য মন্ত্রণালয় ৮। তথ্য অধিদপ্তর ৯। পরিবেশ অধিদপ্তর ১০। বন অধিদপ্তর ১১। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ১২। স্পারসো ১৩। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ১৪। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ১৫। পরিকল্পনা কমিশন ১৬। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
৩.২০.৫	বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে সৃষ্ট সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রকল্প গ্রহণ এবং তাহা বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক সহায়তা প্রাপ্তির উদ্যোগ গ্রহণ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
		৩। কৃষি মন্ত্রণালয় ৪। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৫। পরিকল্পনা কমিশন ৬। অর্থ মন্ত্রণালয় ৭। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৮। বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেইঞ্জ ট্রাস্ট ৯। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ১০। পরিবেশ অধিদপ্তর
৩.২০.৬	দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবেশ ও প্রতিবেশ পুনরুদ্ধার করিবার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাকে সাময়িকভাবে সংরক্ষিত এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করিয়া পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ৩। অর্থ মন্ত্রণালয় ৪। পরিবেশ অধিদপ্তর ৫। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ৬। বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট
৩.২০.৭	দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ সংক্রান্ত বুকলেট ও প্রচারপত্র সকলের মাঝে বিতরণ	১। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৩। কৃষি মন্ত্রণালয় ৪। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৫। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৬। অর্থ মন্ত্রণালয় ৭। পরিবেশ অধিদপ্তর ৮। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ৯। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ১০। পরিকল্পনা কমিশন

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.২১ বিজ্ঞান, গবেষণা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (Science, Research, Information and Communication Technologies)		
৩.২১.১	পরিবেশসম্মত ও টেকসই প্রযুক্তিকে লক্ষ্য রাখিয়া পরিবেশ দূষণ তদারক ও নিয়ন্ত্রণ জোরদার করিবার পদক্ষেপ সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান	১। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ২। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহ ৩। পরিবেশ অধিদপ্তর
৩.২১.২	বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং সম্পদের পরিবেশসম্মত ব্যবহার নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম ও উপযুক্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবনমূলক কার্যক্রম জোরদার ও উৎসাহিত করা	১। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ ২। বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান
৩.২১.৩	১৯৮৬ সালের জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতিতে গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য জাতীয়ভাবে অগ্রাধিকার হিসাবে চিহ্নিত সকল ক্ষেত্রে পরিবেশগত বিবেচনা একটি অপরিহার্য অংশ হিসাবে সংযোজন	১। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ২। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহ
৩.২১.৪	দেশের সকল গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানে তাহাদের গবেষণা ক্ষেত্রসমূহে পরিবেশগত দিক বিশেষভাবে বিবেচনা করা এবং তদনুযায়ী সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ	১। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ২। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহ
৩.২১.৫	উন্নত দেশসমূহ হইতে প্রযুক্তি হস্তান্তর (Technology Transfer) জোরদার করিয়া “Low Carbon Growth Path” সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ অধিদপ্তর ৩। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ৪। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ৫। শিল্প মন্ত্রণালয় ৬। বিএসটিআই

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.২২ রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবস্থাপনা (Management of Chemical Substances)		
৩.২২.১	আমদানিকৃত রাসায়নিক দ্রব্যাদিসমূহের ইনভেন্টরি প্রস্তুতপূর্বক সার্বিক নজরদারি ও তদারকি পদ্ধতি নির্ধারণ	১। খাদ্য মন্ত্রণালয় ২। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৩। শিল্প মন্ত্রণালয় ৪। বিএসটিআই ৫। খাদ্য অধিদপ্তর ৬। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ৭। পরিবেশ অধিদপ্তর ৮। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
৩.২২.২	রাসায়নিক দ্রব্যাদিসমূহ উৎপাদন এবং আমদানির ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবহার বিধি, মজুদ পদ্ধতি, পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব নির্ণয়, দূষণ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়সমূহ বিবেচনা করে বিধি বিধানের আওতায় ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ	১। খাদ্য মন্ত্রণালয় ২। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৩। শিল্প মন্ত্রণালয় ৪। বিএসটিআই ৫। খাদ্য অধিদপ্তর ৬। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ৭। পরিবেশ অধিদপ্তর ৮। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ৯। কৃষি মন্ত্রণালয় ১০। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
৩.২২.৩	শিল্পখাতে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যাদি, কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত কীটনাশক ও রাসায়নিক সার, গৃহস্থালিতে ব্যবহার্য রাসায়নিক এবং জনস্বার্থে ব্যবহৃত রাসায়নিকসমূহের আমদানিপূর্ব বিধি-	১। খাদ্য মন্ত্রণালয় ২। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৩। শিল্প মন্ত্রণালয় ৪। বিএসটিআই ৫। খাদ্য অধিদপ্তর

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	বিধানের আলোকে নিয়ন্ত্রণকরণ; আমদানিপরবর্তী উৎপাদন, প্রয়োগ ও ব্যবহার পর্যায়ে প্রস্তুতকৃত ইনভেন্টরির আলোকে রাসায়নিকসমূহের বিচলন (movement) নীতিমালার আলোকে নজরদারিকরণ	৬। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ৭। পরিবেশ অধিদপ্তর ৮। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ৯। কৃষি মন্ত্রণালয়
৩.২২.৪	আন্তর্জাতিকভাবে স্বাক্ষরিত রাসায়নিক দ্রব্যাদি সংক্রান্ত কনভেনশন, প্রটোকল, ট্রিটিসমূহ (যথা: Stockholm Convention, Minamata Convention, Basel Convention, Rotterdam Convention, Montreal Protocol ইত্যাদি) বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ	১। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৩। শিল্প মন্ত্রণালয় ৪। পরিবেশ অধিদপ্তর
৩.২২.৫	নির্দিষ্ট রাসায়নিক ও পারমাণবিক পদ্ধতি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনে জননিরাপত্তা বিবেচনাকরণ	১। বিদ্যুৎ বিভাগ ২। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ৩। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ৪। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৫। এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন ৬। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন ৭। পরিবেশ অধিদপ্তর
৩.২২.৬	বর্তমানে বিদ্যমান আন্তর্জাতিকভাবে নিষিদ্ধ ও চিহ্নিত বিভিন্ন প্রকার ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যাদির তালিকা প্রস্তুত করে নিরাপদ ফেজআউট (phase out) পদ্ধতি প্রচলনকরণ	১। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ২। শিল্প মন্ত্রণালয় ৩। বিসিএসআইআর ৪। বিএসটিআই ৫। বিসিআইসি

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.২৩ অন্যান্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ (Other Pollution Control)		
৩.২৩.১	শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম যেমন- নির্ধারিত মানমাত্রার অধিক শব্দ সৃষ্টিকারী হাইড্রলিক হর্নসহ সকল প্রকার হর্ন, জেনারেটর, প্রচার (মাইক/বাদ্যযন্ত্র), অবকাঠামো নির্মাণের জন্য যন্ত্রপাতি ইত্যাদি আমদানি, উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করা; হাসপাতাল, উপাসনালয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং শব্দদূষণের প্রতি সংবেদনশীল এলাকা বা প্রতিষ্ঠানকে নীরব এলাকা ঘোষণা	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। শিল্প মন্ত্রণালয় ৩। জননিরাপত্তা বিভাগ ৪। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ৫। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ৬। তথ্য মন্ত্রণালয় ৭। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৮। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৯। নির্বাচন কমিশন ১০। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ১১। পরিবেশ অধিদপ্তর ১২। সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা
৩.২৩.২	ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য অনুকম্পন, তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ও আলোকদূষণের নির্দিষ্ট মানমাত্রা নির্ধারণপূর্বক পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালায় অন্তর্ভুক্তকরণ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ অধিদপ্তর ৩। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন ৪। বিএসটিআই ৫। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ৬। জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ ৭। এলজিইডি
৩.২৩.৩	অনুকম্পনজনিত দূষণ, তেজস্ক্রিয় বিকিরণজনিত দূষণ ও আলোকদূষণ রোধকরণ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ অধিদপ্তর ৩। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন ৪। শিল্প মন্ত্রণালয় ৫। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ৬। তথ্য মন্ত্রণালয় ৭। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৮। সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.২৩.৪	গৃহ অভ্যন্তরীণ দূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে মানমাত্রা নির্ধারণ এবং গাইডলাইন প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ অধিদপ্তর ৩। তথ্য মন্ত্রণালয় ৪। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ৫। তথ্য অধিদপ্তর
৩.২৩.৫	Waste heat recover এবং সকল প্রকার তাপীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ	১। শিল্প মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৩। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৪। পরিবেশ অধিদপ্তর ৫। বিদ্যুৎ বিভাগ
৩.২৪ পরিবেশবান্ধব অর্থনৈতিক উন্নয়ন, টেকসই উৎপাদন ও ভোগ (Environment Friendly Economic Development, Sustainable Production and Consumption)		
৩.২৪.১	দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে যথাসম্ভব পরিবেশবান্ধব করা	১। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠান
৩.২৪.২	যেই সকল সেক্টরে কার্বন উৎপাদন কম সেই সকল সেক্টরে জনবলের ব্যবহার বৃদ্ধি করা	১। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠান
৩.২৪.৩	অধিক মাত্রায় পরিবেশবান্ধব কাজ সৃষ্টি করা	১। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠান
৩.২৪.৪	গৃহস্থালি, কৃষিজকাজ ও শিল্পসহ সকল ক্ষেত্রে জ্বালানি সাশ্রয়ী এবং কম কার্বন উৎপাদক প্রযুক্তি উদ্ভাবন, আমদানি ও ব্যবহার করা	১। বিদ্যুৎ বিভাগ ২। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ৩। কৃষি মন্ত্রণালয় ৪। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
		৫। শিল্প মন্ত্রণালয় ৬। পরিবেশ অধিদপ্তর ৭। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ৮। স্থানীয় সরকার বিভাগ ৯। পরিকল্পনা কমিশন ১০। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানসমূহ
৩.২৪.৫	আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকরণ	১। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠান
৩.২৪.৬	বর্জ্য থেকে শক্তি উৎপাদন (Waste to Energy) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জৈবসার উৎপাদন কার্যক্রম গ্রহণ	১। কৃষি মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৩। শিল্প মন্ত্রণালয় ৪। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ৫। পরিবেশ অধিদপ্তর ৬। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ৭। স্থানীয় সরকার বিভাগ
৩.২৪.৭	অর্থনৈতিক উন্নয়ন এমনভাবে করিতে হইবে যাহাতে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতি নিম্নতম পর্যায়ে থাকে এবং প্রকৃত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন হয়	১। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠান
৩.২৪.৮	অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণায় পরিবেশ ও প্রতিবেশের অর্থনৈতিক মূল্যমান (Economic Valuation) বিবেচনাকরণ	১। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠান

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.২৪.৯	“টেকসই উৎপাদন ও ভোগ”-এর প্রসারের লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে কতিপয় সেক্টর যেমন- পানিখাত, জ্বালানিখাত, টেকসই পরিবহন ও যোগাযোগখাত, শিল্পখাত, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বায়ুমান ব্যবস্থাপনা, খাদ্য ও কৃষিজাত পণ্য, গৃহনির্মাণ, নগর উন্নয়ন ও ভূমি ব্যবহার, টেকসই গণক্রয়, ইকোলেবেলিং, রাসায়নিক ব্যবস্থাপনা, দূষণমুক্ত উৎপাদন প্রভৃতিকে অগ্রাধিকার দেওয়া	১। বিদ্যুৎ বিভাগ ২। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ৩। কৃষি মন্ত্রণালয় ৪। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৫। শিল্প মন্ত্রণালয় ৬। ভূমি মন্ত্রণালয় ৭। গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ৮। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ৯। পরিবেশ অধিদপ্তর ১০। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানসমূহ
৩.২৪.১০	“টেকসই উৎপাদন ও ভোগ”-এর প্রসারে ক্ষেত্রে দেশীয় প্রেক্ষাপট বিবেচনায় কার্যকর কর্মকাণ্ড পরিচালনা করিতে হইবে যেখানে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনাকরণ	১। বিদ্যুৎ বিভাগ ২। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ৩। কৃষি মন্ত্রণালয় ৪। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৫। শিল্প মন্ত্রণালয় ৬। ভূমি মন্ত্রণালয় ৭। গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ৮। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ৯। পরিবেশ অধিদপ্তর ১০। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রাণালয় ও প্রতিষ্ঠানসমূহ
৩.২৪.১১	“টেকসই উৎপাদন ও ভোগ” প্রসারের লক্ষ্যে উৎপাদন ও ভোগ ব্যবস্থায় carbon footprint, energy footprint, water footprint, ecological footprint, food footprint হ্রাসকরণ	১। বিদ্যুৎ বিভাগ ২। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ৩। কৃষি মন্ত্রণালয় ৪। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৫। শিল্প মন্ত্রণালয়

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
		৬। ভূমি মন্ত্রণালয় ৭। গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ৮। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রাণালয় ৯। পরিবেশ অধিদপ্তর ১০। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানসমূহ
৩.২৪.১২	"টেকসই উৎপাদন ও ভোগ" প্রসারের লক্ষ্যে ধনী ও গরীব জনগোষ্ঠীর মধ্যে উৎপাদন ও ভোগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্য দূরীকরণ ও হ্রাসকরণে প্রচেষ্টা গ্রহণ	১। বিদ্যুৎ বিভাগ ২। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ৩। কৃষি মন্ত্রণালয় ৪। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৫। শিল্প মন্ত্রণালয় ৬। ভূমি মন্ত্রণালয় ৭। গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ৮। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রাণালয় ৯। পরিবেশ অধিদপ্তর ১০। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানসমূহ
৪.০ আইনগত কাঠামো (Legal Frame)		
৪.১	পরিবেশ সম্পর্কিত বর্তমান আইনসমূহ একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির মাধ্যমে জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮-এর আলোকে পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৩। অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়
৪.২	আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি কর্তৃক পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে নূতন প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করিয়া সুনির্দিষ্ট সুপারিশ পেশ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৪.৩	নূতন যে কোনো আইন প্রণয়ন ও সংশোধনের সময় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক নূতন আইন বা সংশোধিত আইন পরিবেশসম্মত হওয়া নিশ্চিতকরণ	১। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়
৪.৪	পরিবেশ সংক্রান্ত যেই সকল আন্তর্জাতিক আইন/কনভেনশন/প্রটোকল বাংলাদেশ কর্তৃক অনুমোদনযোগ্য তাহা অনুমোদনকরণ এবং ঐ সকল আইন/কনভেনশন/প্রটোকলের বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রচলিত আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন/পরিবর্তন সাধন।	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৩। অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ
৫.০ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো (Organizational Set-up)		
৫.১	উল্লিখিত সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে নিজ নিজ আওতাধীন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিবেশসম্মতভাবে বাস্তবায়নের জন্য যথাবিহীত ব্যবস্থা গ্রহণ	১। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ
৫.২	পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যাদি বাস্তবায়নে বেসরকারি সেক্টর ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ উৎসাহিত ও নিশ্চিত করা	১। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো ২। শিল্প মন্ত্রণালয় ৩। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৪। সমাজসেবা অধিদপ্তর ৫। সমবায় অধিদপ্তর
৫.৩	পরিবেশ সংক্রান্ত বাস্তবায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিষয় সমন্বয়করণ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৫.৪	সরকার প্রধানের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় পরিবেশ কমিটি কর্তৃক জাতীয় পরিবেশ নীতি, পরিবেশ সংক্রান্ত সকল বিধি-বিধান বাস্তবায়নের দিকনির্দেশনা প্রদান; এই কমিটির সভা বছরে অন্তত একবার অনুষ্ঠিত হওয়া	১। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ২। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ৩। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৪। পরিবেশ অধিদপ্তর
৫.৫	সকল শিল্পইউনিট ও দেশের সকল উন্নয়ন প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের বিষয় পর্যালোচনা করিবার লক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের কারিগরি সামর্থ্য ও লোকবল বৃদ্ধি করা; কর্মকর্তাদের পরিবেশ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান; প্রকল্প সারপত্র ও প্রকল্প দলিলে পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। পরিকল্পনা কমিশন ৩। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ৪। পরিবেশ অধিদপ্তর
৫.৬	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতি পাঁচ বছর অন্তর দেশের পরিবেশের অবস্থার উপর একটি অবস্থানপত্র (Status Paper) প্রণয়ন, প্রকাশ ও বিতরণ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
৫.৭	ভবিষ্যতে যথাসময়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজন অনুসারে পরিবেশ নীতি পরিবর্তন ও পুনঃপ্রণয়নের জন্য যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পরিবেশ সংক্রান্ত বাস্তবায়ন কার্যক্রমের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৫.৮	মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ কর্তৃক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নীতি (policy), পরিকল্পনা (plan) এবং কর্মসূচির (programme) উপর Strategic Environmental Assessment (SEA) সম্পাদন	১। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৩। পরিবেশ অধিদপ্তর
৬.০ জাতীয় পরিবেশ নীতি পরিপালন (National Environment Policy Compliance)		
	পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের বিষয়টি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। সংবিধানে বিবৃত উল্লিখিত মূলনীতি জাতীয় নীতিসমূহে প্রতিফলনের এবং পরিবেশকে উন্নয়নের মূলধারায় আনয়নের লক্ষ্যে জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮ গ্রহণ করা হইয়াছে। এই নীতি পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সমন্বিত নীতি হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং অন্যান্য জাতীয় নীতিসমূহে বিধৃত পরিবেশ বিষয়ক কর্মকাণ্ডের দিকনির্দেশক হিসাবে কাজ করিবে। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক এই নীতি পরিপালন করা হইবে।	১। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ দপ্তর/সংস্থা

শব্দ সংক্ষেপ

AWD	Alternate Wetting and Drying
BAT	Best Available Technologies
BADC	Bangladesh Agricultural Development Corporation
BCIC	Bangladesh Chemical Industries Corporation
BSCIC	Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation
BCSIR	Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research
BOGMC	Bangladesh Oil Gas and Minerals Corporation
BRTA	Bangladesh Road Transport Authority
BSTI	Bangladesh Standards and Testing Institution
BIWTA	Bangladesh Inland Water Transport Authority
BIWTC	Bangladesh Inland Water Transport Corporation
CMP	Conservation Management Plan
CDM	Clean Development Mechanism
CETP	Central Effluent Treatment Plant
3R	Reduce, Reuse and Recycle
DRAS	Drought Assessment
DAP	Detailed Area Plan
DSS	Decision Support System
ECA	Ecologically Critical Area
GMOs	Genetically Modified Organisms
GIS	Geographic Information System
IWRM	Integrated Water Resources Management
LMOs	Living Modified Organisms
NIPSOM	National Institute of Preventive and Social Medicine
PPP	Public Private Partnership
PA	Protected Area
SPARRSO	Space Research and Remote Sensing Organization
SLM	Sustainable Land Management
UNFCCC	United Nations Framework Convention on Climate Change
WARPO	Water Resources Planning Organization
SLCP	Short-Lived Climate Pollutants
SEA	Strategic Environmental Assessment

সংলগ্নী ১

List of Environment Related International Conventions, Protocols, Treaties, etc Signed/Ratified or Accessed by Bangladesh:

No	Environment Related International Conventions, Protocols and Treaties	Signed	Ratified/Accessed (AC)/Accepted (AT)/Adoption (AD)	Being Ratified
1.	International Plant Protection Convention (Rome, 1951.)		01.09.78	
2.	International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil (London, 1954 (as amended on 11 April 1962 and 21 October 1969.)		28.12.81 (entry into force)	
3.	Plant Protection Agreement for the South East Asia and Pacific Region (As amended) Rome, 1956.)		04.12.74 (AC) (entry into force)	
4.	Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in Outer Space and under Water (Moscow, 1963.)	13.03.85		
5.	Treaty on Principles governing the Activities of States in the Exploration and use of outer Space Including the Moon and Other Celestial Bodies (London, Moscow, Washington, 1967.)		14.01.86 (AC)	

No	Environment Related International Conventions, Protocols and Treaties	Signed	Ratified/Accessed (AC)/Accepted (AT)/Adoption (AD)	Being Ratified
6.	International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties (Brussels, 1969.)		04.02.82 (entry into force)	
7.	Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat (Ramsar,1971) ("Ramsar Convention")		20.04.92 (ratified)	
8.	Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxic Weapons, and on Their Destruction (London, Moscow, Washington, 1972.)		13.03.85	
9.	Convention Concerning the Protection of the World Cultural and natural Heritage (Paris, 1972.)		03.08.83 (Accepted) 03.11.83 (ratified)	
10.	Nagoya protocol on access to genetic resources and the fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization to the convention on the Biological Diversity	06.9.2011		

No	Environment Related International Conventions, Protocols and Treaties	Signed	Ratified/Accessed (AC)/Accepted (AT)/Adoption (AD)	Being Ratified
11.	Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Washington, 1973.) (" CITES Convention")	20.11.81	18.02.82	
12.	United Nations Convention on the Law of the Sea (Montego Bay, 1982.)		10.12.82	
13.	Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer (Vienna, 1985.)		02.08.90 (AC) 31.10.90 (entry into force)	
14.	Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer (Montreal 1987.)		02.08.90 31.10.90 (AC) (entry into force)	
14a.	London Amendment to the Montreal Protocol on substances that Deplete the Ozone Layer (London, 1990)		18.03.94 (AC) 16.06.94 (entry into force)	
14b.	Copenhagen Amendment to the Montreal protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, Copenhagen, 1992		27.11.2000 (AT) 26.02.2001 (Entry into force)	
14c.	Montreal Amendment of the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, Montreal, 1997		27.07.2001 (Accepted) 26.10.2001 (Entry into force)	
15.	Convention on Early Notification of a Nuclear Accident (Vienna, 1986.) 07.01.88 (ratified)		07.02.88 (entry into force)	

No	Environment Related International Conventions, Protocols and Treaties	Signed	Ratified/Accessed (AC)/Accepted (AT)/Adoption (AD)	Being Ratified
16.	Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident of Radiological Emergency (Vienna, 1986.)		07.01.88 (ratified) 07.02.88 (Entry into force)	
17.	Agreement on the Network of Aquaculture Centres in Asia and the Pacific (Bangkok, 1988.)		15.05.90 (ratified)	
18.	Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal (Basel, 1989.)		01.04.93.(AC)	
19.	International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Cooperation (London, 1990.)	30.11.90		In the process of ratification
20.	United Nations Framework Convention on Climate Change, (New York, 1992.)	09.06.92	15.04.94	
21.	Convention on Biological Diversity, (Rio De Janeiro, 1992)	05.06.92	03.05.94	
22.	International Convention to Combat Desertification, (Paris 1994)	14.10.94	26.01.1996 (Ratification) 26.12.1996 (entry into force)	
23.	Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques, (Geneva, 1976.)		03.10.79 (AC) (entry into force)	

No	Environment Related International Conventions, Protocols and Treaties	Signed	Ratified/Accessed (AC)/Accepted (AT)/Adoption (AD)	Being Ratified
24.	Agreement Relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 (New York, 1994.)	28.07.96		
25.	Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (New York, 1995.)	04.12.95		
26.	Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction (Paris, 1993.)	14.01.93		
27.	United Nations Convention to Combat Desertification in those Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa (Paris, 1994.)	14.10.94	26.01.96	
28.	Convention on Nuclear Safety (Vienna, 1994.)	21.09.95	21.09.95 (AT)	

No	Environment Related International Conventions, Protocols and Treaties	Signed	Ratified/Accessed (AC)/Accepted (AT)/Adoption (AD)	Being Ratified
29.	Cartagena protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity	21.5.2000		In the process of ratification
30.	Convention on persistent Organic Pollutants, Stockholm	23.5.2001		In the Process of ratification
31.	Kyoto protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change		21.08.2001 (AC) 11.12.1997 (AD)	
32.	The International Convention for the Preventing of Pollution from the Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (MARPOL73/78)		4.11.2002 (AC)	

Note: AC: Accession/Accessed; AD: Adoption/Adopted; AT: Accepted

সংলগ্নী ২

বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা ও কর্মকৌশল:

1. Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP) 2009
2. Intended Nationally Determined Contribution (INDC), 2015
3. National Adaptation Programme of Action (NAPA) 2009
4. National Biodiversity Strategy and Action Plan of Bangladesh 2016-2021
5. National Biosafety Framework, 2007
6. Biodiversity National Assessment-2015
7. Bangladesh: National Programme of Action for Protection of the Coastal and Marine Environment from Land-Based Activities
8. National 3R Strategy for Waste Management, 2010
9. A Roadmap for Clean Fuels and Vehicles in Bangladeh, 2011
10. National Action Plan for Short-Lived Climate Pollutants
11. National Action Programme on Desertification, Land Degradation and Drought (DLDD) 2016-2024
12. Establishing National Land Use and Land Degradation Profile 2018 (Proposed)

সংলগ্নী ৩

পরিবেশ সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা:

১. বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সর্বশেষ সংশোধিত ২০১০)

২. পরিবেশ আদালত আইন, ২০১০

৩. ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩

৪. পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭

৫. ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৪

৬. শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬

৭. চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮

৮. বিপজ্জনক বর্জ্য ও জাহাজ ভাঙ্গার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১

৯. বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২

১০. প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬

১১. বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭

বাঃসঃমুঃ-২০১৮/২০১৯-৫৮৫৬কম/এ–২০০০ বই, ২০১৯।